বামাবোধিনী পত্রিকা

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता ।
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

वर्ग संख्या বৈশাখ ১৩০১ ৩৫ ভাগ
Class No. সে ১৮-৯৪,

पुस्तक संख्या
Book No. ৩০ বর্ষ

रा० पु०/N. L. 38.

H7/Dte/NL/Cal/79—2,50,000—1-3-82—GIPG.

RARE BOOK

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

[illegible]২ সংখ্যা। — বৈশাখ ১৩০১—মে ১৮৯৪। — ৫ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সংক্ষিপ্ত পঞ্জিকা।

১৩০১ সাল।

ইং ১৮৯৪-৯৫।

সংবৎ ১৯৫১-৫২, শক ১৮১৬,

ব্রাহ্মাব্দ ৬৫-৬৬।

*বৈ	*জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
শু	সো	বৃ	সো	বৃ	র
৩১	৩১	৩২	৩১	৩১	৩০
*এ	মে	জুন	জু	আ	সে
র	ম	শু	র	বু	শ
৩০	৩১	৩০	৩১	৩১	৩০

কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
বু	শু	শ	সো	ম	বৃ
৩০	২৯	৩০	২৯	৩০	৩০(শু)
অ	ন	ডি	জা	ফে	মা
সো	বৃ	শ	র	শু	শু
৩১	৩০	৩১	৩১	২৮	৩১(র)

†শু	‡সো	বৃ	সো	বৃ	র	১‡	৮	১৫	২২	২৯
শ	ম	শু	ম	শু	সো	২।	৯	১৬	২৩	৩০
র	বু	শ	বু	শ	ম	৩	১০	১৭	২৪	৩১
সো	বৃ	র	বৃ	র	বু	৪	১১	১৮	২৫	৩২
ম	শু	সো	শু	সো	বৃ	৫	১২	১৯	২৬	
বু	শ	ম	শ	ম	শু	৬	১৩	২০	২৭	
বৃ	র	বু	র	বু	শ	৭	১৪	২১	২৮	

বু	শু	শ	সো	ম	বৃ
বৃ	শ	র	ম	বু	শু
শু	র	সো	বু	বৃ	শ
শ	সো	ম	বৃ	শু	র
র	ম	বু	শু	শ	সো
সো	বু	বৃ	শ	র	ম
ম	বৃ	শু	র	সো	বু

	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
শুঃএঃ	৪	২	১	২৮	২৬	২৫
পুঃ	৭	৬	৪	২-৩১	৩০	২৯
কৃঃএঃ	১৯	১৮	১৬	১৩	১২	১০
অঃ	২৩	২১	১৯	১৯	১৫	১৪

শুঃএঃ—শুক্ল একাদশী, পুঃ—পূর্ণিমা।

কৃঃএঃ—কৃষ্ণ একাদশী, অঃ—অমাবস্যা।

*বৈ-বৈশাখ শুক্রবারে আরম্ভ, ৩১ দিনে মাস। জ্যৈ—জ্যৈষ্ঠ সোমবারে আরম্ভ, ৩১ দিনে মাস। এ—এপ্রেল রবিবারে আরম্ভ ৩০ দিনে মাস ইত্যাদি।

†১লা বৈ শুক্র, ২রা বৈ শনি, ইত্যাদি, ১লা জ্যৈষ্ঠ সোম ২রা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গল, ইত্যাদি।

‡বৈ শুক্র ১, ৮, ১৫, ২২, ২৯ জ্যৈ সোম ১, ৮, ১৫, ২২, ২৯, ইত্যাদি।

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
শুঃএঃ	২৪	২৩	২৪	২৪	২৪	২৪
পুঃ	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৬
কৃঃএঃ	৯	৮	৮	৮	৯	৯
অঃ	১২	১১	১২	১২	১৩	১২

∴ ৪ঠা বৈশাখ সোমবার শুক্ল একাদশী, ৭ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার পূর্ণিমা; এইরূপ দিন, বার ও তিথি সহজেই ঠিক হইবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বাঙ্গালী কমিসনর—সিবিলিয়ান বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত বর্দ্ধমান বিভাগের কমিসনর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালী কয়েক বৎসর হইতে জেলার মাজিষ্ট্রেট ও জজের পদ প্রাপ্ত হইতেছেন, কিন্তু বিভাগীয় কমিসনর পদ পাইবার এই সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টান্ত। মহারাণী ও রাজপ্রতিনিধি লর্ড এলগিনের জয় হউক।

অন্ধের জন্য সংবাদ পত্র—ইংলণ্ডে এখন এত অন্ধলোক শিক্ষিত হইয়াছে, যে তাহাদের জন্য সংবাদ পত্রের প্রয়োজন হইয়াছে। ১৮৮২ সালের জুন মাস হইতে "Weekly Summary নামে ৩ পেনী দামের একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে। ইহার অক্ষর সকল উঁচু উঁচু, ইহাতে সপ্তাহের আবশ্যক সংবাদ সকল থাকে। কালা বোবারা শিক্ষিত হইলে তাহাদিগের জন্যও ক্রমে উপায় হইবে সন্দেহ নাই।

ইউরোপ প্রবাসী বাঙ্গালী—নমস্ত এক তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় প্রায় ৫০টী বাঙ্গালী হিন্দু সন্তান বিলাতে আইন, ডাক্তারী, বা অন্যান্য বিদ্যাশিক্ষা করিতেছেন। ইহাঁদের মধ্যে ১ জন ইটালীতে চিত্রবিদ্যা শিখিতেছেন।

ফ্রান্সে স্ত্রীশিক্ষা—ফ্রান্সে গ্রন্থকর্ত্রীর সংখ্যা ২১৩৩, ইহাঁরা গত বৎসরে ১২১১খানি গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে ২১৭ জন শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করেন।

ইনকম্ ট্যাক্স—বঙ্গদেশ হইতে গত বৎসর ৪৩ লক্ষ টাকা আয়কর আদায় হইয়াছে। ভারতগবর্ণমেণ্ট ইহার অর্দ্ধভাগ লইয়াছেন।

চিনভাষা—পৃথিবীর চারিকোটী লোক চিন ভাষায় কথাবার্ত্তা কয়। আর কোন ভাষা এত লোকের ব্যবহারে আসে না।

স্ত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি—বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীতে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীসংখ্যা যেরূপ বাড়িতেছে, তদনুসারে এক জর্ম্মণ পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখিয়াছেন ৩০০০ বৎসর পরে এক একটী পুরুষের স্থলে ২২০টী করিয়া স্ত্রীলোক হইবে। ইহার জন্য দুর্ভাবনা বৃথা, মানবের অপেক্ষা সৃষ্টির জন্য সৃষ্টিকর্ত্তার চিন্তা কি অধিক নয়?

বিবি বেজান্ট—গত নবেম্বর হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া ১২০টীর অধিক বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতায় শ্রোতৃবর্গ সর্ব্বত্র মোহিত হইয়াছেন।

স্ত্রীডাক্তার—শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী বি. এ, যিনি বিলাতে চিকিৎসা

শিক্ষা সমাপন করিয়া এল. আর, সি.পি. এল.আর.সি.এস্ প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিতা হইয়াছেন, তিনি ছোটলাটের আদেশে ইডেন হাসপাতালে বাহিরের রোগী সকলকে দেখিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিবি টেলার—তিব্বত ভ্রমণ-কারিণী বিবি টেলার ১২ জন সঙ্গীর সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া-ছিলেন, পরে দার্জ্জিলিংএ গিয়াছেন।

নব-বর্ষ।

ত্রয়োদশ শতাব্দীরে করিয়া বিদায়,
চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শুভ সমাগম ;
একদিকে মৃত যুগ করে হায় হায়,
নবযুগ আর দিকে খেলে নবোদ্যম।

যা গিয়াছে কালগর্ভে ফিরিবে কি আর !
শূন্য জননীর কোল পূর্ণ কে করিবে ?
আঁধারে স্মৃতির বক্ষে বহে অশ্রুধার,
অবিরত--অফুরন্ত, বল কে মুছিবে ?
হা রামমোহন কোথা নব বঙ্গরবি,
জগন্নাথ, রাধাকান্ত, মদনমোহন,
কোথায় রামগোপাল, কোথা গুপ্তকবি,
কোথায় দ্বারকানাথ, শ্রীমধুসূদন !

দিগম্বর, দীনবন্ধু, অক্ষয়কুমার,
হরিশ, গিরিশ, প্যারী, কোথা কৃষ্ণদাস,
কোথায় ঈশ্বরচন্দ্র, গর্ব্ব গুণাধার,
কোথায় কেশব ধর্ম্ম-জ্যোতির উচ্ছ্বাস !
কোথায় রাজেন্দ্র, শিবচন্দ্র, প্যারীচাঁদ,
রামনারায়ণ, বিদ্যাভূষণ কোথায়,
বঙ্কিম বঙ্গের পূর্ণ সাহিত্যের চাঁদ,
ধর ধর সবে লয়ে অই অস্ত যায় !!
যুগোৎপাটনে ঢাকে আঁধারের ছায়,
প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ড বুঝি পুনঃ লয় পায় !!!

অতীতের শবস্কন্ধে যুগ পুরাতন,
অনন্ত আঁধারে মিশি বিলাপ আপনি,
নবযুগ নব বার্ত্তা করিয়া বহন,
শুনাও জগতে আশা-আনন্দের ধ্বনি।

এ বিশ্ব-বিধাতা যিনি, নিত্য লীলাময়,
মহিমা কণিকা তাঁর অতীতে প্রকাশ,
দেখ নাই যাহা তাহা দেখিবে নিশ্চয়,
অনন্ত ভবিষ্যে রাখ অটল বিশ্বাস।
মহাদাতা—মুক্তহস্তে জ্যোতি প্রাণ জ্ঞান
প্রেম পুণ্য সুখ শান্তি কতই বিলায়,
মহৎ-জীবন, তাঁরি করুণার দান,
মঙ্গল সংকল্প নিজ সাধিতে ধরায়।

শিব শুক নারদ বাল্মীকি বেদব্যাস,
বুদ্ধ ঈশা মহম্মদ চৈতন্য শঙ্কর,
হোমার বার্জ্জিল সেক্ষপীর কালিদাস,
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ পার্থ বীর সেকন্দর।
গৌতম কণাদ প্লেটো সোক্রাৎ কমত,
সীতা সতী সাবিত্রী মৈত্রেয়ী লীলা খনা,
কবি বাগ্মী ধর্ম্মবীর কর্ম্মবীর কত,
কত বীরাঙ্গনা তার কে করে গণনা ?
নিঃশ্বাসে প্রকাশ যাঁর নিশ্বাসে বিলয়,
কে করিবে তাঁর জ্ঞান শকতির সীমা ?

যা গিয়াছে পুনঃ তাহা হইবে উদয়
নবভাবে, প্রচারিতে তাঁহার মহিমা।
এস এস নবযুগ নববর্ষ সাথ
বিশ্বাস, আনন্দ, আশা জ্যোতি পরকাশ,
তব সঙ্গে বিশ্বদেবে করি প্রণিপাত,
জীবনের ব্রত পালি পূর্ণ করি আশ।
জননীর শূন্য কোল পূর্ণ হোক্ পুনঃ,
জননীর অশ্রুজল হউক মোচন,
প্রাণভরি গাই সবে বিধাতার গুণ,
নবভাবে তাঁর লীলা করিয়া দর্শন।
ত্রয়োদশ জন্মদাতা যাও আশীষিয়া,
চতুর্দ্দশে পুণ্যলোকে যাইব চলিয়া।

পরলোকগত বঙ্কিমচন্দ্র।

গত ২৬এ চৈত্র বঙ্গ সাহিত্য আকাশের উজ্জ্বল চন্দ্র বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অস্তমিত হইয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে সমগ্র বঙ্গসমাজে হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে। ইহা হইবারই কথা। তিনি একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন লেখক ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় উপন্যাসের সৃষ্টিকর্ত্তা, একথা বলিলেই যথেষ্ট হইল না; তিনি একজন সিদ্ধহস্ত লেখক—বিজ্ঞান, কবিতা, ইতিহাস, ধর্ম্মনীতি, সমালোচনা, যাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় দিয়া পাঠকসমাজের চিত্ত আকৃষ্ট ও মোহিত করিয়াছেন। বঙ্গদর্শন তাঁহার প্রতিভার অক্ষয়কীর্ত্তি। তিনি রাজসেবায় অধিকাংশ জীবন ক্ষেপণ করিয়াও বঙ্গসাহিত্যের যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সমধিক প্রশংসা।

সাহিত্য সেবায় সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেন নাই বলিয়া তিনি নিজে দুঃখ করিয়া গিয়াছেন, ইহা করিতে পারিলে তাঁহা দ্বারা বঙ্গ সাহিত্য যে আরও লাভবান্ হইত, সন্দেহ নাই। বঙ্গদর্শন প্রকাশ করিয়া তিনি একটী নুতন আলোক প্রাপ্ত হন এবং সেই সময় হইতে তাঁহার জীবন ও কার্য্যের শুভ-পরিবর্ত্তনও লক্ষিত হয়। ধর্ম্মই যে মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য এবং ধর্ম্মচর্চ্চাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর চিন্তার বিষয়, শিক্ষিত সমাজে তিনি এই মহাসত্যের সাক্ষ্যদান করিয়া গিয়াছেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বর ইহলোকে তাঁহাকে যেরূপ কীর্ত্তিমান্ ও যশস্বী করিয়াছেন, পরলোকে তাঁহার আত্মার পরম শান্তি বিধান করুন্।

বঙ্কিমচন্দ্র জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী কাঁটাল পাড়ার ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী কালেক্টর বাবু যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যমাগ্রজ বাবু শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্র তাহার পূর্ব্বে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র তাঁহার মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র সন্তান

নাই, বিধবা পত্নী ও সন্তানের মধ্যে দুইটী কন্যা মাত্র আছেন। ৫৭ বৎসর বয়সে বহুমূত্র রোগে তিনি কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন।

বঙ্কিম বাবু হুগলী কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়া সিনিয়ার ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত এবং তৎকালীন ছাত্রদিগের মধ্যে লব্ধ প্রতিষ্ঠ হন। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন অধ্যয়ন করেন এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাবু যদুনাথ বসুর সহিত প্রথম বিএ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পিতার ন্যায় তাঁহারা চারি সহোদরই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদ ভূষিত করেন, কিন্তু তাঁহার মত উন্নতি ও রাজসম্মান লাভে কেহই সমর্থ হন নাই। তিনি রায় বাহাদুর ও সি,আই,ই উপাধি প্রাপ্ত হন। বাল্যকাল হইতে সাহিত্যানুরাগী এবং সাহিত্য-সংসারে পরিচিত। জীবনের শেষাংশ সাহিত্যসেবাতেই পরিসমাপ্ত করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিয়োগে শিক্ষিত পুরুষ সমাজত আক্ষেপ করিবেনই, বঙ্গমহিলার চিত্ত কিরূপ ব্যথিত ও আলোড়িত হইয়াছে, নিম্নলিখিত শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস তাহার পরিচায়ক।

শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়।

"————কত দিনে পুনরায়,
ফলিবে এমন রত্ন?—ফলিবে কি আর?"

ওমা! অভাগিনী মাতৃভূমি! আজ মা, তোর একি সর্ব্বনাশের কথা শুনিলাম? তোর নাকি মণিরত্ন খসিয়া

পড়িয়াছে, তোর নাকি শেষ যথাস
ফুরাইয়াছে, তোর না ক স্বর্গীয় আভ
চুরি গিয়াছে—তোর হৃদয়াকাশের
চন্দ্র, তোর অহঙ্কার স্বরূপ "বঙ্কিমচ
নাকি তোর কোল শূন্য করিয়া গিয়াছে
আহা! সেই বঙ্কিমচন্দ্র, সেই মাতৃ-বক্ষে
উজ্জ্বল রত্ন, বঙ্গ-সাহিত্যের নবজীবনদা
বঙ্গবাসীর নবজীবন-পথের-নেতা, রাজ
বিশ্বস্ত, গৌরবান্বিত কর্ম্মচারী—আহ
সেই বঙ্কিমচন্দ্র, সেই একে "এক সহ
বঙ্গাকাশের ধ্রুব নক্ষত্র, যাহাকে পাই
বঙ্গবাসী অহঙ্কৃত হইয়াছিল, বঙ্গজন
গৌরবান্বিতা হইয়াছিল, ভারতভূমির
আঁধার করিয়া চলিয়া গিয়াছে! আ
আর কি দিবার ভাষা নাই! বঙ্কিমচন্দ্রে
অভাবে আমাদের জন্মভূমির যে ব
সর্ব্বনাশ হইল, সে সব কথা বলিবার—
সকল গুলি কথা বলিয়া প্রকাশ করিব
সাধ্য নাই! বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্রে
আজি সর্ব্বনাশ হইল, আর সেথা
দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, কম
কান্ত, আনন্দ মঠ, দেবী চৌধুরা
সীতারাম প্রভৃতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ সব
জন্মিবে না! বাঙ্গালার দর্শন শাস্ত্রে
আজি সর্ব্বনাশ হইল, যে মাথায় "ব
দর্শন" পত্র জাগিয়াছিল, আজি সে মা
লইয়া কেহ কবির ভাষায় দর্শন শ
বুঝাইতে বসিবে না! আজি বাঙ্গাল
সামাজিক জীবনেরও সর্ব্বনাশ হই
আজি বুকভরা প্রীতির উচ্ছ্বাসে বে
জাতীয় জীবনের কর্ত্তব্য স্বদেশে

্যাণানুষ্ঠান, মানবজীবনের সার্থকতা
রবার জন্য সর্ব্বসাধারণকে উত্তেজিত
রবে না! আজি বাঙ্গালার ধর্ম্মজগ-
রও দারুণ ক্ষতি হইল, আর বঙ্কিমচন্দ্র
্য ধর্ম্ম উদ্ধারের জন্য ধর্ম্মতত্ত্বের অমৃত-
ী ব্যাখ্যা, কৃষ্ণচরিত্রের অমৃতময়ী
াখ্যা, ভগবদ্গীতার অমৃতময়ী ব্যাখ্যা
চার করিবে না! তাই বলিতেছি
ঙ্কিমচন্দ্রের অভাবে আমাদের যে কত
র্বনাশ হইল, সে কথা বলিবার ভাষা
লে না। গোপাল বাবুর মত মানুষ
রলে তাহারই স্ত্রীর সিঁথির সিঁদুর
ছয়া যায়, তাহারই সন্তান ও পোষ্য-
শোকাকুল হইয়া থাকে, কিন্তু আমা-
র বঙ্কিমচন্দ্রের সহধর্ম্মিণীর সিঁথির
িঁদুর মুছিয়াছে বলিয়া, আমাদের বঙ্কিম
ন্দ্র কন্যাগণ পিতৃহীনা হইয়াছে
লিয়া আজি আমরা সকলেই বহিয়া
য়াছি! আমাদের মা'র—আমাদের
চরদুঃখিনী বঙ্গ জননীর সৌভাগ্যের
ষ চিহ্ন মুছিয়া গিয়াছে! মা আজি
াহার নয়নতারা, আদরের ধন বঙ্কিম-
ন্দ্রকে হারাইয়াছে!

আজি বঙ্গভূমির বক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র
াই!—এ যে শত বজ্রাঘাতের অপেক্ষা
দারুণ শব্দ, বাঙ্গালায় আজি বঙ্কিমচন্দ্র
াই!! আর মায়ের কোল আলো
রিয়া "বঙ্কিমচন্দ্র" হাসিবে না! আর
্রাণ দিয়া মায়ের সকল অভাব
র্ণ করিতে চাহিবে না! আর একমাত্র
্রের গৌরবে মা শত পুত্রবতীর অধিক
সুখ-সৌভাগ্য লাভ করিবে না! আর
বঙ্কিম শ্যামসুন্দরের বাঁশির গীতির মত,
মধুর, বাসন্ত কোকিলের কাকলীর মত,
দিগন্তপ্লাবী, নারদের বীণাঝঙ্কারের মত
পবিত্র মাতৃগাথা মাতৃ-স্তোত্র শুনাইবে না!
আর দিগ্দিগন্তে অমৃতস্রোত ছুটাইয়া
"বন্দে মাতরম্" গীত প্রবাহিত হইবে না;
আর মাতৃভক্তির উচ্ছ্বাসে "বাহুতে মা
তুমি শক্তি, হৃদয়ে মা তুমি ভক্তি" গাহিয়া
পরের প্রাণে মাতৃভক্তি জাগাইয়া দিবে
না! আর সর্ব্বস্ব পণ করিয়া মাতৃপূজা
করিতে কেহ শিক্ষা দিবে না!—তাই
বলিতেছি ওমা! জন্মভূমি! ওমা!
বঙ্কিমচন্দ্রের "সুজলা, সুফলা, মলয়জ
শীতলা" শ্যামাসুন্দরি! যে মুহূর্ত্তে তোর
বঙ্কিমচন্দ্র জন্মের মত তোর নিকট
হইতে বিদায় লইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তে
তোর শেষ সৌভাগ্যরেখা মুছিয়া
গিয়াছে! বঙ্গসাহিত্যের সঙ্গে আমরা
বঙ্গবাসীও অতলসাগরে ডুবিয়াছি—
আজি মায়ের কোল খালি করিয়া
আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন।
আজ আর আমাদের সে বঙ্কিমচন্দ্র নাই!

বঙ্কিমচন্দ্রের অভাবে আমরা বহিয়া
গিয়াছি!—এ সংসারে তোমার আমার
মত প্রাণী কত আসে, কত যায়; কিন্তু
বঙ্কিমচন্দ্রের মত মহাত্মার অভাবেই
স্বদেশবাসী বহিয়া গিয়া থাকে। কেন
বহিয়া গিয়া থাকে, সে কথা কিছু বলি-
তেছি। তুমি আমি জগতে আসি, খাই
দাই, ঘুরিয়া বেড়াই, দিন ফুরাইলে চলিয়া

যাই, ইহায় অধিক আর কিছু করি না। কাজে কাজে তোমার আমার মত জীবাণুর জীবন মরণে প্রকৃত পক্ষে সংসারের লাভ ক্ষতি বিশেষ কিছুই হয় না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মত মহাত্মাদিগের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা জগতে আইসেন অপূর্ণ জগৎকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইবার জন্য, জগতের কাজ করিবার জন্য, ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য। যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মগ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলি পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন "শরীর মন ও আত্মার সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণতা" ইহাই বঙ্কিমচন্দ্র "মানবজীবনের উদ্দেশ্য" বলিয়াছেন। তিনি এই বিশ্বাস কর্ত্তৃক পরিচালিত। যাহাহউক, সে সম্পূর্ণতা লাভের জন্য তিনি দৈবের বা অদৃষ্টের উপরে নির্ভর করিতে বলেন নাই, শরীর মন ও হৃদয়ের শক্তি অনুশীলন, পরিস্ফুট ও চরিতার্থ করিতে পারিলেই বঙ্কিম বাবুর মতে মানবের সম্পূর্ণতা লাভ হইতে পারে। এই শেষোক্ত মত যে সর্ব্ববাদি-সম্মত নহে তাহা আমরা জানি, আমাদের মতামতের বিচারের দিন আজি নহে—আমরা এই মাত্র বলি যে আজিকার দিনে, বঙ্গদেশে, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন বাস্তবিকই অনেক অংশে সম্পূর্ণ। বঙ্কিম বাবু কবি—পদ্যে নহে, বঙ্গভাষায় গদ্য কাব্য বঙ্কিমচন্দ্রেরই সৃষ্টি। বঙ্গভাষায় গদ্য কাব্যকার বঙ্কিমচন্দ্র অদ্যাপি অদ্বিতীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাব, ভাষা, বিষয়-নির্ব্বাচন, সবই বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুল-

নীয়। যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের "সমালো-
চনা" পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন ভ
গ্রহণ করিতে, পরের প্রাণের ক
বুঝিতে, বঙ্কিমচন্দ্রের কি অসাধারণ ক্ষম
বঙ্কিমচন্দ্র যেমন ভাবুকতায় সেইরূ
ভাব-গ্রাহিতায় বঙ্গবাসীর শীর্ষ-স্থানী
যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত, লো
রহস্য প্রভৃতি গ্রন্থ পড়িয়াছেন, বি
রসিকতায় পরের চিত্ত বিনোদন করি
বঙ্কিমচন্দ্রের অলৌকিক নৈপুণ্যের প
চয় তাঁহারা অবশ্যই পাইয়াছেন। বঙ্কি
চন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রের এক স্থলে লিখিয়াছে
"আমি রাজনীতিজ্ঞ নহি," কিন্তু কৃ
চরিত্র ও বঙ্গদর্শনের অনেক প্রবন্ধ পড়ি
বুঝিতে পারা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের মত রা
নীতিজ্ঞ, বঙ্কিমচন্দ্রের মত দার্শনি
এদেশে অতি অল্প লোকই আছে
বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শেষ পুস্তকগুলি
তাঁহার ধর্ম্মানুরাগের, তাঁহার ধর্ম্মনীতি
তার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা
তাঁহাকে "সার্ব্বভৌমিক গুরু" বলিলে
অত্যুক্তি হয় না। স্বদেশের ও স্বজাতি
হিতার্থে বঙ্কিমচন্দ্র যে অমানুষিক
করিয়া গিয়াছেন, তাহা বোধ হয় এ
শের অনেকেই জানেন। এতদ্ভি
অর্থোপার্জ্জন করা মনুষ্যত্বের প্রধান সহ
জানিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অর্থোপার্জ্জন করিতে
কখন বিমুখ হন নাই। রাজকার্য্যে
নিপুণতায় রাজদ্বারেও উচ্চগৌরব—রা
বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়াছে
হিংসা ও দ্বেষের জন্য দুই চারিজন অ

আমাদের দেশের অনেকে
য়া থাকিবেন. এদেশে বঙ্কিম
গলেই যশস্বী। সেক্ষপীয়ার
করিয়াছেন, জীবনের পরে;
ধুসূদন দত্ত কবিযশ-লাভ
সেও জীবনের শেষে; কিন্তু
চন্দ্র জীবিতেই তাঁহার মহতী
পূজা পাইয়াছেন! দেবতার
করিয়াছেন! তাই বলিতেছি,
ন, যশ, লোকশিক্ষার উপ-
ঙ্কিমচন্দ্র সকলই লাভ করিয়া-
রই সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন!
পাইলে মাতা পিতা কৃতার্থ
মী পাইলে ভার্য্যা কৃতার্থা হন,
পাইলে সন্তান কৃতার্থ হন,
পাইলে বন্ধু কৃতার্থ হন,
দেশে জন্মিলে স্বদেশীয় মানব
এমন লোক জগতে আসিলে
কৃতকৃতার্থা হন! এমন
ন দেবদুর্লভ অমূল্য রত্ন
লে, সাতান্নবর্ষ বয়সে হারা-
আমরা বহিয়া গিয়াছি!
দের এ শোক "অফুরন্ত"

সাতান্ন বর্ষ পরমায়ু মাত্র
ন। কিন্তু সাতান্নবর্ষ জীবন-
তিনি বঙ্গভূমির, বঙ্গভাষার
সীর উন্নতি ও সুখের জন্য
াছেন, তোমার আমার মত
নব সাত হাজার বৎসর পর-
ও তাহা করিতে পারিত না।

অতএব বঙ্কিম চন্দ্রের জন্য দিগদিগন্ত-ভেদী, হাহাকারই করি, বঙ্কিমচন্দ্রের জন্য অনন্ত অভাবই অনুভব করি, বঙ্কিমচন্দ্র—বঙ্গদেশে বঙ্কিম চিরদিনই জীবিত রহিবেন। মা'র "বঙ্কিম" মা"র কোলে অমর, অক্ষয়, হইয়া রহিবেন। বলিয়াছি মা'র বঙ্কিমচন্দ্র একাই এক সহস্র! যে দিকে চাহিব, সেই দিকেই বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিতে পাইব! মা'র অনু পরমাণুতে মা'র "বঙ্কিমচন্দ্র" তাঁহার জ্যোৎস্না ছড়াইতেছেন।— বঙ্কিমচন্দ্র যাহা করিয়াছেন, তাহাতেই তিনি অমর। ইংরাজী সাহিত্যে সেক্ষপীয়ারের আসন যেখানে, সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের আসন যেখানে, বাঙ্গলা সাহিত্যে বঙ্কিম চন্দ্রের আসন সেইখানে। যতদিন বঙ্গ-সাহিত্য জীবিত রহিবে, ততদিন বঙ্কিম চন্দ্র অজর, অমর, অক্ষয়।—শরীর সম্বন্ধে যাহাই হউক, বঙ্গভূমির স্নেহের কোল হইতে, বঙ্গভাষার সোহাগের আঁচল হইতে, আর বঙ্গবাসীর হৃদয়মন্দির হইতে বঙ্কিমচন্দ্রকে কাড়িয়া লইতে কোন্ যমের সাধ্য?

আর কি বলিব—যাও দেব! বঙ্কিম চন্দ্র! বঙ্গবাসীর নবজীবনের গুরু! আজ অমরধামে যাইতেছ, যাও। যাও দেব! তোমার শুভজীবনব্রত সম্পূর্ণ [illegible], আত্মপ্রসাদের হাসি মুখে লইয়া ফিরিয়া যাইতেছ, আমরা কাঁদিয়া বাধা দিব না, আমরা তোমার সুখের পথের কাঁটা হইব না! যাও দেব!

যাও, বাঙ্গালার উজ্জ্বল রত্ন! বাঙ্গালীর গৌরব! যাও, অমরাবতীতে যাও। যে দেশে তোমার যশের মত সবই শুভ্র, সবই পবিত্র, যাও সেই অমরপুরে যাও। যাও দেব! যে দেশে তোমার উপন্যাসাবলীর মত সবই চির নূতন, সবই আনন্দ ও সুখের প্রবাহ, যাও সেই দেব-দেশে যাও। যাও দেব! যে দেশে তোমার ধর্ম্মগ্রন্থাবলীর মত সবই নিরপেক্ষ, সবই অমৃতময়, যাও সেই বৈকুণ্ঠপুরে যাও। আশীর্ব্বাদ করিয়া যাও, আজি নিমতলার শ্মশান-ভস্ম মাখিয়া, বঙ্গজননীর এ অধম সন্তানেরা যেন তোমার "শিষ্য" বলিয়া পরিচয় দিতে পারে; যেন তোমার দেব-প্রাণে অনুপ্রাণিত হইতে পারে। আশীর্ব্বাদ করিয়া যাও, তুমি তোমার জন্মভূমি জননীকে যে রাজরাজেশ্বরী দেখিতে চাহিয়াছিলে, যাহি এ অধম সন্তানেরা মা'কে যেন সেই রাজরাজেশ্বরী দেখিয়া মরিতে পারে। আশীর্ব্বাদ করিয়া যাও, তুমি যেমন ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিয়া গেলে, এ অধম জীবাণুরা যেন সেই আদর্শ গ্রহণ করিতে পারে। তবে আয় ভাই বঙ্গবাসী! আজ বঙ্গ-ভূষণ বঙ্কিম চন্দ্রের চিতার পাশে দাঁড়াইয়া, একত্রে প্রাণ খুলিয়া ডাক্ ভগিনি, একবার প্রাণ খুলিয়া ডাক্——

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে,
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে!!"

লেখিকা—
শ্রী মা।

সঙ্গমিত্রা।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই ইয়োরোপীয় রমণী প্রচারিকা দৃষ্ট হয়। ইহাঁরা মুক্তিফৌজ নামে অভিহিত। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার এবং নানা উপায়ে জনসমাজের সেবা করাই ইহাঁদের জীবনের ব্রত। বিলাতের অনেক সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য বংশের কন্যাগণ সমুদয় সাংসারিক সুখ সুবিধা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই মহাব্রত অবলম্বন করিয়া এ দেশে আসিয়াছেন। কেহ কেহ বা চির-কৌমার্য্যব্রতে দীক্ষিত হইয়া দেহ মন প্রাণ ধর্ম্ম প্রচারার্থে উৎসর্গ করিয়াছেন। এই রমণী প্রচারিকাদল এ দেশে আসিয়া ভারতীয় তপস্বিনীগণের ন্যায় গৈরিক বসন পরিধান করেন, সর্ব্ব প্রকার বিলাসিতা পরিত্যাগ করিয়া অতি সামান্যভাবে জীবন অতিবাহিত করেন। ইউরোপীয় জাতি মাত্রেই মৎস্য মাংসাহারী। মৎস্য মাংস ভিন্ন তাহাদের আহার সম্পূর্ণ হয় না। এই প্রচারিকা ভগিনীগণ অনেকে নিরামিষ ভোজন করেন; শুধু তাহা নহে, এদেশীয়দিগের মত কেবল ডাল

বলিলেও আমাদের দেশের অনেকে ক্ষ করিয়া থাকিবেন. এদেশে বঙ্কিম জীবিতকালেই যশস্বী। সেক্ষপীয়ার -যশলাভ করিয়াছেন, জীবনের পরে; কেল মধুসূদন দত্ত কবিযশ-লাভ য়াছেন, সেও জীবনের শেষে; কিন্তু শে বঙ্কিমচন্দ্র জীবিতেই তাঁহার মহতী ভার মহাপূজা পাইয়াছেন! দেবতার যশোলাভ করিয়াছেন! তাই বলিতেছি, জ্ঞান, ধন, যশ, লোকশিক্ষার উপ-ক্ষমতা, বঙ্কিমচন্দ্র সকলইলাভকরিয়া-—সকলেরই সদ্ব্যয় করিয়া গিয়াছেন! ন সন্তান পাইলে মাতা পিতা কৃতার্থ এমন স্বামী পাইলে ভার্য্যা কৃতার্থা হন, ন পিতা পাইলে সন্তান কৃতার্থ হন, ন বন্ধু পাইলে বন্ধু কৃতার্থ হন, ন লোক দেশে জন্মিলে স্বদেশীয় মানব র্থ হন, এমন লোক জগতে আসিলে বসুমতী কৃতকৃতার্থা হন! এমন নিশা এমন দেবদুর্লভ অমূল্য রত্ন অকালে, সাতান্নবর্ষ বয়সে হারা-। তাই আমরা বহিয়া গিয়াছি! ই আমাদের এ শোক "অফুরন্ত" য়াছে!

বঙ্কিচন্দ্র সাতান্ন বর্ষ পরমায়ু মাত্র ইয়াছিলেন। কিন্তু সাতান্নবর্ষ পরমায়ু পাইয়া তিনি বঙ্গভূমির, বঙ্গভাষার ং বঙ্গবাসীর উন্নতি ও সুখের জন্য হা করিয়াছেন, তোমার আমার মত ধারণ মানব সাত হাজার বৎসর পর-য়ু পাইলে ও তাহা করিতে পারে না।

অতএব বঙ্কিম চন্দ্রের জন্য দিগদিগন্ত-ভেদী, হাহাকারই করি, বঙ্কিমচন্দ্রের জন্য অনন্ত অভাবই অনুভব করি, বঙ্কিমচন্দ্র—বঙ্গদেশে বঙ্কিম চিরদিনই জীবিত রহিবেন। মা'র "বঙ্কিম" মা"র কোলে অমর, অক্ষয়, হইয়া রহিবেন। বলিয়াছি মা'র বঙ্কিমচন্দ্র একাই এক সহস্র! যে দিকে চাহিব, সেই দিকেই বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিতে পাইব! মা'র অনু পরমাণুতে মা'র "বঙ্কিমচন্দ্র" তাঁহার জ্যোৎস্না ছড়াইতেছেন।— বঙ্কিমচন্দ্র যাহা করিয়াছেন, তাহাতেই তিনি অমর। ইংরাজী সাহিত্যে সেক্ষপীয়ারের আসন যেখানে, সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের আসন যেখানে, বাঙ্গালা সাহিত্যে বঙ্কিম চন্দ্রের আসন সেইখানে। যতদিন বঙ্গ-সাহিত্য জীবিত রহিবে, ততদিন বঙ্কিম চন্দ্র অজর, অমর, অক্ষয়।—শরীর সম্বন্ধে যাহাই হউক, বঙ্গভূমির স্নেহের কোল হইতে, বঙ্গভাষার সোহাগের আঁচল হইতে, আর বঙ্গবাসীর হৃদয়মন্দির হইতে বঙ্কিমচন্দ্রকে কাড়িয়া লইতে কোন্ যমের সাধ্য?

আর কি বলিব—যাও দেব! বঙ্কিম চন্দ্র! বঙ্গবাসীর নবজীবনের গুরু! আজ অমরধামে যাইতেছ, যাও। যাও দেব! তোমার শুভজীবনব্রত সম্পূর্ণ করিয়া, আত্মপ্রসাদের হাসি মুখে লইয়া ফিরিয়া যাইতেছ, আমরা কাঁদিয়া বাধা দিব না। আমরা তোমার সুখের পথে কাঁটা হইব না! যাও দেব!

যাও, বাঙ্গালার উজ্জ্বল রত্ন! বাঙ্গালীর গৌরব! যাও, অমরাবতীতে যাও। যে দেশে তোমার যশের মত সবই শুভ্র, সবই পবিত্র, যাও সেই অমরপুরে যাও। যাও দেব! যে দেশে তোমার উপন্যাসাবলীর মত সবই চির নূতন, সবই আনন্দ ও সুখের প্রবাহ, যাও সেই দেব-দেশে যাও। যাও দেব! যে দেশে তোমার ধর্ম্মগ্রন্থাবলীর মত সবই নিরপেক্ষ, সবই অমৃতময়, যাও সেই বৈকুণ্ঠপুরে যাও। আশীর্ব্বাদ করিয়া যাও, আজি নিমতলার শ্মশান-ভস্ম মাখিয়া, বঙ্গজননীর এ অধম সন্তানেরা যেন তোমার "শিষ্য" বলিয়া পরিচয় দিতে পারে; যেন তোমার দেব-প্রাণে অনুপ্রাণিত হইতে পারে। আশীর্ব্বাদ করিয়া যাও, তুমি তোমার জন্মভূমি জননীকে যে রাজরাজেশ্বরী দেখিতে চাহিয়াছিলে, মা'র এ অধম সন্তানেরা মা'কে যেন সেই রাজরাজেশ্বরী দেখিয়া মরিতে পারে। আশীর্ব্বাদ করিয়া যাও, তুমি যেমন ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিয়া গেলে, এ অধম জীবাণুরা যেন সেই আদর্শ গ্রহণ করিতে পারে। তবে আয় ভাই বঙ্গবাসী! আজ বঙ্গ-ভূষণ বঙ্কিম চন্দ্রের চিতার পাশে দাঁড়াইয়া, একত্রে প্রাণ খুলিয়া ডাক্ ভগিনি, একবার প্রাণ খুলিয়া ডাক——

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে,
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে!!"

লেখিকা—
শ্রী মা।

সঙ্ঘমিত্রা।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই ইয়োরোপীয় রমণী প্রচারিকা দৃষ্ট হয়। ইঁহারা মুক্তিফৌজ নামে অভিহিত। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার এবং নানা উপায়ে জনসমাজের সেবা করাই ইঁহাদের জীবনের ব্রত। বিলাতের অনেক সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য বংশের কন্যাগণ সমুদয় সাংসারিক সুখ সুবিধা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই মহাব্রত অবলম্বন করিয়া এ দেশে আসিয়াছেন। কেহ কেহ বা চির-কৌমার্য্যব্রতে দীক্ষিত হইয়া দেহ মন প্রাণ ধর্ম্ম প্রচারার্থে উৎসর্গ করিয়াছেন। এই রমণী প্রচারিকাদল এ দেশে আসিয়া ভারতীয় তপস্বিনীগণের ন্যায় গৈরিক বসন পরিধান করেন, সর্ব্ব প্রকার বিলাসিতা পরিত্যাগ করিয়া অতি সামান্যভাবে জীবন অতিবাহিত করেন। ইউরোপীয় জাতি মাত্রেই মৎস্য মাংসাহারী। মৎস্য মাংস ভিন্ন তাহাদের আহার সম্পূর্ণ হয় না। এই প্রচারিকা ভগিনীগণ অনেকে নিরামিষ ভোজন করেন; শুধু তাহা নহে, এদেশীয়দিগের মত কেবল ডাল

ভাত খাইয়া জীবনধারণ করেন। ভারতবর্ষে রমণীগণের বক্ষঃস্থল সম্পূর্ণ আবৃত রাখা যেমন সামাজিক নীতি ও সভ্যতামূলক, বিলাতের রমণীগণের পদদ্বয় সম্পূর্ণ আবৃত রাখার নিয়মও সেইরূপ সভ্যতা অনুমোদিত। রমণীর অনাবৃত পদ ভয়ানক ঘৃণা ও লজ্জার কারণ। রমণী প্রচারিকাগণ এদেশে আসিয়া তাহাদের সামাজিক প্রথা লঙ্ঘন করিয়া এদেশের মহিলাগণের ন্যায় পদদ্বয় অনাবৃত রাখেন, সামান্য জুতা পরিধান করেন মাত্র।

পতিতা রমণীদিগকে সৎপথে আনয়ন করিবার জন্য এই প্রচারিকাগণ কলিকাতায় একটী আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। যে সকল হতভাগিনী রমণীর আর ইহ জীবনে সাধুপথে সাধু সহবাসে যাইবার উপায় ছিলনা, এই দেব কন্যাগণের যত্ন ও উদ্যোগে তাহারা দিন দিন নীতি ও ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতেছে। মাতা যেমন কন্যাকে লালন পালন ও শিক্ষা দান করেন, রমণী প্রচারিকাগণ সেই ভাবে পতিতা রমণীদিগকে পালন করিতেছেন ও শিক্ষা দিতেছেন। ইঁহাদের স্বার্থত্যাগ, ইন্দ্রিয়সংযম, বৈরাগ্য, সেবা, ধর্ম্মবিশ্বাস, জনহিতৈষণা এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, শ্রমশীলতা প্রভৃতি সদ্গুণ দর্শন করিলে দেবী বলিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধায় প্রাণ পূর্ণ হয়—শত কণ্ঠে ইঁহাদের প্রশংসাধ্বনি করিতে ইচ্ছা হয়। মনে হয়, যেন ব্যাধি-প্রপীড়িত, দুর্ভিক্ষগ্রস্ত, পাপে তাপে অভিভূত শ্মশানসম ভারতবর্ষকে মরণের গ্রাস হইতে উদ্ধার করিবার জন্য স্বর্গ হইতে এই দেবীগণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

কিন্তু এইরূপ ধর্ম্ম-প্রচারিকার অভ্যুদয় এদেশে নূতন ব্যাপার নহে। মহাত্মা মোক্ষমূলার বলেন "ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার জন্মভূমি।" বাস্তবিক এদেশে ধর্ম্মের উচ্চ নীতি, গভীর জ্ঞান, যোগ ভক্তি প্রভৃতি যেমন সাধকগণের প্রাণে প্রস্ফুটিত হইয়াছে, সেই স্বর্গীয় অমৃতরাশি আজ সমাজে বিতরণ করিবার জন্যও তেমনি আয়োজন হইয়াছে। অদ্য আমরা কেবল রমণীদিগের কথাই উল্লেখ করিব। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি পরব্রহ্মের তত্ত্ব গভীররূপে শিক্ষা করিতেন এবং প্রচার করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে শত শত বক্তৃতায় যাহা না হয়, তাঁহাদের এক একটি কথায় তদপেক্ষা অধিক ফল প্রসূত হইয়াছে। তাঁহারা মানবের চিন্তাসাগরে এমন তরঙ্গ তুলিয়াছেন যে, তাহার ক্রীড়া এখনও চলিয়াছে। বৌদ্ধসমাজে, মহারাজা অশোকের সময় রমণী প্রচারিকাগণের দ্বারা অত্যদ্ভুত কার্য্য সাধিত হইয়াছে। সে সময়ের একজন বরবর্ণিনী প্রচারিকার কথা অদ্য আমরা সংক্ষেপে বর্ণন করিব।

অশোকের ন্যায় নরপতি ভারতবর্ষে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি প্রথম বয়সে ভয়ানক ক্রূর প্রকৃতির

লোক ছিলেন। তিনি রাজপদে অভিষিক্ত হইবার পূর্ব্বে উজ্জয়িনী প্রদেশের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। সেই সময় তাঁহার দুইটী সন্তান জন্মগ্রহণ করে—একটী পুত্র একটী কন্যা। পুত্রের নাম মহেন্দ্র, কন্যাটীর নাম সঙ্ঘমিত্রা। কালক্রমে অশোক ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট্ হইলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম চতুর্দ্দিকে প্রচার করিবার জন্য ভিক্ষুকদিগকে পাঠাইলেন। অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল বন্যার ন্যায় জগৎকে যেরূপ প্লাবিত করিয়াছে, এরূপ আর কোনও ধর্ম্ম কোনও সময়ে করে নাই। তখন লক্ষাধিক প্রচারক চীন, ব্রহ্ম, সিংহল প্রভৃতি স্থানে প্রচার করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয়-ভেরী চতুর্দ্দিককে নিনাদিত করিল।

অশোক রাজপদে অভিষিক্ত হওয়ার ৬ বৎসর পরে তাঁহার পুত্র মহেন্দ্র ভিক্ষু ব্রত অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন। ইনি প্রচারার্থে বহুতর ভিক্ষুসহ লঙ্কায় গমন করিলেন। তখন লঙ্কায় তিষ্য নামক নরপতি রাজত্ব করিতেছিলেন। মহেন্দ্রের দেবোপম ধর্ম্মভাব দর্শন এবং অমৃতময় বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া তিনি নবধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। রাজা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন দেখিয়া রাণী অনুলা এবং তাঁহার সহচরীগণ বিশেষরূপে নবধর্ম্ম সাধন ভজন ও ভিক্ষুণী হইবার জন্য অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। মহেন্দ্র মহিলাগণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন "পাটলীপুত্র নগরীতে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারিণী আমার ভগিনী সঙ্ঘমিত্রা ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন। তিনি এখানে আসিয়া আপনাদিগকে শিক্ষা দান করিতে পারেন।"

মহেন্দ্রের নিকট সঙ্ঘমিত্রার বিবরণ শুনিয়া রাজা এবং মহারাণী-প্রমুখ মহিলাগণ অতিশয় আনন্দিত হইলেন। সঙ্ঘমিত্রাকে আনয়ন করিবার জন্য তাঁহারা মহেন্দ্রকে সানুনয় অনুরোধ করিলেন। উৎসাহী এবং ধর্ম্মপ্রাণ মহেন্দ্র ভগিনীকে আনয়ন করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ পাটলীপুত্র নগরে স্বীয় জনকের নিকট লোক পাঠাইলেন। মহারাজ অশোক আনন্দচিত্তে মহেন্দ্রের আবেদন গ্রহণ করিয়া স্বীয় কন্যাকে লঙ্কায় গিয়া মহিলাদিগের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে আদেশ দিলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে পাটলীপুত্র হইতে সঙ্ঘমিত্রা লঙ্কায় গমন করিলেন। সঙ্গে আরও অনেক প্রচারিকা গমন করেন, তন্মধ্যে কয়েক জনের নাম উল্লেখ করিতেছি:—উত্তরা, হেমা, মালাগল্লা, অগ্নিমিত্রা, তপা, পর্ব্বতছিন্না, মল্লা, ধর্ম্মদাসী। এই প্রচারিকাদল সিংহলে উপনীত হইয়া নবোৎসাহ এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের সত্য সমূহ মহিলাগণের প্রাণে মুদ্রিত করিয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধুর উপদেশে নারীগণ দলে দলে 'অনলে পতঙ্গের ন্যায়' নবধর্ম্মে আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল।

বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাগণ

মানস চক্ষে সেই ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম্মের রাজত্ব দর্শন করুন। এখন যেমন ভারতে দলে দলে ইংরাজ রমণীগণ গৈরিক বসন পরিধান করিয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, তদ্রূপ ঐ দেখুন ভারত, সিংহল, চীন, তিব্বৎ প্রভৃতি দেশে পীত বসনে আচ্ছাদিতা, ধর্ম্মভূষণে ভূষিতা বৌদ্ধ ভিক্ষুকীগণ বুদ্ধের যোগনিশান হস্তে ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহারা যেমন উপদেশ দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিতেন, তেমন রোগীর সেবা, উপবাসীকে আহার দান, পশু পক্ষীর প্রতিও প্রেম স্থাপন করিয়া জনসমাজকে মোহিত করিতেন। "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এই মহাবাক্য বৌদ্ধধর্ম্মই কার্য্যতঃ প্রচার করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের বাহ্যিক কলেবর এদেশ হইতে দূরীভূত হইয়াছে বটে; কিন্তু বুদ্ধের সার উপদেশ ভারতবাসীর রক্ত মাংসের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। ভগবান করুন সঙ্ঘমিত্রার ন্যায়—ভিক্ষুকীদিগের ন্যায় শত শত রমণী প্রচারিকা পুনরায় অভ্যুদিত হইয়া অবশপ্রাণা ভারতরমণীদিগের প্রাণে বৈদ্যুতিক শক্তির সঞ্চার করুন।

পারিবারিক সঙ্গীত।

বুদ্ধ।

মিশ্র—একতালা।

("সুধা সাগরের তীরেতে বসিয়া" সুর)

বট তরু মূলে, বসিয়ে বিরলে,
মগন পরাণ ধ্যানে;
ছাড়ি রাজ্য আশ, পরি চীর বাস,
বাস গহন বনে।

নিরঞ্জনা বহিতেছে ধীরে ধীরে,
ঘুমায়ে বসুধা রজনীর ক্রোড়ে,
নীরব নিশীথে, পরিশ্রান্ত চিতে
সিদ্ধার্থ রত সাধনে।

কোথা গোপা—কোথা রাজা শুদ্ধোদন,
কোথা কপিলবস্তুর সুরম্য ভবন,
গিয়াছে অসার, সুখের সংসার,
সুখ দুখ আর নাহি প্রাণে;

ছুটেছে বিহঙ্গ অনন্ত আকাশে,
পরম চৈতন্য জ্যোতির পরশে,
যত চলে যায়, ততই দূরে যায়?
কে তাঁরে আর পায় ভবনে?

গভীর গভীর হইল রজনী,
নিদ্রিত মানব নিদ্রিত অবনী,
লভিল সিদ্ধার্থ অমৃতের খনি,
নির্ব্বাণ পরম ধনে;

সংসার তিমির করি পরিহার,
সত্যালোক প্রাণে হইল বিস্তার,
সংসার সাগর হইলেন পার,
বুদ্ধ নিত্য সত্য জ্ঞানে।

মনুর দীঘি।

জীবন রক্ষার্থ জল সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, এজন্যই জলের নাম "জীবন।" অপরিষ্কৃত জলপানে নানাপ্রকার ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে। কলের জল পান আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কলিকাতা মহানগরী ব্যারামশালা ছিল। বিসূচিকা, জ্বর, আমাশয় প্রভৃতি রোগে প্রতি সপ্তাহে বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইত। জলের কল স্থাপিত হওয়ার পর হইতে মৃত্যু সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছে। প্রতি বৎসর পূর্ব্ববঙ্গে এখনও সহস্র সহস্র লোক বিসূচিকা রোগে জীবনলীলা সংবরণ করে। ইহার কারণ এই যে, পূর্ব্ববঙ্গ জলা দেশ, বর্ষাতে সমুদয় স্থান জলে প্লাবিত হইয়া যায়। যখন কার্ত্তিক মাসে জল শুকাইতে আরম্ভ হয়, তখন বৃক্ষাদি পচিয়া জলের মধ্যে প্রাণনাশক বিষের সঞ্চার করে। সেই কর্দ্দমাক্ত, শস্য ও বৃক্ষপত্র গলিত দূষিত জল পান করিয়াই বহুলোক বিসূচিকায় আক্রান্ত ও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। পরিষ্কার জল পান করিলে এরূপ অপকার হওয়া অসম্ভব। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, জল পরিষ্কার রাখা দূরে থাকুক, লোকের দোষে পুষ্করিণী এবং খাল প্রভৃতির জল অত্যন্ত অপরিষ্কার হইয়া থাকে।

এদেশের পুষ্করিণীগুলি নরককুণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অধিকাংশ গৃহস্থের বাড়ীর নিকটেই একটী কি দুই পুষ্করিণী আছে। পুষ্করিণীর চারিধারে আম কাঁঠালের গাছ। সেই সমুদয় বৃক্ষে গলিত পত্র নিয়ত পুষ্করিণীতে পতিত হইয়া পচিতেছে। ইহা ভিন্ন জলে মধ্যে পানা ও ঘাস দামত আছেই। শিশু সন্তানগণের মল মূত্রের কাপড় কাঁথা, মৎস্য প্রভৃতি পুষ্করিণীর জলে ধৌত করা হয়, বাসন পরিষ্কার করা এবং মূত্র ত্যাগ করা হয়। এরূপ পুষ্করিণীতে স্নান ও সেই জল পান করিলে যে নানা ব্যাধিতে শরীর আক্রান্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ কি আছে?

বর্ত্তমান সময়ে কোন কোন বিদেশী সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বলেন যে, এদেশবাসিগণ নদীর জলকে যেরূপে অপরিষ্কার করে, তাহাতে প্রবাহশীলা নদীর জল পান করাও নিরাপদ নহে। মনে করুন নদীর উজানে কলেরা ব্যারাম হইতেছে, গ্রামের লোকেরা কলেরা রোগীর মল লিপ্ত বস্ত্রাদি নদীতে ধুইতেছেন, সেই বিষ স্রোতের সহিত দূরে যাইতেছে, এজন্য যাহারা বহু দূরে (ভাঁটিতে) থাকিয়া সেই জল পান করিতেছে, তাহারাও বিসূচিকায় আক্রান্ত হয়। তিনি বলেন যে, ইহার জন্যই নদীর ধারে বিসূচিকা আরম্ভ হইলে শীঘ্র শীঘ্র সংক্রামিত হইয়া থাকে।

জল কিরূপে পরিষ্কার করিতে হয় ং পরিষ্কার রাখিতে হইলে কিরূপ র্কতার প্রয়োজন, তাহা ইংরাজজাতির র্য্যকলাপ দেখিলে আমরা বিশেষরূপে ক্ষা করিতে পারি। তাঁহারা পুষ্ক- ণীতে নামিয়া কাহাকেও স্নান করিতে বা মূত্র পরিত্যাগ করিতে দেন না। করিণীর ধারে পতনশীল পত্রবিশিষ্ট ক্ষাদি রোপণ করেন না এবং সর্ব্বদা ম ও পানা ফেলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা রেন। কলিকাতা এবং অন্যান্য বড় ড় সহরে গবর্ণমেণ্টের এরূপ সুরক্ষিত নেক পুষ্করিণী আছে। সে সকল পুষ্ক- ণীর জল কেবল পান করিবার অধিকার কলের আছে। ঐ সকল দীঘিগুলিকে Reserve Tank' কহে। এই সুরক্ষিত ষ্করিণী গুলি পানার্থিগণের জীবন স্বরূপ। হাদের জল পরিষ্কার না রাখিলে ব্যাধির ল ধ্বংস হইবে না, রাজকর্ম্মচারীগণ এ ত্ব অতি পরিষ্কাররূপে অনুভব করিয়া- ছেন। এজন্যই এখন কলিকাতার ন্যায় অন্যান্য নগরে জলের কল স্থাপিত হইতেছে। কিন্তু এই জল পরিষ্কার রাখিবার রীতি যে কেবল ইংরাজ জাতিই আমাদের সম্মুখে প্রদর্শন করি- তেছেন, তাহা নহে। এদেশের আর্য্য গ এ নীতি সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। জলেতে প্রস্রাব করে, ব্রহ্মহত্যা ধরে তারে" এক প্রাচীন বঙ্গকবি গাহিয়া- ছেন। জল পরিষ্কৃত রাখিবার সম্বন্ধে মহাত্মা মনু বলিতেছেন ;

নাপ্সু মূত্রং পুরীষং বা ষ্ঠীবনং বা সমুৎসৃজেৎ।
অমেধ্য লিপ্তমন্যদ্বা লোহিতং বা বিষাণি বা।

মনু ৪র্থ অধ্যায় ৫৬ শ্লোক।

মর্ম্ম এই, জলেতে প্রস্রাব বা বিষ্ঠা কিম্বা শ্লেষ্মা পরিত্যাগ করিবে না, বিষ্ঠা মূত্রলিপ্ত বস্ত্রাদি ক্ষালন করিবে না এবং রক্ত বা কোন প্রকার বিষ নিক্ষেপ করিবে না।

বহু শতাব্দী পূর্ব্বে, ভারতীয় সভ্যতার মধ্যাহ্ন সময়ে মহাত্মা মনু জল পরিষ্কার সম্বন্ধে যে অমূল্য উপদেশ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপ ভূমিতে প্রকৃতির প্রিয় পুত্র শ্বেতাঙ্গগণ কর্ত্তৃক তাহা পরিপালিত হইতেছে, আর যাঁহারা মনুর বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন, মনুর বিধি পালন করেন বলিয়া গৌরব প্রকাশ করেন, তাঁহারা মনুর অমূল্য উপদেশ কার্য্যতঃ পালন করিতেছেন না। মনুর উপদেশ মত কাজ করিলে প্রত্যেক বাড়ীর পুষ্করিণী গুলিই রিসার্ভ টেঙ্ক (সুরক্ষিত পুষ্করিণী) করিতে হয়। যে জলে স্নান, যে জলে মূত্রত্যাগ, মললিপ্তবস্ত্র পরিষ্কার করা হয়, মনুর ভাষাতে কহিতে হইলে, সে পুষ্করিণী হিন্দুর পুষ্করিণী নহে।

মনু যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন, গবর্ণ- মেণ্টের সুরক্ষিত পুষ্করিণী গুলি তদনুরূপ হইয়াছে। এজন্য ঐ সকল দীঘিকে আমরা "মনুর দীঘি" নামে অভিহিত করিলাম। গ্রামে গ্রামে ঐরূপ মনুর দীঘি না থাকিলে ব্যাধির কবলগ্রাস হইতে এদেশ রক্ষিত হইবে না।

সুবিজ্ঞ ডাক্তার বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, "জল পরিষ্কৃত রাখিবার সম্বন্ধে আমাদের দেশীয় লোকে বড়ই অবিবেচনা প্রকাশ করে।" বাস্তবিক একথা অতি সত্য। যে যে কারণে জল অপরিষ্কৃত হয়, তৎসমুদয় কারণই এদেশে বিদ্যমান। জল অপরিষ্কার করিয়া আমরা নিজের মৃত্যু নিজেই ঘটাইতেছি। ঐ আবর্জ্জনারাশি পূর্ণ, পঙ্কিল, পূতিগন্ধময় জলে সমুদয় ব্যাধির বীজ নিহিত। হায়! আমাদের নিজ নিজ দোষে বৎসর বৎসর কত লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে! কত গ্রাম শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে!

জল পরিষ্কৃত রাখিতে হইলে প্রধানতঃ দুইটি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। ১ম গ্রামে গ্রামে মন্থর দীঘি রক্ষা করা, ২য় পানীয় জল সাধারণ ভাবেই হউক কিম্বা বিলাতি ফিল্‌টার দ্বারা হউক বিশেষ রূপে বিশুদ্ধ করা। আমরা দেখিয়া যাঁহারা জলের বিশুদ্ধতা রক্ষা করেন তাহাঁরাই ব্যাধি হইতে প্রমুক্ত থাকেন জল পরিষ্কৃত রাখিবার সম্বন্ধে মহিল গণের বিশেষ দায়িত্ব আছে। তাহাঁরা পুষ্করিণীতে ময়লা বস্ত্র, বাসন ও মৎস্যা ধৌত করিয়া থাকেন। পুষ্করিণী হইতে জল তুলিয়া ঐ সকল কার্য্য অবলী ক্রমে সম্পাদিত হইতে পারে। সর্ব্ব মন্থর কথা স্মরণ রাখিবেন। জল আম দের জীবন; জল নষ্ট করিলে পরো ভাবে স্বীয় স্বীয় জীবনকে নষ্ট করা হ ভগবান্ করুন, বঙ্গের প্রতি পল্লিতে মং দীঘি স্থাপিত হউক, জল পরিষ্কৃত রাখি বার জন্য সকলে যত্নশীল হউন আমাদের বিশ্বাস, এরূপ হইলে বঙ্গে অর্দ্ধেক ব্যাধি কমিয়া যাইবে, ম্যালে রিয়া বিসূচিকার প্রকোপ প্রশমি হইবে।

মাধব সিংহের রাণী।

আজ কাল অনেক সভ্য ভব্য শিক্ষিত কৃতবিদ্য ব্যক্তি বৈষ্ণবের নাম শুনিলে, ভ্রূ কুটিত ও নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া স্ব ২ হৃদয়হীনতার পরিচয় দেন। তাঁহাদের মুখভঙ্গি দেখিলে বোধ হয়, যেন "বৈষ্ণবগণকে" তাঁহারা ধর্ম্ম-সেবক বলিয়াই বিবেচনা করেন না। তাঁহাদিগের বিশ্বাস উক্ত পদবীধারী ব্যক্তিগণ কেবল ধর্ম্মের অবমাননাকারী ভিন্ন কেহই প্রকৃত সেব নহেন। বৈষ্ণবের নাম শুনিলে, আপন আপনি, তাঁহাদিগের মনে তৎক্ষণ "নেড়ানেড়ীর" কথা জাগিয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে অমনি, অস্পষ্ট হাসি দ্বা বৈষ্ণবকে উড়াইয়া দেন ফলতঃ এসক তাঁহাদিগের কুশিক্ষা, এবং অনভিজ্ঞ পরিচায়ক তাহা নিঃসন্দেহ। কোন ক

বৈষ্ণবনামধারী ব্যক্তি দ্বারা পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্মের সমুজ্জ্বল দীপ্তি স্তিমিত হইলে তাদৃশ ধর্ম্মের উপর দোষারোপ করা, মূর্খতা ভিন্ন, আর কি বলিব? বস্তুতঃ সকল, আলোচনা করিয়া আমরা উল্লিখিত ধর্ম্মের যশোবৃদ্ধি করিবার বাসনা করিনা; তবে, ভক্ত বৈষ্ণবের দ্বারা, কত সংসারাসক্ত, পাপাচারীর কঠিন হৃদয় ভগবদ্ভক্তিতে তরল হইয়া গিয়াছে, তাহাই দুই একটী কথা আলোচনা করিবার জন্য এ প্রস্তাবের অবতারণা।—আমরা, সর্ব্বাগ্রে বৈষ্ণব মহিমার একটী উদাহরণ স্বরূপ* নিম্নলিখিত গল্পটী লিপিবদ্ধ করিলাম।

পুরাকালে, মাধবসিংহ নামে একজন পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তিনি অলীক ঐশ্বর্য্য সুখে মুগ্ধ হইয়া অগণ্য বনিতা সহবাসে ও রাজকার্য্যে জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করেন। তাহার অগণ্য মহিষীর মধ্যে সুবুদ্ধি, সুমতি, সর্ব্বগুণান্বিতা, ভোগবিলাসানভিজ্ঞা, একজন পাটরাণী ছিলেন। তাঁহার পবিত্র হৃদয়, দয়া দাক্ষিণ্য সৌজন্য ও বদান্যতায় পূর্ণ দ্বেষহিংসা পরিশূন্য, একাধারে সর্ব্বগুণের আকর স্বরূপ ছিল। কিন্তু, অপ্রমেয় সৌখীন সামগ্রী সজ্জিত বহুমূল্য মণিরত্নাচ্ছাদিত, ত্রিতল হর্ম্ম্য, অমাবস্যার তমসাচ্ছন্ন গভীর নিশীথে, একমাত্র আলোকাভাবে যেরূপ শোভাহীন হয়, সেইরূপ একমাত্র ঐশ্বরিকপ্রেমশূন্য হওয়ায় উল্লিখিত, সর্ব্বগুণপূর্ণ রমণীহৃদয় অপূর্ণ ছিল। অভক্ত মাধব সিংহের প্রেমশূন্যচিত্তে সর্ব্বদাই কৃষ্ণদ্বেষ বিরাজ করিত, তাহার ফল স্বরূপ রাজান্তঃপুরে কেহই কৃষ্ণ চিন্তার অবসর পাইত না। রাণী অতুল ধনৈশ্বর্য্যপরিবেষ্টিত হইলেও ভগবৎপ্রেমাভাবে দিন দিন ম্লানমুখী হইতে লাগিলেন।

যিনি ষোড়শী সহধর্ম্মিণী সহবাস ত্যাগ করিয়া নবনীতোপম কোমল কমনীয় অঙ্গের চর্চ্চিত চন্দন মুছিয়া ফেলিয়া 'হরি হরি' বলিয়া গভীর নিশীথে সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, যিনি, স্বকীয় ভগবৎপ্রেমের প্রবল প্রবাহে অস্পৃশ্য গোখাদক, মুসলমানের কলঙ্কিত হৃদয়ের কলঙ্ক ভাসাইয়াছিলেন, সেই অলোকসামান্য ষড়ৈশ্বর্য্যশালী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অথবা তাঁহার কোন সন্ন্যাসী বৈষ্ণব বর্ত্তমান থাকিলে আজ মহারাণীকে প্রেমাভাবে, ম্লানমুখী হইতে হইত না, কত শত মাধব সিংহ সেই বৈষ্ণব সহবাসে পবিত্র হইতে পারিত। কিন্তু, তৎকালে সমগ্র সাম্রাজ্যে এরূপ কোন ব্যক্তি বর্ত্তমান ছিলেন না, যিনি, বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হইতে পারিতেন। বৈষ্ণব অভাবেই মাধব সিংহের প্রেমহীন হৃদয় এত অত্যাচার করিতে সমর্থ হইয়াছিল; তাই রমণীর দুর্ব্বল হৃদয় প্রেমপ্রবণ হইয়াও ফুটিতে পাইত না।

যাহাহউক, হিরণ্যকশিপুর অবতারস্বরূপ মহারাজা মাধব সিংহ, বহুদিন পরে প্রাণোপম পুত্র প্রেমসিংহ সমভি-

ব্যাপারে কাবুল রাজ্য শাসনে যাত্রা করিলেন। রাজা নাই, এক্ষণে পাটরাণীই অন্তঃপুরে সর্ব্বপ্রধানা হইলেন, কিন্তু সহচরী ও অন্যান্য পুরবাসীদিগের ভয়ে কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে পারিতেন না—নীরবেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভগবানের অপার মহিমা,অন্তঃপুরে—সেই কৃষ্ণনাম-পরিশূন্য অন্তঃপুরে দাসী নামে একটী পরম বৈষ্ণবী ছিল। সে দিবা-নিশি হরি-প্রেমাস্বাদ করিত, অথচ কেহ জানিতে পারিত না। পরম ভক্তি-মতী দাসী অন্তঃপুরের প্রধানা রাণীর অন্তরের কথা কিছু অবগত ছিল। সে এক দিন, নির্ভয়ে দিবা দ্বিপ্রহরে হাসিতে হাসিতে মহারাণীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। মহারাণী পালঙ্কে শায়িতা ছিলেন,দাসী পদপ্রান্তে উপবেশন করিয়া, পদসেবা করিতে লাগিল, আর অস্ফুট-স্বরে কহিতে লাগিল, "এ অনিত্য সুখ তাতে কত বা আস্বাদ, কৃষ্ণপ্রেম-ভকতির কি সুন্দর স্বাদ!" শ্লোক শুনিয়া মহারাণীর হৃদয়বেগ উথলিয়া উঠিল। অশ্রুত কৃষ্ণনাম শুনিলেন, নিজমুখে একবার উচ্চারণ করিবার ইচ্ছা হইল। দাসী কহিল "অনিত্য বিষয়সুখ হৈল আর গেল, কৃষ্ণপ্রেম পরাৎপর নিত্য করে আলো।" রাণী 'প্রেম' এই কথা শুনিয়া, আর অসাড় থাকিতে পারিলেন না। ভক্তিবারি নয়নপ্রান্তে বহিয়া বাহির হইল। দাসী সজলনয়নে কহিল, শ্রীগো-বিন্দ হরি হে, কৃষ্ণ হে, উভয়েই ভক্ত-মতী। আজ সঙ্গিনী মিলিয়াছে, রাণী কঠোর রাজ্যশাসন ভুলিয়া গেলেন, উচ্চৈঃ স্বরে অশ্রুপরিপ্লুত চক্ষে উর্দ্ধমুখে প্রেমে কণ্ঠ প্রকম্পিত করিয়া কহিলেন "হরি, দীন-বন্ধু! এদাসীরে কৃপা কর।" দাসী বিভোর হইয়া, নিমীলিতনেত্রে বাষ্পাকুলিত কণ্ঠে কম্পিতওষ্ঠে ধীরগম্ভীর স্বরে কহিল, "হরি হে কৃষ্ণ হে! আমি চিরকালই দাসী, করুণাময়,একবার কৃপা কর! আজ অসুর-গৃহে দেবলীলা শ্মশানে হরি সঙ্কীর্ত্তন!" হরি হরি, বৈষ্ণবের কি অলৌকিক ক্ষমতা—বৈষ্ণব ভিন্ন, এ শুষ্ক প্রাণে এত ভক্তি সলিল কেহ দিতে পারে কি? উভয়ে মিলিয়া এইরূপে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। রাণী কহিলেন, "দাসী! আমিত তোমার পদ-সেবিকার যোগ্য নই, আমি যে তোমাকে দাসী বলি সে আমার অপরাধ, বিচার করিয়া দেখিলে তোমার দাসীর দাসী হইবার উপযুক্তও আমি নহি।" আহা! কৃষ্ণপ্রেম ভিন্ন, অহঙ্কারী মানবহৃদয়েকে এত হীন করিতে পারে কি? প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ বীরশ্রেষ্ঠ মাধবরাজের প্রাণাধিকা অর্দ্ধাঙ্গিনী হইয়া, সামান্যা নগণ্যা দীন দুঃখিনী দাসীর পদসেবার জন্য লালা-য়িতা! রাণী আবার সাশ্রুনয়নে নম্রমুখী হইয়া কহিলেন, দাসী আমার চরণ ছাড়িয়া আমার মস্তকে চরণ রাখ, আজি হইতে তোমাকে গুরুবৎ মানিলাম, বিষয়সুখ ত্যাগ করিয়া, কৃষ্ণপ্রেম কীর্ত্তনে রত হইলাম। দাসী রাণীর সেই ভক্তি-

ভাব দেখিয়া বিভোর হইয়া গেল, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। আমরা দুর্ভাগা, তাই হাসিবার জন্য ব্যাকুল হই; দাসীর মত কাঁদিতে পারিলে বোধ হয় আর কেহ হাসিতে চাহিতাম না। যাহাহউক, রাণী ও দাসী উভয়ে নির্ভয়ে হরিনাম করিয়া অনেক দিন কাটাইলেন। এইরূপে হরিনামামৃত পানে পুলকিত ও বিভোর হইতে লাগিলেন। একদিন দাসী কহিলেন, "বৈষ্ণব সেবন বিনা কৃষ্ণের পিরীতি নাহি হয় শুনিয়াছি ভক্তজন প্রতি।" রাণী আর তখন রাণী নাই, তিনি মনে মনে কৃষ্ণের দাসী হইয়াছিলেন। বৈষ্ণব নাম শুনিয়া আহ্লাদে বিমূঢ়া হইলেন। পরদিন "ইন্দু নীলমণি" দুই প্রতিমা, প্রতিষ্ঠা করিয়া, সমারোহে মহোৎসব দিলেন। রাজভয়ে দেশে বৈষ্ণবেরা কীর্ত্তনাদি বন্ধ করিয়াছিলেন, এক্ষণে রাণীর প্রশ্রয়ে নির্ভয়ে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। নিত্য নূতন মহোৎসব হইতে লাগিল। অন্তঃপুরে রাত্রিদিন ভক্তিমান বৈষ্ণবগণের সমাগম হইতে লাগিল, অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণ আর থাকিতে পারিলেন না; বৈষ্ণবগণের কীর্ত্তন স্রোতে ভাসিতে লাগিলেন। সকলেরই চক্ষে জল, সকলেরই মুখে হাসি। অপূর্ব্বভাব বটে, একাধারে অশ্রু, হাসি! মহারাণী সহচরী, সপত্নী সঙ্গিনীগণ লইয়া নব নব আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন।

এদিকে প্রধান রাজ-কর্ম্মচারী অন্তঃপুরে অসঙ্কোচে পুরুষ সমাগম দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না—ধীরে ধীরে মহিষী সমক্ষে গমন করিয়া কহিলেন—মহারাণী! আপনি রাজরাণী হইয়া,এরূপে লজ্জাহীনার ন্যায়—রাণী বাধা দিলেন, সাশ্রুনয়নে যোড়করে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—

"আর রাণী না কহিও মোরে—
দাসী নাম লিখে দিনু যুগল কিশোরে,
পরদা উঠাইয়া, নূতন কিশোরের সঙ্গে
অঙ্গ সমর্পিনু ঢাক বাজাইয়া রঙ্গে,
জাতি পাতি তেয়াগিনু বৈষ্ণব সমাজে,
চতুর্ব্বর্গ তেয়াগিনু পিরীতের কাজে,
সরম ভরম মান ধন জন কাম,
যুগলের বালায়ের সনে ত্যজিলাম।"

দেওয়ান ব্যাপার বুঝিলেন; আনুপূর্ব্বিক মাধবরাজকে জ্ঞাত করাইলেন। রাজা পত্র পড়িয়া, পুত্রকে ডাকিলেন, এবং কহিলেন তোমার মাতা "নেড়ার" সঙ্গে "নেড়ী" হইয়াছে, বেপর্দ্দা হইয়া স্বেচ্ছাচারিণী হইয়াছে, এই দেখ পত্র আসিয়াছে। প্রেমসিংহ পত্র দেখিয়া আনন্দিত হইলেন,কহিলেন,—"বুঝিলাম, মাতা শ্রেষ্ঠপদে আরোহণ করিয়াছেন, কৃষ্ণসেবা ধরিয়াছেন, ইহাতে তিনকুল উদ্ধার হইবে, ইহা সুখেরই বিষয়। রাজা ক্রোধান্ধ হইলেন, বিরক্তভাবে রাণীর মস্তকচ্ছেদন জন্য পুত্রকে আদেশ করিলেন। এদিকে "প্রেমসিংহ কহে মোর মস্তক থাকিতে, কার সাধ্য আছে

মোর নাতারে হিংসিতে ?" ভক্তের সহায় এইরূপেই মিলে বটে; রাজা সহধর্ম্মিণীকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে স্বয়ং স্বদেশে যাত্রা করিলেন, রাজ্যে উপস্থিত হইয়া মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির হইল, হঠাৎ স্বহস্তে স্ত্রীহত্যার প্রয়োজন নাই, পালিত হিংস্র ব্যাঘ্রের জঠরানল নির্ব্বাপিত করিবার জন্য রাণীকে দেওয়া হইবে।

পরামর্শমত কার্য্য হইল। একদিন মহারাণী গলে তুলসী মালা, সর্ব্বাঙ্গে নামাবলী, পরিধানে ক্ষৌম বসন, সম্মুখে, প্রতিষ্ঠিত ইন্দ্রনীলমণি মূর্ত্তিদ্বয়, নিমীলিত নেত্রে সহাস্য আননে যোড়করে উপবিষ্টা; সেই সময়ে নিষ্ঠুর মাধব সিংহ ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূলের পিঞ্জর দ্বার মোচন করিলেন। ব্যাঘ্র এক লম্ফে বৈষ্ণবী সমক্ষে উপস্থিত হইল, আক্রমণের উদ্যোগ করিল রাণীর চমক ভাঙ্গিল, সম্মুখে ভীষণ মুক্ত ব্যাঘ্র দেখিয়া রাণী কহিলেন "আইস আইস বাপু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।" হায় কি মুগ্ধতা, শত্রু মিত্র সমজ্ঞান, এমন না হইলে কি বৈষ্ণব হয়!—হরি হরি, ব্যাঘ্র খাইবে কি? সে কৃষ্ণ নাম শুনিয়া রাণীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল।* বৈষ্ণবী যোগাসন হইতে উঠিলেন, ব্যাঘ্রকে বৈষ্ণব সাজাইলেন, তাহার গলে তুলসীর মালা, নাসিকায় তিলক দিয়া, হরিবোল, বলিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। রাজা পার্শ্বের প্রকোষ্ঠ হইতে এ দৃশ্য দেখিলেন, হিংস্র পশুর সরলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, হৃদয় দ্রব হইয়া গেল। মনে মনে ভাবিলেন "আমার দৌরাত্ম্য এত কৃষ্ণ না সহিবে" হায় হায় আর যায় কোথা; গর্ব্ব তেজ দূরে গেল, কৃষ্ণদ্বেষ নয়ন সলিলে ভাসিয়া গেল, "নিজস্ত্রী বলিয়া অভিমান নাহি কৈল।" নিকটে যাইয়া রাজা সাষ্টাঙ্গে পড়িলেন, যোড়হস্তে স্তব স্তুতি অনেক করিলেন এবং অপরাধ ক্ষমা কর বলিয়া কাকুতি করিতে লাগিলেন।

রাণী কহিলেন "যাহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল মঙ্গল হইবে, মুক্তি তব অধীনা দাসী অবশ্য রাখিবা।" রাজার তখন জ্ঞানোদয় হইয়াছে, নয়নে প্রেমাশ্রু পড়িতেছে, কাতর ভাবে কহিলেন বৈষ্ণবী তুমি সৃষ্টিস্থিতি নাশ করিতে পার, তুমিত কাহার অধীন নহ। বুঝিলাম, "বিপদ নাশের হেতু সম্পদের দাতা, ভক্তি মুক্তি আদি কৃষ্ণ প্রেমভক্তিপ্রদা"। বলা বাহুল্য এই সময় হইতে মহারাজ মাধব সিংহ একজন যথার্থ ভক্তিমান্ বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। ধন্য সেই বৈষ্ণবী যে, নির্ব্বিকারচিত্তে হিংস্র ব্যাঘ্রকে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে অনুরোধ করে, যার কৃষ্ণপ্রেমের উন্মত্ততায় বিষ্ণুদ্বেষী ঘোর পাষণ্ড মাধব রাজের গর্ব্ব চূর্ণ হইল।

মহারাণীর একমাত্র বল হরিভক্তি।

* ভক্তমালে যেরূপ বর্ণন আছে, এই আখ্যায়িকাতে তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে। এ বর্ণন অলৌকিক ও রঞ্জিত হইলেও একবারে অসম্ভব কে বলিবে? সুন্দর লহরীতে যখন বনের পশু মোহিত হয়, ভক্তের সাত্ত্বিকভাবে নৃশংস পশুও শান্ত হইতে পারে।

ভক্তিদ্বারা ভক্ত ভগবানের সহিত একাকার হয়। পাপচিত্তের মত্ততা দূর করিয়া তাহাকে সৎপথে চালিত করিবার পক্ষে ভক্তসহবাস ভিন্ন আর উপায় কি আছে?

কৃ, দ।

Imp. 3883
dt. 27/8/09

বিবি ফসেট।

(৩য় প্রস্তাব)

এস্থলে একটী প্রকৃত ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। একদা এক মানব-পশু সৈনিক এক যুবতী পরিচারিকাকে পথিমধ্যে দেখিয়া তাহাকে কুপথগামিনী করিবার চেষ্টা করে। সে হাবা গোবা, সাদাসিধে, পাড়াগেঁয়ে মেয়ে; সবে পাড়া গাঁ হইতে পেটের দায়ে লণ্ডন নগরে চাকরি করিতে আসিয়াছে। আসিয়া এক ভদ্র মহিলার পরিচর্য্যা কার্য্যে নিযুক্ত। এই মহিলার সহিত বিবি ফসেটের জানা শুনা ছিল। একদিন দাসী ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁদিতে কাঁদিতে কর্ত্রীর নিকট বলিল যে, দুর্বৃত্ত সৈনিক নানাপ্রকার ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে ভয়ানক বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করায় সে অগত্যা তাহার মানস পূর্ণ করিবার আশ্বাস দিয়া সেই নর-রাক্ষসের হাত হইতে আপাততঃ পরিত্রাণ পাইয়াছে। আগামী কল্য সে এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিবে বলিয়া দিয়াছে; সেটী গমনাগমনের পথ, তাহাকে সেই স্থান দিয়া যাইতে হইবেই হইবে। তাহার কর্ত্রী সমস্ত বিবরণ বিবি ফসেটকে বলেন। বিবি ফসেট শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার সতীত্ব রক্ষার উপায় বিধানে তৎপর হন। তিনি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া জাতীয় দুর্নীতি নিবারণী সভার কতকগুলি ভীমের মত বলবান্ সভ্যের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বলিলেন। আপনি চলিলেন ও তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইলেন এবং পরিচারিকাও চলিল। দুর্বৃত্ত সৈনিকও কীচকের মত পূর্ব্ব হইতে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। রমণীকে দেখিয়া যেমন সে তাহার নিকট অগ্রসর হইল, অমনি প্রহার আরম্ভ হইল। মার্জ্জার যেমন মূষিক ধরিয়া ক্রীড়া করিয়া থাকে, তাঁহারা সেইরূপ তাহাকে লইয়া করিলেন। তাঁহারা পুলিস ডাকিলেন এবং তাহাকে হোদলকুতকুতে সাজাইয়া একখানি কাগজে কতকগুলি অবজ্ঞা ও বিদ্রূপপূর্ণ কথা লিখিয়া আলপিন দিয়া তাহার কোর্টে আঁটিয়া দিলেন। চারিদিক হইতে লোক জমিয়া গেল, সকলে দেখিয়া হাসিতে ও হাত তালি দিতে লাগিল। পাপের অভিনয় এই স্থানে শেষ হইল না। কেহ বলিতে লাগিলেন "তুমি না মহারাণীর সেনাদলভুক্ত।" কেহবা সমবেত লোকদিগকে

RARE BOOK

ডাকিয়া বলিলেন একে তোমরা সকলে একজন সেনাকে দেখ। সে যে সমিতির সভ্য ছিল, তাহা হইতে বিদূরিত হইল; নারীসমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইল এবং তাহার সহিত যে নারীর বিবাহ হইবার কথা হইতেছিল, তাহা আর হইল না। এই সব দেখিয়াও বিবি ফসেটের অন্তরে কিছুমাত্র দয়া হইল না, হইবেই বা কেন? দুষ্টের দমন মহত্বের কি একটি পরিচয় নহে? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তিনি দেখিতে শীর্ণ ও খর্ব্বকায় ছিলেন; কিন্তু তৎসত্বেও কেহ তাঁহার পানে সহসা চাহিয়া কথা কহিতে সাহস করিত না।

উক্ত বিবরণ পাঠ করিয়া আমাদিগের মনে একটি বিষয় উদিত হইতেছে, যাহা লিপিবদ্ধ না করিয়া আমরা ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। তাহা এই,—এই মহানগরী কলিকাতায় পল্লিগ্রাম হইতে অনেক দুঃস্থা নারী চাকরীর জন্য আসিয়া থাকে। ইহারা অবলা সরলা ও সচ্চরিত্রা, উক্ত প্রকার সৈনিকের বা অন্যবিধ নরপশুর সম্মুখে পড়িয়া ইহারা বিপন্না হয়, সর্ব্বস্ব হারায়, সতীত্ব হারায়—এমন কি প্রাণও হারায়। স্ত্রীলোকের পক্ষে সতীত্ব অপেক্ষা মূল্যবান্ রত্ন আর কি আছে? যখন তাহাই গেল, তখন রহিল কি? কিন্তু এই রূপ কত শত স্ত্রীহত্যাকারী (আমাদিগের ধর্ম্মে স্ত্রী-হত্যার অপেক্ষা পাপ নাই) অবলীলা ক্রমে বিচরণ করিতেছে, কেহ দেখিতেছে না বা দেখিয়াও দেখিতেছে না। এ দৌরাত্ম্য দমনের কি কোনও উপায় নাই? আমরা সুশিক্ষিত বলিয়া সভ্যজগতে পরিচিত হইতেছি, কিন্তু সুশিক্ষার প্রথম ও প্রধান নিদর্শন অবস্থা নির্বিশেষে স্ত্রী-সম্মান। আবার দেখ, স্ত্রীসম্মানের পূর্ব্বে স্ত্রীসংরক্ষণ। অগ্রে রক্ষণ করিলে, তবে তো সম্মান করিব। অতএব হে সুশিক্ষিত ভ্রাতৃবর্গ, এস স্ত্রীজাতির রক্ষণ হেতু আমরা সকলে বদ্ধ-পরিকর হই। আইস আমরাও দুর্নীতি নিবরণী সভা সংগঠন করিয়া সমাজের হিতব্রতে ব্রতী হইয়া আপনাদিগকে সুসভ্য ও সুশিক্ষিত বলিয়া পরিচয় দিবার উপযুক্ত হই।

শিশু-শিক্ষাতত্ত্ব।

শিশুরা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই বহির্জগতের সহিত এক নূতন সম্বন্ধে স্থাপিত হয়। বহির্জগতের বিষয় গুলি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সাহায্যে মনের উপর কার্য্য করিতে থাকে। মনও বিধিনির্দ্দি[ষ্ট] প্রণালী অনুসারে বহির্জগতের জ্ঞান লাভে প্রবৃত্ত হয়।

শারীরিক যেমন একটা নির্দ্দিষ্ট গঠ[ন]

আছে, মনেরও তেমন একটা গঠন আছে। কার্য্য করিবার জন্য শারীরিক যন্ত্র গুলির যেমন একটী নির্দ্ধারিত প্রণালী আছে, মনেরও তেমন একটী নির্দ্ধারিত প্রণালী আছে। এই স্বভাবজাত প্রণালীর অনুসরণ করিয়া জন্মমুহূর্ত্ত হইতেই মন বহির্জ্জগতের জ্ঞান লাভে প্রবৃত্ত হয়। এই বহির্জ্জগতের জ্ঞান লাভেই মনের বিকাশ ও পরিপক্কতা। কি প্রণালী অনুসারে মনের এই কার্য্য চলিতে থাকে, মনোবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা নানা প্রকারে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যথা জ্ঞানময়ী শক্তি, ভাবময়ী শক্তি ও ইচ্ছাময়ী শক্তি। মনের কার্য্য গুলিও এইরূপে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে—যথা, জ্ঞান,ভাব ও ইচ্ছা। আমরা প্রথমে কেবল জ্ঞানের বিষয়েই আলোচনা করিব।

(মনঃসংযোগ—attention.)

মনোবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন, মনঃসংযোগ মানসিক শক্তি বিকাশের একটী সাধারণ অবস্থা অর্থাৎ জ্ঞানময়ী, ভাবময়ী ও ইচ্ছাময়ী এই ত্রিবিধ শক্তির বিকাশ পক্ষে মনঃসংযোগ নিতান্ত আবশ্যক। বিশেষতঃ মনঃসংযোগ না হইলে, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির বিকাশ ও পরিপক্কতা হওয়া অসম্ভব। নিউটন-প্রমুখ পণ্ডিতেরা গম্ভীর মনঃসংযোগকেই তাঁহাদের লোকপ্রসিদ্ধ অসাধারণ প্রতিভার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সুতরাং অতি শিশুকাল হইতেই ইহার যথারীতি অনুশীলন হওয়া আবশ্যক। অনেকেরই ধারণা, শিক্ষারম্ভের পূর্ব্বে এই বিষয়ে মনোযোগী হইবার আবশ্যকতা নাই। এইরূপ বিশ্বাস নিতান্তই ভ্রমাত্মক এবং মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রে অনভিজ্ঞতার ফল। আমাদের দেশে প্রায় ৫।৬ বৎসর বয়সে বালকদের শিক্ষারম্ভ হয়। এই ৫।৬ বৎসরে বালকেরা বহির্জ্জগতের অনেক জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া থাকে। মনোবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন, শিশুরা প্রথম ২।৩ বৎসরে পৃথিবীর যত জ্ঞান লাভ করে, পরে বহুবৎসরেও তত জ্ঞান লাভ করিতে পারে না।

ফলতঃ মাতা যখন অঙ্গুলী-সঙ্কেত দ্বারা বস্তু বিশেষে শিশুর মনঃসংযোগ করিতে পারেন, তখনই শিশুর প্রকৃত শিক্ষারম্ভ হইল মনে করিতে হইবে। তখন নূতন নূতন আমোদজনক বস্তুর সাহায্যে মাতা সহজেই শিশুকে নূতন নূতন বিষয় শিক্ষা দিতে পারেন। অনেকে ধাত্রী অথবা অন্যের হস্তে শিশুর লালন পালনের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। ইহাতে যে কত অনিষ্ট হয়, একটুকু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। বিধাতার বিধানে মাতাই শিশুর একমাত্র শিক্ষালয়। একজন শিক্ষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত বলিয়াছেন,—"বালকদিগকে সর্ব্বদাই পিতামাতার নিকটে রাখিবে; বেশী বয়স না হইলে বিদ্যালয়ে পড়িতে পাঠাইবে না, অথবা অন্যের সংসর্গে যাইতে দিবে না।" শিক্ষিতা মাতা নিজ

হস্তে শিশুর শিক্ষার ভার লইলে, উহা কত সুফলপ্রসূ ও সুখপ্রদ হয়!

বালকেরা স্বভাবতঃই চঞ্চলপ্রকৃতি। তাহাদের মন একবিষয়ে বেশীক্ষণ স্থির থাকিতে পারে না। কোনও বিষয় বিশেষে বালকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে হইলে, অতি সাবধানে কার্য্য করিবে। বিষয়-টীকে যত আমোদজনক করিয়া বালকের সম্মুখে ধরিতে পার, ততই ভাল। বিষয়টী সুন্দর এবং আমোদজনক হইলেই, বালকের মন সে দিকে সহজে ধাবিত হয়। ইহা শিক্ষার একটী গূঢ় তত্ত্ব। বিষয়টী জটিল হইলে, বিশ্লেষণ দ্বারা উহাকে সরল ও আমোদজনক করিবে। সর্ব্বদা প্রফুল্ল মুখে বালকদিগকে পাঠাভ্যাস করাইবে। প্রসঙ্গক্রমে দুই একটী গল্প বলিয়া তাহাদের চিত্তরঞ্জনের প্রয়াস পাইবে। কতকগুলি অসম্বদ্ধ বিষয় এক-সময়ে বালকদিগকে অভ্যাস করিতে দেওয়া অথবা এক বিষয়ে অধিকক্ষণ তাহা-দিগকে নিবিষ্ট রাখা অন্যায়। একবিষয় কিছুক্ষণ শিক্ষা দিয়া, তাহাদিগকে কিছু-কালের জন্য অবসর দিবে। যে বিষয়ে একটুকু গভীর মনঃসংযোগের আবশ্য-কতা, ক্লান্তি ও শ্রান্তির সময়ে এরূপ বিষয়ে তাহাদিগকে প্রবৃত্ত করাইবে না। শারীরিক অথবা মানসিক উত্তেজনার সময়ে কোনও বিষয় শিক্ষা দিবে না। যেস্থানে বসিলে, অন্যদিকে সহজেই চিত্তাকর্ষণ হইতে পারে, এরূপ স্থানে বসিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিবে না। বালকদের পাঠগৃহ নির্জ্জন ও শোভাশূন্য হওয়া আবশ্যক।

প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়গুলি যত আমোদজনক হয়, ততই ভাল। শুষ্ক বিষয়ে বালকদের চিত্ত সহজে বসিতে চায় না। এই জন্য সাবধানে পুস্তক নির্ব্বাচন করিবে। জোর করিয়া কোনও বিষয়ে চিত্তাকর্ষণ করিবে না ; তাহাতে কুফল ফলিবার সম্ভাবনা আছে। পড়িতে ইচ্ছা না করিলে, তাহাদিগকে আর পড়াইবে না। পাঠে অমনোযোগী হইলে, বেত্রাঘাত করিবে না অথবা অন্যরূপ কঠোর দণ্ড দিবে না। এরূপ কঠোর শাসনে তাহাদের মন ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, তাহাদের তেজস্বিতা ও পুরুষত্বের বীজ অঙ্কুরেই বিনাশ পাইতে পারে। প্রসিদ্ধ শিক্ষাতত্ত্ববিদ্ জন্ লক্ বলেন "প্রশংসা ও ভৎর্সনাই শিক্ষার সময়ে বালকদের একমাত্র পুরস্কার ও দণ্ড। বেত্রাঘাত কিম্বা অন্যরূপ দণ্ডের উপ-কারিতাতে আমার বিশ্বাস নাই। পাঠের সময়ে বালকের চিত্ত বিষয়ান্তরে ধাবিত হইলে, তাহাকে ভৎর্সনা না করিয়া ধীরে ধীরে নানা কৌশলে তাহার চিত্তকে নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে টানিয়া আনিবে। সজ্ঞান হইলে, এরূপ অমনোযোগের কথা এখন তাহাকে আদবেই বলিবে না।"

শিশুরা দুগ্ধ অথবা অন্য জিনিষ খাইতে না চাহিলে—ক্রন্দন করিতে থাকিলে অথবা বিষয়ান্তরে তাহাদের চিত্তাকর্ষণের প্রয়োজন হইলে, এদেশের গৃহিণীর

"ভূত" "প্রেত" কিম্বা "কুম্ভীরের" ভয় দেখাইয়া থাকেন। এইরূপ প্রথা যে বিশেষ অনিষ্টকর, শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই তাহা বুঝিতে পারেন। কঠোর শাসন ও ভয় প্রদর্শন এই উভয়ের ফল প্রায় একপ্রকার। পরন্তু এইরূপ ভয় প্রদর্শন দ্বারা তদতিরিক্ত একটা কুসংস্কারের শিক্ষা দেওয়া হয়। অনেক মনস্বীরা বলিয়াছেন, "অনেক চেষ্টা করিয়াও পরিণত জীবনে তাহারা বাল্যকাললব্ধ অনেক কুসংস্কার ও কদভ্যাসের হাত হইতে সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ পাইতে পারেন নাই।"

ইংরাজ প্রভৃতি ইয়োরোপীয় জাতিদের মধ্যে এইরূপ ভয় প্রদর্শনের প্রথা নাই বলিলেই চলে। এদেশে অনেক বুদ্ধিমান্ ও শিক্ষিত লোকের গৃহেও এরূপ প্রথার বহুল প্রচলন দেখিয়া অনেক সময় বিশেষ দুঃখিত হইতে হয়। (ক্রমশঃ)

বার মেসে চাস আবাদ।

জ্যৈষ্ঠ।

এই চাস আবাদ সম্বন্ধে বৈশাখ মাসের কর্ত্তব্য কর্ম্ম আমরা চৈত্র মাসের পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি, এক্ষণে জ্যৈষ্ঠ মাসের কর্ত্তব্য এই বৈশাখের পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

জ্যৈষ্ঠ মাসে অধিক কর্ম্ম নাই। অনেক গৃহস্থ স্বস্ব ভদ্রাসনের পার্শ্বে, বা স্বস্ব উদ্যানে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের চারা লাগাইতে ইচ্ছা করেন। যাঁহাদিগের এরূপ ইচ্ছা হয়, তাঁহাদিগকে মাঘ মাস হইতে কিছু কিছু আয়োজন করিয়া আসিতে হয়। ঐ আয়োজন আর কিছুই নহে, মাঘ মাসে ৮ হস্ত অন্তর এক একটী দুই হস্ত গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া তাহা কিঞ্চিৎ সারযুক্ত আটাল মৃত্তিকাদ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। চারি মাস কাল সমান পরিমাণে উহাতে বায়ু, উত্তাপ ও বৃষ্টিবারির সংযোগ হইবে। উহাতে কেবল এইভাবে একটু দৃষ্টি রাখিতে হইবে যেন, ঐ গর্ত্ত সকলে তৃণ বা অন্য উদ্ভিদ্ জন্মিয়া গর্ত্তস্থ মৃত্তিকার তেজ হরণ না করে। জ্যৈষ্ঠ মাসে ঐ গর্ত্ত সকলে শিশু, শেগুণ, বেল, নিম, কদম, চাঁপা, বকুল, শিরীষ, আমলকী, হরীতকী ইত্যাদি বড় বড় বৃক্ষের চারা রোপণ করিবে। আম, জাম, কাঁঠাল, খেজুর, লিচু, লেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি বিবিধ ফলের বীজ, চারা বা কলমও এই মাসে রোপণ করিবে। বেগুন ও ডাঁটার যে হাপোর চৈত্র বা বৈশাখ মাসে প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহাদিগের চারা হাপোর হইতে উঠাইয়া কথিত সমভূমিতে দুই বা দেড় হস্ত অন্তর সারি করিয়া পুঁতিয়া দিবে। তৃণ, পত্র, গোবর ইত্যাদি পচিয়া মাটীর উপরিভাগে যে সার জন্মে, বেগুণের পক্ষে তাহাই উত্তম সার। অতএব বেগুণ ক্ষেত্রে ঐরূপ সার দেওয়া উচিত।

দোঁআশ জমিতে অল্প বালি মিশাইয়া তাহাতে ডাঁটা রোপণ করিতে হয়; নতুবা ডাঁটা মিষ্ট হয় না। আমন ডাঁটা অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত রাখা যাইতে পারে।

সাচি কুমড়া ও পুঁই,—এই দুই প্রকার চারা বর্ষার জলে সারস্তপে প্রায় আপনিই জন্মিয়া থাকে। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে যেখানে সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে ঐ দুই প্রকার চারা দেখা যায়। যদি পাওয়া যায়, তবে এই মাসেই ঐ দুই প্রকার চারা সংগ্রহ পূর্ব্বক যথাস্থানে রোপণ করা উচিত। এই মাসে রোপণ করিতে পারিলে, কিছু অগ্রেই কুমড়া পাওয়া যায়। সাচি কুমড়া অনেক কাজে লাগে। কচি কুমড়ায় উত্তম তরকারী হয়। পাকা কুমড়ায় বড়ি, মোরব্বা হয়। তদ্ভিন্ন কুমড়া অনেক উৎকট রোগের ঔষধে ব্যবহৃত হয়। বিখ্যাত "কুষ্মাণ্ডখণ্ড" ঔষধ এই কুমড়া ভিন্ন হয় না। ইহা ছাড়া হিন্দু রমণীগণের অনেক ব্রতাদি কার্য্যে ঐ কুমড়া আবশ্যক হয়। ঐ সময়ে অনেক মূল্য দিয়া ঐ কুমড়া ক্রয় করিতে হয়। আমরা শুনিয়াছি, কোন সময়ে বৈঁচির বাজারে কোন ব্রতের সময়ে দুইটী বড় মানুষের ভৃত্যের জিদাজিদিতে একটী সাচি কুমড়া শতাধিক মুদ্রায় বিক্রীত হইয়াছিল। যখন সময়ে সময়ে কুমড়ার এত আদর হয়, তখন গৃহস্থের বাড়ীর মাচায়, চালে, বা ছাদের উপর দশ পাঁচটা কুমড়া ফলিলে বড়ই আনন্দ হয়। কুমড়া ও পুঁই শাকের চারা স্থানান্তর করণ কালে উহার গোড়ার অনেকখানি মাটী শুদ্ধ তুলিতে হয়; নতুবা চারা বাঁচে না। পুঁয়ের শাক ও ডাঁটা অনেকে আদরপূর্ব্বক আহার করেন; কিন্তু উহা অতিশয় দুষ্পাচ, এজন্য উহা অধিক খাইলে আমাশয় পীড়া হইতে পারে। সাধারণতঃ একটা কথা সকলেরই মনে রাখা উচিত। যে সকল শাক, সবজি ও তরকারী পাক করিলেও তাহার হরিৎবর্ণ যায় না বা কমে না, তাহা প্রায়ই দুষ্পাচ। সেইগুলি আহার কালে একটু সতর্ক হইলে ভাল হয়।

হলুদ, কচু ও আদা; এই সকল ফসলের ভূমিতে যদি উত্তমরূপ চারা বাহির হইয়া থাকে, তবে সেই সেই ক্ষেত্রের ঘাস নিড়াইয়া, জমি অল্প পরিমাণে খনন করা ভিন্ন এমাসে উহাদিগের অন্য কোন কার্য্য নাই।

বৈশাখ মাসে যে সকল ফসলের চাস আবাদ করিতে হয়, যদি দৈব দুর্য্যোগে বা অন্য কোন কারণে তাহা না ঘটিয়া থাকে, তবে এই মাসে সে সকলের আবাদ হইতে পারে। তাহাতে ফসল কিছু বিলম্বে হইবে, এইমাত্র; নতুবা তজ্জন্য অন্য কোন ক্ষতি হইবে না।

সতী ও শান্তি।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

তৎপরে সরোজিনী বলিতে লাগিলেন, প্রথমতঃ ছেলে প্রায় সমস্ত দিন ঘুমাইয়া থাকে। কেবল যখন খিদে লাগে, তখনই জাগে মাত্র। তার পর ক্রমশঃ ক্রমশঃ অধিকক্ষণ জাগিয়া থাকে। যেমন ঠিক সময়ে খাওয়ান, সেইরূপ ঠিক সময়ে ঘুমান অভ্যাস করান উচিত। ছেলে যাহাতে রাত্রিকালে অধিক সময় নিদ্রা যায়, তাহা অভ্যাস করান উচিত। সন্তান ছয়মাসের হইলে, দিনের মধ্যে তিনবার ঘুম পাড়ান উচিত। ছেলে যতদিন পর্য্যন্ত না তিন বছরের হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে দুপর বেলা ঘুমাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। জোর ক'রে ছেলের ঘুমপাড়ান উচিত নয়। অনেক মেয়ে ছেলেকে চাপ্‌ড়ে, "আয় চাঁদ আয় গো, সোণার যাদু ঘুমায় গো" এইরূপ গান গেয়ে অথবা যদি কাঁদে, তবে "ঐ জুজু আস্‌চে, ঐ শ্যাল আস্‌চে, ঐ ভূত আস্‌চে" এইরূপ ভয় দেখিয়ে জোর ক'রে ঘুম পাড়ায়। এ গুলি ভারি দোষ। এইরূপ ভয় দেখান দ্বারা ছেলেদের যে কি সর্ব্বনাশ হয়, আমাদের দেশের মেয়েরা তা বোঝেন না।

পাশের একটি মেয়ে বলিলেন, "ছেলে একবার কাঁদ্‌তে সুরু কল্লে সহজে থামে না। তাই জোর ক'রে ভয়টয় দেখিয়ে কান্না থামাতে হয়।" শান্তি বলিলেন, তা ব'লে কি জোর ক'রে, ভয় দেখিয়ে কান্না থামাতে হবে? কেন, দিদি ত ব'লেছেন, ছেলে কেন কাঁদে, তা ভাল করে দেখা উচিত, যে যে কারণে ছেলে সচরাচর কাঁদে, সেই সব কারণ হ'তে ছেলেকে রক্ষা করা উচিত। এই সকল বিষয়ে যদি একটু সাবধান হওয়া যায়, তা হইলে আর "ঐ জুজু আস্‌চে, ঐ ভূত আস্‌চে" বলে জোর করে ছেলের কান্না থামাতে হয় না, আর অকারণ কতকগুলো মিথ্যাভয় ও কুসংস্কারে ছেলের সর্ব্বনাশও হয় না।"

এই কথা শুনিয়া আর একটী স্ত্রীলোক বলিলেন, "এতে আর ছেলের কি সর্ব্বনাশ হ'চ্চে মা? "ভূত আস্‌চে" বল্লেই কি অম্‌নি "ভূতে পায়," না "জুজু আস্‌চে" বল্লেই অম্‌নি জুজু এসে ছেলেকে ধরে? ও একটা ভয় দেখান মাত্র। ওতে আর ছেলের কি অনিষ্ট হয়? শান্তি বলিলেন, কোনও অনিষ্ট হয় না ব'ল্‌ছেন? আপনাদের মণি খোঁড়া হ'ল কেন? তিনি বলিলেন, খানের উপর প'ড়ে গিয়ে, তার পা ভেঙ্গে গেছ্‌লো, তাই খোঁড়া হ'য়েছে। শান্তি বলিলেন, কেন খানের উপর প'ড়ে গেল? তিনি বলিলেন, ভয় পেয়ে যেমন দৌড়ে পালিয়ে আস্‌বে কি, না অমনি প'ড়ে

গেল। শান্তি বলিলেন, কেন ভয় পেলে? তিনি বলিলেন, চুনীর মা, ঘরের মধ্যে ছেলে ঘুম পাড়াচ্ছিল, ছেলে ভারি কান্না যুড়ে দিলে। তাকে থামাবার জন্যে যেমন ব'লে "ঐ জুজু আস্‌চে, ঐ ভূত আস্‌চে রেঃ—বা—বা, চুপ্ কর্, চুপ্ কর্;" আমাদের মণি ছিল কোথায়, ও শুন্‌তে পেয়ে ভয়ে বাছা যেমন দৌড়ে ঘরের মধ্যে পালিয়ে আস্‌বে, অম্‌নি দড়াম্ ক'রে আছাড় খেয়ে পায়ের উপর পড়্‌লো, আহা, বাছা একবারে অজ্ঞান হ'য়ে পড়্‌লো। একটা দাঁত ভেঙে গেল, মুখ ছেঁচে গেল, আর বাছার পা ভেঙে গিয়ে জন্মের মত খোঁড়া হ'য়ে গেল। কত ডাক্তার দেখ্‌লে, কত টাকা উড়ে গেল ওর জন্যে; সেই কালেজ হাঁসপাতালের সাহেব ডাক্তার একাই ত ওর জন্যে হাজার টাকা নিলে, কোনমতে ভাল হয় না, ভিতরে মস্ত ঘা হ'য়ে বাছাকে একবার "জেন্ন জরা" করে ফেল্লে। ছেলেটাকে নিয়ে ছ'মাস একবারে "নাস্তানাবুদ্"। শেষে ডাক্তার সাহেব পা'টা কেটে দিলে, বাছা একবারে জন্মের মত খোঁড়া হ'য়ে ঘরে ব'সে রইল।

শান্তি বলিলেন, "তবে দেখুন্ দেখি," ঐ জুজু আসচে, ঐ ভূত আসচে বলাতে মণির কি সর্ব্বনাশ হ'ল। আপনাদের এক মণি, সে ত খোঁড়া হ'য়ে ঘরে রইল, বেঁচে রইল, কিন্তু অমন কত মণি কেবল মাত্র মিথ্যা ভূতের ভয়ে মারা গিয়াছে, এরূপ শুন্‌তে পাওয়া যায়। দেখুন দেখি কি সর্ব্বনাশ!

শৈশবাবস্থা থেকে কেহ যদি "ঐ জুজু আস্‌চে, ঐ ভূত আস্‌চে" বরাবর এই কথা শুনে আসে, তা হ'লে ক্রমশঃ এই ভূতের ভয় জুজুর ভয় তাহার মনে একবারে বদ্ধমূল হ'য়ে যায়। মণি যদি ছেলে বেলা হ'তে ভূত আর জুজুর নাম না শুনত, তা হ'লে অমন করে দৌড় দিত না আর তাহার এরূপ সর্ব্বনাশও হ'ত না। দেখুন দেখি, মিথ্যা একটা ভয়ে সে নিজে কষ্ট পেলে, গোষ্ঠীশুদ্ধ সকলকে কষ্ট দিলে, কত টাকা উড়েগেল, তা নয় যাক্, শেষে একটা পা কাটা গেল, জন্মের মত খোঁড়া হ'ল, নিষ্কর্ম্মা হয়ে ঘরে বসে রইল!!

একবার আমাদের বাড়ীর চাকরটার কলেরা হ'ল। কেহ আর ডাক্তার আন্‌তে যেতে রাজী নয়। যাকে বলা যায়, সে বলে, "আজ শনিবার, ওদের গোবর্দ্ধন মরেছে,"একসের দোষ" পেয়েছে, "পুষ্করা" হ'য়েছে। কে ডাক্তার আন্‌তে যাবে, আমি পারব না। দেখ দেখি বোন্, এমন বিপদের সময় ভূতের ভয়ে কেহই বেরুতে রাজী হয় না। কি ভাগ্যে কেশব দাদা এসে ওঁদের বাড়ীতে উপস্থিত হ'ল। তিনি বেচারীর অবস্থা দেখে দয়া ক'রে, নিজে গিয়ে ডাক্তার আন্‌লেন, তবে সে গরিবের প্রাণ বাঁচে। তা না হ'লে ঔষধ না পেয়ে গরিব মারা গেছ্‌ল আর কি! দেখ দেখি বোন্, মিথ্যা

ভূতের ভয়ে মানুষের কি সর্ব্বনাশ হচ্ছে। ভূতে যত করুক না করুক, মানুষ ভয়ে মরে যায়। কত দুষ্টলোক এইরূপ মিথ্যা ভয় দেখিয়ে কত লোকের সর্ব্বনাশ কচ্ছে, কে তাহার খবর রাখে? ঐ সকল প্রতারক প্রবঞ্চক, বদ্‌ মায়েস্‌, চোর, উহারাই জীবন্ত ভূত, আর ভূত কে?

বাঙ্গালা প্রবচন।

হ

১। হাতী কাদায় পড়িলে ভেকেও লাথী মারে।

২। হাতী ঘোড়া গেল তল,
মশা বলে কত জল?

৩। হাতী চড়ি ভিক্ষা করি,
ইচ্ছার না দাও ঘর ভাঙ্গি।

৪। হাতীপর হাওদা ঘোড়ে পর জিন,
কালামুরগীপর ডঙ্কা বাজাবে হেসটিং।

৫। হাতী পাঁকে পড়লে,
হাতীই উদ্ধার করে।

৬। হাতী বলে আমার দুই দাঁত,
শূকর বলে আমারও দুই দাঁত॥

৭। হাতী ম'লেও লাখ টাকা,
জিয়ন্তেও লাখ টাকা।

৮। হাতীর খোরাক।

৯। হাতীর গলায় ঘন্টা।

১০। হাতীর দর্প চূর্ণ হয় পাহাড়ের কাছে।

১১। হাতীর পিঠে আসে যায়,
হাম্বা দেখে ডর পায়।

১২। হাতীর মিন মিন, ঘোড়ার প্লেড়।

১৩। হাতে কড়ি, পায় বল,
তবে যাই নীলাচল।

১৪। হাতে কালী মুখে কালী,
বাছা আমার লিখে এলি।

১৫। হাতে খোলা, পাছে মালা।

১৬। হাতে গোধ পায়ে গোধ,
গোধ কর্ণমূলে;
কোন্ পুরুষের জানি ভাগ্যে,
ছিল গোধ চুলে॥

১৭। হাতে জল গলে না।

১৮। হাতে দই পাতে দই, তবু বলে কই কই।

১৯। হাতে না মেরে ভাতে মারা।

২০। হাতে নাই সিক্কা,
বাহিরে বাহির ফটকা॥

২১। হাতে নাই কড়া বট,
প্রাণ করে ছট ফট।

২২। হাতে যদি নাই ধন,
পাঁচে হও এক মন।

২৩। হাতে পাঁজি মঙ্গলবার।

২৪। হাতে মাথা কাটা।

২৫। হাতে নাই কড়াকড়ি,
ক'রে বেড়ায় বাড়াবাড়ি॥

২৬। হাতে যদি ফল পাই,
তবে কি আর আঁকুড়সি চাই?

২৭। হাতে শাঁখা নড়ে,

বিড়াল বলে আমার
ভাত বাড়ে ॥
২৮। হাতে হাতেই ফল পাবে।
২৯। হাতের কঙ্কণ বেচে এনেছি বান্দী।
সে হইল গৃহিণী,
আমি হলেম তার বান্দী ॥
৩০। হাতে মুখ চিনে।
৩১। হাতের পাঁচটা
আঙ্গুল সমান নয়।
৩২। হাতের লক্ষ্মী পা দিয়া ঠেলা।
৩৩। হাতের বাড়ি, পথের বন্ধু।
৩৪। হাতের শাঁখা দর্পণে দেখা।
৩৫। হাদোর গোঁসাই পরমেশ্বর।
৩৬। হাবাতে ফকির হল, দেশে ও
মন্বন্তর এল।
৩৭। হাবাতে যদ্যপি চায়, সাগর
শুকায়ে যায়।
৩৮। হাবাতে ঘটী হল, জল খেতে খেতে
প্রাণ গেল।
৩৯। হাবাতের ভুনো গ্রাস।
৪০। হায়রে আমড়া, কেবল আঁটি
আর চামড়া।

৪১। হাল যদি ধরে ঠেসে,
যায় কি তরি তুফানে ভেসে?
৪২। হাসি কান্না বোঝা যায় না।
৪৩। হিতে বিপরীত।
৪৪। হিন্দুর গরু মুসলমানের হারাম।
৪৫। হিন্দুর ঘরের বিড়ালও আড়াই
অক্ষর পড়ে।
৪৬। হিসাবের গরু বাঘে খায় না।
৪৭। হুকুমে হাকিম চলে।
৪৮। হুজুরের মজুরও ভাল।
৪৯। হুম্বোদে সাগর ছেঁচে।
৫০। হেলায় কার্য্য নাশ।
৫১। হেলে ধরতে পারে না,
কেউটে ধরতে যায়।
৫২। হেলে যায় চষ্‌তে,
বামন যায় বল্‌তে।
৫৩। হেলে যায় হাল নিয়ে,
বিধাতা যায় ভুল নিয়ে।
৫৪। হেসে হেসে কথা কয়,
এ মিন্‌সে কি পেয়াদা নয়?
৫৫। হেঁপায় পড়ে সোঁতে ভাসা।
৫৬। হোসেন সার আমল।
৫৭। হোঁদল কুঁতকুঁতে।

পুস্তক প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। ভক্তচরিতামৃত—শ্রীঅঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ॥৵০ আনা। এই পুস্তকে বৈষ্ণব চূড়ামণি রূপ সনাতন ও জীব গোস্বামীর জীবনচরিত বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে বৈষ্ণব সমাজের এবং ভক্তিতত্ত্বের অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। ভক্তিপিপাসু সাধকগণ এতৎ পাঠে বিশেষ উপকৃত হইতে পারিবেন।

২। শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনচরিত——সংসারে বৈরাগ্য সাধন

করিয়া ভগবদ্ভক্তি লাভে যে সাধু-জীবন লাভ হয়, রঘুনাথ তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই ক্ষুদ্রজীবনী পাঠে সংসারাসক্ত জীবের চৈতন্যোদয় হইতে পারে।

উপনিষদঃ—শ্রীসীতানাথ দত্ত কর্ত্তৃক অনুবাদিত এবং মূল ও টীকা সহিত প্রকাশিত, মূল্য ১ টাকা। এই পুস্তকে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডূক্য এই ছয়খানি উপনিষদ সন্নিবেশিত আছে। উপনিষদ ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পরম সহায়। এরূপ গ্রন্থ বিশুদ্ধরূপে মুদ্রিত ও বঙ্গীয় পাঠকদিগের উপযোগী করিয়া গ্রন্থকার সাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

৪। ভক্তিসাধন ১ম খণ্ড,—মূল্য ৷৹ আনা। মহাত্মা থিয়েডোর পার্কারের উপদেশ বাবু বিপিন চন্দ্র পাল বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি ইহা সম্পূর্ণ করিয়া ধর্ম্মার্থীদিগের বিশেষ অভাব পূর্ণ করিতে সমর্থ হউন এই আমাদের প্রার্থনা। ভক্তি কেবল ভাব নয়, কিন্তু জীবনে ঈশ্বরানুগত্য, পার্কারের এই সার উপদেশ সকলের শিক্ষণীয়।

নূতন সংবাদ।

১। রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়বাহাদুর গত ২৬এ চৈত্র জননী বঙ্গভূমিকে শোকসাগরে মগ্ন করিয়া পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার স্মরণার্থ অনেক স্থানে অনেক সভাসমিতি হইতেছে। গত ৪ঠা মে টাউন হলে এক বিরাট সভা হইয়া স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের অর্থসংগ্রহার্থ এক বৃহৎ কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে। বঙ্গমহিলাদিগের অনেকে যেমন শোক করিয়া পত্র লিখিতেছেন, এই পবিত্র কার্য্যে তাঁহাদের বিশেষ সহায়তা করা কর্ত্তব্য।

২। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সকলের ফল বাহির হইয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৩০৯২ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২২৬৯ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে;—১ম বিভাগে ৩০৯, ২য় বিভাগে ৯৩৩ এবং ৩য় বিভাগে ৯৩৭ জন। ২৪ জন পরীক্ষোত্তীর্ণা বালিকার মধ্যে ১ম বিভাগে ৫, ২য় ১২ এবং ৩য় বিভাগে ৭ জন।

এফ এ পরীক্ষায় ৯২৬ জন উত্তীর্ণের মধ্যে ১ম বি ৪২, ২য় বি ২৩১ এবং ৩য় বি ৬৫৩ জন।

বিএ পরীক্ষায় অনর শ্রেণীতে ১০৩ এবং পাসে ৪৩৮ মোটে ৫১১ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বেথুন কলেজের দুইটী ছাত্রী বিএ হইয়াছেন, তন্মধ্যে একজন সংস্কৃতে অনর পাইয়াছেন।

৩। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান প্রধান রাজমন্ত্রী লর্ড রোজবারীর সহিত যুবরাজ-কন্যা কুমারী মডের শুভ বিবাহ হইবে স্থির হইয়াছে। মহারাণী এ বিবাহে মত দিয়াছেন।

৪। এক পণ্ডিত গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন একটী শামুকের এক মাইল পথ ভ্রমণ করিতে ১৪ দিন ৫ ঘণ্টা লাগে।

৫। কলিকাতার বিডন্ ষ্ট্রীটে বিবি খোবরন্ এবং আর কয়েকটী হিতৈষিণী রমণী নিরাশ্রয় রমণীদিগের জন্য একটী প্রকাণ্ড গৃহ খুলিয়াছেন। আমরা আশা করি হতভাগ্য রমণীগন এই মহাপ্রাণা মহিলাগণের সাহায্যে সাধু ভাবে জীবন কাটাইতে সমর্থ হইবে।

৬। ইংলণ্ডেশ্বরী উইণ্ডসর পরিত্যাগের পূর্ব্বে গাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়া জানুতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এখন সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছেন।

৭। সম্প্রতি এক শিল্পকার হীরক শলাকা দ্বারা এক খণ্ড কাচের উপরে এত ক্ষুদ্র অক্ষরে (Lord's prayer) খ্রীষ্ট উপদিষ্ট প্রার্থনা লিখিয়াছেন যে এক বুরুলের ৮০০০ ভাগের এক ভাগে তাহা সম্পন্ন হইয়াছে। অবশ্য, অণুবীক্ষণ দিয়া পড়িতে হয়।

৮। আফ্রিকা উকঙ্গা নদীর তীরে নরমাংসভুক্ রাক্ষসদিগের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব। বাজারে আস্ত একটা মানুষ কিনিতে না পারিলে দশ জনে মিলিয়া কেহ হস্ত, কেহ পদ, কেহ মস্তক ক্রয় করিয়া থাকে। বিক্রেতা জীবন্ত মানুষটীকে বধ করিয়া সেই অঙ্গ গুলি কাটিয়া ক্রেতাদিগকে বিভাগ করিয়া দেয়!

৯। সম্প্রতি গ্রিসে আর একটী ভূমিকম্প হইয়াছে। আটলাণ্টিক্ ও থিব্স্ এক কালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কোন কোন স্থানে গির্জ্জা ঘর পড়িয়া উপাসক মণ্ডলীকে কবরসাৎ করিয়াছে। কোন২ স্থানে বাড়ী ভাঙ্গিয়া সমগ্র পরিবার ভূগর্ভসাৎ হইয়াছে!!

১০। আমেরিকায় সৌন্দর্য্য শিক্ষার জন্য এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। যুবতীরা তথায় সুন্দর মুখভঙ্গী ও চাল চলন শিখিয়া থাকেন।

১১। আলবানীতে ১০০০০০ একলক্ষ লোকের বাস। তাহার মধ্যে ১৫০০০ শ্রমজীবিনী স্ত্রীলোক।

১২। ম্যানওয়াই প্যালিডো নাম্নী স্পেন দেশের একমাত্র স্ত্রী উকীল যুবতী ও পরমা সুন্দরী। বিশ্ব প্রদর্শনীতে স্পেন বিভাগের পুরোভাগে তাঁহার ছবি ছিল।

১৩। কুমারী লিলিয়ান মেরিট্ নাম্নী ইংরাজ মহিলার আশ্চর্য্য স্মরণশক্তি। তিনি শত শত অঙ্ক কেবল মনে রাখিতে পারেন, এরূপ নহে, কিন্তু মনে মনে তাহাদের যোগ, বিয়োগ, গুণন, ভাগ প্রভৃতি যদৃচ্ছাক্রমে করিতে পারেন।

বামারচনা।

শুভাশীর্ব্বাদ।

১৩০১ সাল—১২ই বৈশাখ।

প্রাণাধিকা!

কুমারী প্রিয়বালা বসু,

আয়ুষ্মতীষু!

বিষাদে সুখের স্মৃতি
আঁধারে মধুর বাঁশি,
বিপদে দেবের বর
হতাশে উদ্যম রাশি;
কাঙ্গালের ধন মোর
প্রাণময়ী প্রিয়বালা,
শুভ বিয়ে আজি তোর
গেঁথে দিব ফুলমালা;
আরো দিব কোটি চুমো
হৃদয়ের সোহাগিনি,
কি আর তোমায়ে দিব—
তোর "মা" যে "ভিখারিণী"—
চাহিনা সাজাতে প্রিয়,
সোণা, মণি মুকুতায়,
ও গুলো কঠিন বড়,
ব্যথা পাছে লাগে গা'য়;
ফুলময়ী মেয়ে মোর
ফুলমালা গলে পর,
ফুলের সৌরভ ঢেলে
ঘর আমোদিত কর।
দেবতার হয়ে প্রিয়
দেবতার কাজে থেক,
"দীনবন্ধু দয়াসিন্ধু"
তাই সদা মনে রেখ।
সুখে প'র রাঙা শাড়ী
হাতে লোহা ক্ষয়ে যা'ক্;
চির দিন সিঁথি যুড়ে
অক্ষয় সিঁদুর থা'ক্।
পতি অনুকূল যার
তারে বলি "রাজরাণী,"
তুমিও মা প্রিয়বালা!
হও রাজ-রাজেন্দ্রাণী!
সোণার জীবন তোর
হো'ক্ চির সুধাময়,
হো'ক্ মা তোমার ঘরে
নিত্য সত্য সুখোদয়।
যে দেশে সাবিত্রী সীতা
অন্নদা জনমভূমি,
মনে রেখ মনোরমে,
সে দেশে এসেছ তুমি।
আপদ বালাই সব
যা'ক্ তোর শত দূরে,
হো'ক্ তোর বাস শুধু
আনন্দ সুখের পুরে।
বিধাতা করুন তোরে
সতী পতিপ্রাণা মেয়ে,
নারীর ভূষণ আর
কিছু নাই তার চেয়ে!

*　　*　　*

বেশি কি বলিব প্রিয়,
কত কি পরাণে ভাসে,
ভয় করে শুভ দিনে
পাছে চোখে জল আসে!
তোর লাগি বিভু পদে
এই শুধু ভিক্ষা চাই,
কাঁদিয়া জনম গেল,
হেসে হেসে ম'রে যাই!

আশীর্ব্বাদিকা
তোমার "মা।"

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫৩ সংখ্যা | জ্যৈষ্ঠ ১৩০১—জুন ১৮৯৪। | ৫ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ইংলণ্ডেশ্বরী—মহারাণী বিক্টোরিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া উইণ্ডসর প্রাসাদে বাস করিতেছেন। মহারাণী আগামী ২৪এ মে ৭৫ বৎসর পূর্ণ করিয়া ৭৬ বৎসরে পদার্পণ করিবেন। পরমেশ্বর তাঁহাকে চিরজীবিনী ও স্থিরসুখিনী করুন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল—নিম্নলিখিত রমণীগণ নিম্নলিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বি এ—সরলাবালা রক্ষিত, সংস্কৃত অনর ২য় বিভাগ, হেমপ্রভা বসু। এফ এ,—ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ ৩য়, গ্রিণিং মেরী ৩য় বিভাগ।

প্রবেশিকা	বিভাগ	বিদ্যালয়।
শিশির কুমারী বাগচী	১ম	ব্রাহ্মবালিকা
ইলাইজা বলষ্ট	,,	ওয়ায়েল্স স্কুল
লিলী খ্রিশ্চিয়ান্	,,	লোরেটো
ক্লেয়ার ডি ভেয়ার	,,	ঐ

প্রবেশিকা	বিভাগ	বিদ্যালয়।
মেরী স্মিড	,,	লোরেটো
এনী রাইপার	,,	ডবটন
নলিনী বন্দ্যো	২য়	বেথুন
সুলতা সরকার	,,	ঐ
চন্দ্রপ্রভা বিশ্বাস	,,	ঐ
সরোজিনী ঘোষ	,,	ঐ
লিলিয়ান ডিক্রুজ	,,	ডবটন
আগ্নেস ডি মন্টি	,,	ঐ
শরৎবালা ঘোষ	,,	ক্রাইষ্ট চর্চ্চ
হজ মার্গারেট	,,	লোরেটো
রাচেল হাউয়ার্ড	,,	ওয়ায়েল্স
ই. এ. ওক্লী	,,	লামার্টিনিয়ার
প্রেমদা দাস	,,	ব্রাহ্মবালিকা
শৈলবালা হাজরা	৩য়	বেথুন
সরলাবালা মিত্র	,,	ঐ

মৃত্যু—স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের পুত্রবধূ ও শ্রীমান্ করুণাচন্দ্র সেনের পত্নী মনোমোহিনীর পরলোকপ্রাপ্তি সংবাদে

আমরা শোকসন্তপ্ত হইয়াছি। ইনি নানা গুণে গুণবতী ও গৃহের গৃহলক্ষ্মী-স্বরূপা ছিলেন। পরিচারিকা সম্পাদন করিয়া স্ত্রীজাতির অশেষ উপকার করিয়াছেন। ইঁহার আত্মা স্বর্গের শান্তি ও অমৃত লাভ করিয়া শীতল হউক।

বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আরও দুইজন প্রসিদ্ধ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ পরলোক গমন করিয়াছেনঃ—বাবু কালীচরণ ঘোষ ও বাবু ব্রজনাথ সেন। সাধারণ হিতকর কার্য্যে ইঁহাদের যথেষ্ট অনুরাগ ও উৎসাহ ছিল। ডুমরাওনের মহারাজ কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন।

কুমারীকলেট—আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ বিদুষী ও ভারত-হিতৈষিণী সোফিয়া ডবসন কলেট গত ২৭শে মার্চ্চ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, ইঁহার বিশেষ বিবরণ স্থানান্তরে দৃষ্ট হইবে। বামাবোধিনীর সহিত ইহাঁর ২০বৎসরের অধিক কালের যোগ। ঈশ্বর ইহাঁর আত্মার শান্তি ও কল্যাণ বিধান করুন।

নূতন ট্রামওয়ে—কৃষ্ণনগর হইতে নদিয়া শান্তিপুর দিয়া একটি ট্রামওয়ে নির্ম্মাণার্থ ছোট লাট অনুমতি দিয়াছেন।

দান—জন ক্লার্ক নামক এক সাহেব খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থ ভারত খ্রীষ্টান সমিতিতে ৩৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ শিক্ষা—সেণ্ট এণ্ডুস বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৭৭ সাল হইতে স্ত্রীলোকদিগকে পরীক্ষা করিতেছেন, ইতিমধ্যে [illegible] জন মহিলা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে ১২২৩জন L. L. A অর্থাৎ সাহিত্যে পারদর্শিনী উপাধি পাইয়াছেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে গত জুলাই মাসে ২৭০ জন মহিলা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; একটী মহিলা L. L. B., চারিটী M. D., ছয়টী M. B., বারটী B. S. S. এবং ছয়টী M. A. ও উনআশীটী B. A. উপাধি পাইয়াছেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৬৩ সাল হইতে স্ত্রীলোকের প্রবেশাধিকার হইয়াছে। কুমারী রামসে সিনিয়র ক্লাসিক অর্থাৎ গ্রীক লাটিন পরীক্ষায় উচ্চ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কুমারী ফসেট সে বৎসরের সিনিয়র র‍্যাঙ্গলারকে হারাইয়া দিয়াছেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৮৪ সালে, মেলবোর্ণ ১৮৮০, এবং ম্যানচেষ্টারের বিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮৮৩ সালে মহিলা-পরীক্ষার্থিনী লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ক্রিশ্চিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার পরীক্ষায় স্ত্রীলোকেরা উচ্চস্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যূরিচ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১১১ জন বালিকা গত বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

সেবানন্দ।

ইষ্টদেবের সেবা করিয়া যে আনন্দ হয়, তাহাকে যদি জীবের একটা অর্থরূপে পরিগণিত করা যায়, তাহা হইলে স্বার্থ-শূন্য জীব নাই। কিন্তু এরূপ সেবানন্দ বাসনা বা ভক্তিকামনা লৌকিক অর্থ মধ্যে পরিগণিত হয় না। সেবানন্দ বা ভক্তিবাসনাকে নিষ্কাম ধর্ম্মই বলা হইয়া থাকে, তাহাতে কোনও দোষ হয় না। ভক্তিবাসনা বা সেবানন্দই জীবের চরম লক্ষ্য।

ইহ সংসারের লৌকিক জীবন হইতেই ভক্তিবাসনা ও ইষ্টদেব-সেবার সূত্র-হইয়া থাকে এবং মানুষের সেই ভাব বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কেমন আশ্চর্য্যরূপে পরিপাক প্রাপ্ত হয়। বালক বালিকারা প্রথমে পিতামাতা ভিন্ন আর কিছুই ধরিতে পারে না। ইহাও যে তাহারা ইচ্ছা বা জ্ঞান পূর্ব্বক ধরে, তাহাও নহে। পিতা মাতা তাহাদিগের লালন পালন করেন এবং অন্নাদি দানে বাঁচাইয়া রাখেন, অতএব তাঁহাদের অনুগত হওয়া উচিত, এ জ্ঞান তখন তাহাদের থাকে না। স্বজাতীয় পদার্থ গণের মধ্যে যে একটা আকর্ষণী শক্তি আছে, বালক বালিকাগণ প্রথমে যেন সেই শক্তির বশেই বাল্যজীবনে পিতা মাতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু সন্তানের প্রতি পিতা মাতার ভাব সম্পূর্ণ পরিস্ফুট;—তাহার নাম স্নেহ বা বাৎসল্য। এই স্নেহ সেবকার প্রতি প্রযুক্ত হইলে তাহা এক প্রকার সেবা বলিয়া কথিত হয়; তাহার নাম বাৎসল্য সেবা।

পিতা মাতার প্রতি বালক বালিকার যে ভাব, তাহা বয়োবৃদ্ধি সহকারে ভক্তি ও প্রীতিরূপে পরিণতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পিতা মাতার প্রতি সন্তানের ভক্তি বা প্রীতি, এবং সন্তানের প্রতি পিতা মাতার বাৎসল্য যেমন অবস্থা বিশেষে নির্ম্মল হয় না; তেমনি মনুষ্যের দেব-ভক্তিও অবস্থা বিশেষে নির্ম্মল বা বিশুদ্ধ হয় না। তাহাদিগের মধ্যে একটা কামনা অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায়, অলক্ষিত ভাবে প্রবাহিত হইয়া থাকে। "সন্তান আমাদিগের অসময়ে করিবে" সন্ততি-বৎসল পিতা মাতার মনে এই ভাব যে কিছু কালের জন্য না থাকে এমন নহে এবং "পিতা মাতা হইতে আমরা কতই উপকার পাইয়াছি এবং পাইব" পিতৃমাতৃভক্ত সন্তানগণের মনে যে এই ভাব থাকে না, তাহাও নহে। তবে উভয়েরই এমন একটা সময় আছে, যখন ঐ ভাব বিশুদ্ধ হইবার অবসর পায়। মনে কর, সন্তান এককালে অকর্ম্মণ্য ও চিররুগ্ন,—কোন কালেই তাহা হইতে বিন্দুমাত্র উপকার পাইবার সম্ভাবনা নাই,—অথচ পিতা মাতা অকাতরে ও অবিরক্তচিত্তে তাদৃশ সন্তানের লালন পালন বা সেবাশুশ্রূষা

করিয়া কর্ত্তব্যপালন জন্য বিমল আনন্দ ভোগ করিতেছেন। পিতা মাতাও জরা জীর্ণ, সকল কর্ম্মের বহির্ভূত ও সংসারের ক্ষতিজনক হইয়া পড়িয়াছেন, অথচ সন্তান সহস্র ক্ষতি ও অসুবিধা স্বীকার করিয়াও অক্লিষ্ট অধ্যবসায়ে, তাঁহাদিগের সেবা করিতেছেন এবং সেই জন্য প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। এই গুলিই ইহ সংসারের নিষ্কামধর্ম্ম, সেবানন্দ, বা প্রেম-ভক্তি-বাসনা, যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে পার। কিন্তু দৈব—সংসারের নিষ্কামধর্ম্ম, ইহা অপেক্ষা অতিশয় কঠিন; কেননা জীবের ইষ্ট দেবতা কখনই অকর্ম্মণ্য, রুগ্ন, জরাজীর্ণ, ও ক্ষতিকারক হয়েন না;—তিনি সদা সর্ব্বক্ষণই সুপ্রসন্ন ও বরপ্রদ; দয়াশীল ও দাতা,—করুণাময় ও কল্প-তরু। এ হেন ইষ্টদেবের নিকট কিঞ্চি-দপি কামনা না জানাইয়া কেবল সেবানন্দে বিভোর হইয়া থাকা বিশেষ ভাগ্যবল-সাপেক্ষ। তবে ভরসা এই যে, নিরপরাধ হইয়া ভজন করিলে কখন না কখন জীবের এ ভাগ্য ঘটিতে পারে। তাহা কোন্ অবস্থায় কিরূপে হইতে পারে, পরে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করা যাইবে।

যে উপাসনায় ভক্তি ও নিষ্ঠা আছে, তাহা যে আকারে হউক, ফলপ্রদ। নিরা-কার চিৎ-স্বরূপের উপাসনা মুখ্য সাধনা হইলেও নিম্ন অধিকারিগণ সাকার উপা-সনাদ্বারা ভগবৎ সেবার অধিকারী হন। আমরা এই প্রবন্ধটীতে সাধকের ক্রমোৎ-কর্ষ দেখাইবার চেষ্টা করিব; এই জন্য সাকার উপাসক হিন্দুগণের উপাসনা প্রণালী হইতে উদাহরণাদি সংগ্রহ করি-তেছি কেননা এমন অধিকারি ভেদ প্রথা আর কোন উপাসনায় দৃষ্ট হয় না।

যেমন বালক বালিকাগণ প্রথমে পিতা মাতা ভিন্ন জানে না; সেইরূপ উপাসক সম্প্রদায় মধ্যে যাঁহারা বালক বালিকা, তাঁহারা প্রথমে শ্রীভগবান্‌কে পিতা মাতারূপেই দর্শন করিয়া থাকেন। এই জন্য প্রথমাবস্থাপন্ন উপাসকগণকে প্রায়ই হর পার্ব্বতীর উপাসক হইতে দেখা যায়। তাঁহারা সদাশিবকে জগৎ পিতা ও পার্ব্বতীকে জগৎজননী বলিয়া পূজা করেন। মহাদেব স্বয়ং তমোগুণাব-লম্বী হইয়াও সাধককে ক্রমশঃ রজঃ ও সত্বের দিকে অগ্রসর করিয়া দেন। মানবগণ যেমন বয়োবৃদ্ধি সহকারে ক্রমশঃ বন্ধু বান্ধব ও স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি আসক্ত হইতে থাকে, উপাসকেরও ক্রমশঃ শ্রীভগবানের সহিত ঐরূপ সম্বন্ধ সকলের সৃষ্টি হয়। বয়োবৃদ্ধি সহকারে মানুষের আরও একপ্রকার সম্বন্ধ ঘটে, তাহার নাম প্রভুর নিকট দাসত্ব। ক্রমশঃ শ্রীভগ-বানেও উপাসকের ঐরূপ সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। শ্রীভগবান প্রভু, আমি তাঁহার দাস, উপাসকের এই ভাব বিশ্বজনীন ও জীবন ব্যাপক। বহুতর সাধকের ঐ ভাব পরিপক্ক হইয়া আমরণ রহিয়া যায়। এমন কি অনেক ভক্ত দাসত্বের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া নির্ব্বাণ মুক্তিও পায়ে ঠেলি-য়াছেন। যেহেতু—

"——ভবান্ প্রভুরহং দাস
ইতি যত্র বিলুপ্যতে।"

লৌকিক লীলায় দৃষ্ট হয়, মানবগণ প্রায়ই বাল্যজীবন অতিক্রম করিয়া জীবিকাদি সূত্রে একটী প্রভুর অধীন হইয়া পড়ে। এই জন্য দাস্য ভাবকে উপাসকের দ্বিতীয় সোপান বলা যায়।

যে সময়ে শ্রীভগবান্ সাধকের মনে পিতৃ মাতৃভাবে বা প্রভুভাবে বিরাজ করিতে থাকেন, সেই সময়েই ভগবান্ যে পর নহেন, সর্ব্বাপেক্ষা আপনার জন,—এমন কি ঠিক্ যেন সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী, বন্ধু বান্ধবের মত, তাঁহার কাছে মনের সকল কথাই বলা যায়,—তিনি যেন আমার সকল গুহ্য কথা লুকাইয়া রাখিবেন,—এইরূপ একটী ভাবের সূত্রপাত হয়। পতিপরায়ণা যুবতী স্ত্রীকেও এই বন্ধু বান্ধবের মধ্যে ধরা যাইতে পারে। ক্রমোৎকর্ষশীল সাধকের মনে এই ভাব ক্রমশঃ এত বলবৎ হয় যে, পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী ভাবকে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া ফেলে। তখন পিতৃমাতৃ ভাব ও প্রভুভাব অধিক স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না বলিয়া এককালে নষ্ট হইয়া যায় না। শ্রীরাম চন্দ্রের প্রতি গুহকাদির, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবালার ও ব্রজ রাখালগণের—শ্রীমান্ কৃষ্ণ চৈতন্যের প্রতি পুরুযোত্তম, নিত্যানন্দাদির এই ভাব।

যখন মানুষ এক দিকে পিতামাতার স্নেহবাৎসল্যলাভে কৃতার্থ হইতেছেন, অন্য দিকে প্রভুর কৃপা কটাক্ষে প্রীত হইতেছেন, আর এক দিকে হৃদয়বন্ধুগণের সহিত প্রণয়-কেলি করিয়া আনন্দসাগরে ভাসমান হইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী পরম প্রণয়িনী যুবতী ভার্য্যার গর্ভে একটী পুত্র সন্তান জন্মিলে তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হয়, তাহা তিনিই জানেন, যে ভাগ্যবানের ভাগ্যে এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। এরূপ ভাগ্যবানের সংখ্যা সংসারে যে নিতান্ত অল্প, তাহাও নহে। ফলে তখন যেন পূর্ব্ববর্ত্তী তিনটী ভাব নদীর আকার ধারণ করিয়া এই ভাবসমুদ্রে প্রবেশ করে। এখানেও স্মরণ করাইয়া দিতেছি, পূর্ব্ববর্ত্তী ভাবত্রয় এই সমুদ্রে প্রবেশ করে বটে; কিন্তু একেবারে তলাইয়া যায় না,—মধ্যে মধ্যে ভাসিয়া উঠে,—বেশ দেখা যায়। আবার দেখা যায় বটে, কিন্তু সে সকলের প্রতি আর পূর্ব্ববৎ উন্মত্ত ভাব থাকে না। এখন "নবধন নীলমণি।"

তেমনি শ্রীভগবান্ পূর্ব্ববর্ত্তী ভাবময় দেহ ধারণ করিয়া সাধকের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে ক্রমশঃ উপরি উক্ত পুত্রের আকার ধারণ করিয়া বসেন। শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে পিতৃ মাতৃরূপে,—প্রভুরূপে,—বা সখা সখীরূপে সাধককে যে আনন্দ প্রদান করিতেন, এখন পুত্ররূপে সেই সকল সুখ একীভূত করিয়া এবং তাহার উপর আরও শতগুণ বিচিত্র সুখের আবরণ দিয়া সাধককে প্রদান করিতে থাকেন। পুত্ররূপী শ্রীকৃষ্ণ

নন্দযশোদার (ভক্তগণের) সহিত যে বাৎসল্যরসের লীলাখেলা করিয়াছেন, তাহা ভক্তের বোধগম্য, তাহার সম্যক্ বিবরণ সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে আমাদের যেন কেমন একটু সঙ্কোচ হয়।

শ্রীভগবানের প্রতি কোন্ অবস্থায় কিরূপে নিষ্কাম ভক্তি হইতে পারে, আমরা তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব, এই প্রবন্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন স্থলে এরূপ প্রতিজ্ঞা আছে। বালক বালিকার যতদিন পিতৃমাতৃ-আনুগত্য পরিত্যাগ করিবার উপায় থাকে না, ততদিন তাহাদিগের পিতামাতার প্রতি যে ভাব টুকু থাকে, তাহা বিশুদ্ধ এবং তৎকাল মধ্যবর্ত্তী পিতামাতার বাৎসল্যও বিশুদ্ধ। এই জন্যই বৈষ্ণবদিগের নিকট শ্রীবৃন্দাবনে ভগবানের কৈশোরলীলা। সর্ব্বপ্রকার স্বার্থশূন্য হইয়া পরের সুখে সুখ, দুঃখে দুখ;—এভাব যদি নরলীলার কোন স্থলে থাকে, তাহার একটী স্থল বালক সন্ততির প্রতি পিতামাতার ভাব। আর একটী স্থল পরে দেখাইব। যাহাহউক, ভক্তের মনে ভগবানের প্রতি পুত্র ভাব, সাধনার পরাকাষ্ঠা না হইলেও, সাধনার উচ্চতর একটী ভাব বলা যাইতে পারে। এই শ্রেণীর ভক্তগণের মধ্যেই শ্রীভগবান্ "স্নেহের পুতুল,—দুধের গোপাল,—গৌরগোপাল, বাছ,—বাছা,—' ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। যে সকল সাধকের মনে এই ভাবের ছায়া আদৌ পতিত হয় নাই, তাঁহাদের কর্ণে ঐ শব্দগুলি বাতুল প্রলাপ বোধ হইবারই কথা। হয়, হউক, তাঁহাদের সহিত এ প্রবন্ধের বড় সম্পর্ক নাই।

যেমন ব্যোম মরুতে পর্য্যবসান প্রাপ্ত হয়, মরুৎ তেজে,—তেজ অপে,—অপ্ ক্ষিতিতে পর্য্যবসিত হয়, সেইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ববর্ত্তী ভাব সকল আর একটি ভাবে সম্পূর্ণরূপে সমাহিত হইয়া থাকে। সেই ভাবই ভক্তি শাস্ত্রমতে সাধনার পরাকাষ্ঠা। সেই ভাবের নাম মাধুর্য্য বা পতিপত্নী ভাব। ভক্ত সাধক শিব-দুর্গারূপে এবং রাধাকৃষ্ণরূপে এই ভাবের সাধন করিয়াছেন। শ্রীভগবানের সহিত সাধকের পতিপত্নীত্ব সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইলেই বিশুদ্ধ ও নিষ্কাম মাধুর্য্য হয় না। লৌকিক কোন ভাবের সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে,তাহা দেখাইতেছি।

যুবক স্বামী ও যুবতী ভার্য্যার মধ্যে পতি পত্নীত্ব সম্বন্ধ আছে এবং তাহার ভাব মাধুর্য্যময় বটে; কিন্তু তাহা বিশুদ্ধ ও নিষ্কাম নহে, কেন না তাহাদের মধ্যে একটী ঐন্দ্রিয় বা কাম সম্বন্ধ আছে। সে সম্বন্ধের বশে উভয়ে উভয়ের নিকট আত্মসুখ কামনা করিয়া থাকেন। যে ভাবে এরূপ আত্মসুখকামনা, তাহাকে বিশুদ্ধ প্রীতি বা "প্রেম" বলা যায় না। তাহা কামেরই নামান্তর মাত্র।

"আত্মসুখে সুখী যেই তারে বলি কামী,
তাঁর সুখে সুখী যেই তারে বলি প্রেমী।"

এই জন্যই আমরা একস্থলে যুবতী ভার্য্যাকে বন্ধু বান্ধবের মধ্যে গণ্য করি-

য়াছি; কারণ সখা সম্বন্ধেও একটু স্বার্থগন্ধ আছে। এই কারণে যুবক যুবতীর ভাব ভগবানে প্রযুক্ত হইলে তাহা প্রকৃত মাধুর্য্যে পরিণত হয় না,—একটু নূতনত্ব রহিয়া যায়। আমরা পূর্ব্বে কোন স্থলে প্রকৃত মাধুর্য্যের স্থল দেখাইবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অতঃপর তাহারই প্রসঙ্গ করা যাইবে। (ক্রমশঃ)

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বুদ্ধদেবের যখন নিত্যধন পাইবার পিপাসা বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তিনি দারাসুত, ভোগৈশ্বর্য্য ও রাজ্য ধনাদি অনিত্য বস্তু পরিত্যাগ করিয়া নিত্য বস্তু পাইবার আশায় যোগধর্ম্মাবলম্বন করিলেন; অনেক সাধনার পর জানিতে পারিলেন যে প্রেমই নিত্য, বিশ্বজননীর পুত্রকন্যাগণ সকলেই পরস্পর ভাইবোন, অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, আর ভ্রাতা ভগিনীগণের শোকে সান্ত্বনা, দুঃখে সহানুভূতি ও আত্মার উন্নতি বিধান করাই মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য। এই যোগ সাধনের পরই তিনি ভ্রাতা ভগিনীগণের নিকট স্বীয় মত প্রচার করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে তিনিও বর্ণভেদ, জাতিভেদ মানিতেন না, তাঁহার বিশ্বজনীন ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে তৎকালীন লোক দলে দলে আসিয়া তাঁহার পবিত্র ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। কথিত আছে যে সিংহলের রাজকন্যা তাঁহার পবিত্রধর্ম্মের কিম্বদন্তীতে মোহিত হইয়া তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য সওদাগরদিগের নিকট বুদ্ধকে চিঠি লিখিয়াছিলেন এবং সদাশয় বুদ্ধদেবও লিঙ্গভেদশূন্য জ্ঞানে রমণী বলিয়া ঘৃণা না করিয়া পত্রোত্তরে ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা উক্ত রাজকন্যাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের একটী আশ্চর্য্য উপদেশ ও সান্ত্বনার বিষয় শুনা যায়। তৎকালীন কোন বিধবার একটী মাত্র শিশুসন্তান কালকবলিত হইলে, সেই ব্যক্তির বিশ্বাস মত মৃত পুত্র কোলে করিয়া বুদ্ধের নিকট গমন করিয়া বলিল, প্রভো! তুমি দেবতার অবতার, আমার এই মৃত শিশুকে জীবিত করিয়া আমার জীবন রক্ষা কর।" বুদ্ধ শোকোন্মাদিনী রমণীকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক বলিলেন—"ভগিনি! তুমি এমত গৃহ হইতে আমাকে এক মুষ্টি সর্ষপ আনিয়া দাও, যে গৃহে কখনও কাহারও মৃত্যু হয় নাই।" রমণী মৃত পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া বাড়ী বাড়ী সর্ষপ চাহিতে লাগিল, সকলেই বলিল "সর্ষপ আছে, কিন্তু এ গৃহে কেহ কখনও মরে নাই এ কথা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?"

এতক্ষণে রমণীর চৈতন্যোদয় হইল। সে বুদ্ধের কথার গভীর মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া মৃত পুত্র ত্যাগ করতঃ বুদ্ধের চরণ পাস্তে আসিয়া বলিল "প্রভো! আমি বুঝিয়াছি,—মৃত্যু বিকারই জীবন, অর্থাৎ মৃত্যুই জীবনের মূল, এখন আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, আমাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান কর।" বুদ্ধদেব তাহাকে সাম্য মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন, রমণী বিশ্ব প্রেমে পুত্রশোক ভুলিল।

বিশ্বহিতে প্রবৃত্তি জন্মিলেই সহজে ভ্রাতা-ভগিনী মিলে. কেননা ভাল বাসিলে ভাল বাসা পাওয়া যায় এ কথা অমোঘ সত্য; তাহার প্রমাণ, বুদ্ধ. ঈশা, চৈতন্য, নানক ও মহম্মদ প্রভৃতি; কারণ তাঁহারা যেমন নিঃস্বার্থভাবে জগৎকে ভাল বাসিয়াছিলেন, জগৎও আজো তাঁহাদিগকে ভুলিতে পারে নাই, আজও সেই মহাত্মাগণের নাম শ্রবণ, গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিলে অতি পাষণ্ডেরও প্রাণ পুলকিত ও ভক্তিরসে বিগলিত হয়। এমন পিতা মাতা কে আছেন যিনি সন্তানগণের মধ্যে সদ্ভাব দর্শন করিলে সুখী না হয়েন? আর কেই বা এমন পিতা মাতা, যিনি সন্তানগণের অসদ্ভাবে দুঃখিত ও বিরক্ত না হয়েন? অতএব আমরা যখন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি যে সন্তানগণের সুখে পিতা মাতা সুখী, সন্তানগণের দুঃখে পিতা মাতা দুঃখী, আবার সন্তানগণের মধ্যে সদ্ভাব থাকিলে সন্তানগণ ও পিতা মাতা সকলেই পরম সুখী, তখন বিশ্বজনক তাঁহার সন্তানগণের মধ্যে সদ্ভাব দর্শনে সুখী ও সন্তুষ্ট হয়েন, ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহার প্রমাণ কাহারও সহিত কাহারও অসদ্ভাব ঘটিলে যুদ্ধ বিগ্রহ গালি গালাজ প্রভৃতি বিশ্বের অহিতকর ঘটনা ঘটে ও অসদ্ভাবকারীগণের মধ্যে উভয় পক্ষেই ঘোর অশান্তি অনুভব করিয়া থাকেন। আর কাহারও সহিত কাহারও সদ্ভাব থাকিলে পরস্পর আলাপেও কত সুখ শান্তি অনুভব করিয়া থাকেন! অতএব আমাদের বিশ্বজনকের ইচ্ছা মঙ্গলময়ী, আমরা যে কোন কার্য্য করিয়া দীর্ঘকাল সুখ শান্তি অনুভব করিতে পাই তাহা ঈশ্বরানুমোদিত, নতুবা যে সমস্ত কার্য্য আপাত সুখ-শান্তি-পূর্ণ, পরিণামে বিষময়, তাহার অনুষ্ঠানে বিশ্বপিতা সন্তানগণকে কখনই অনুমতি দেন নাই। যদি কেহ বলেন যে অসৎকার্য্য করিয়াও ত লোকে সুখ শান্তি অনুভব করিয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সেটা কখনই সুখ শান্তিকর হইতে পারে না। মনে করুন্ কোন মদ্যপায়ীর বিস্তর টাকা আছে, এবং তাঁহার স্ত্রী পুত্রেরও কোনরূপ অর্থের অভাব হইতেছে না, সুতরাং তিনি নিরুদ্বেগে মদ্য সেবন করিতেছেন, এমন কি পরিণামে অর্থাভাব ঘটিবার খুব সম্ভাবনা হইলেও না হয় ধরিলাম তাঁহার কোনও অর্থাভাব হইল না, কিন্তু এমন পীড়া আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে যদ্দ্বারা তিনি যাবজ্জীবন রোগশয্যায় শায়িত

হইয়া অতি কষ্টে কাল যাপন করেন। এইরূপ প্রত্যেক অসৎকার্য্যের ফল যে নিজের ও বিশ্বের অসুখকর, তাহার শত শত উদাহরণ আছে, অতএব অসৎ কার্য্যে যে সুখ লাভ হয় তাহা বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তির ক্ষণিক সুখ মাত্র। বিশ্বে সদ্ভাব জন্মিলে, বিশ্বের হিতের দিকে প্রবৃত্তি আপনিই চলে, এবং সেই প্রবৃত্তি দ্বারা নিজকে ও বিশ্বকে সুখী করা যায়। যদি কেহ বলেন যে সংসারস্থ সকলেই কি স্ত্রী পুত্র পরিবার পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধ চৈতন্য ও ঈশা হইবেন? তদুত্তরে বলা যায় যে অবশ্যই নহে। হিন্দুগণ গৃহাশ্রমকে শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলিয়াছেন, কেন না—"যথা বায়ুংসমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ। তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্ত সর্ব্ব আশ্রমাঃ॥" কিন্তু উহা অপ্রশস্তান্তঃকরণ গৃহানুরাগী স্বার্থপর ব্যক্তিগণের উপযুক্ত নহে। গৃহাশ্রমীর উচিত সর্ব্বভূতের তৃপ্তিপ্রদ হইয়া, রাজাজনক হইয়া বিশ্বের হিতসাধন করা। ঈশ্বরের এমনই মহিমা যে স্বার্থের মধ্যে অলক্ষ্যে পরার্থ বিরাজ করে এবং পরার্থের মধ্যে স্বার্থ লুকাইয়া থাকে, ইহার প্রমাণ এই, আমরা যত সভ্য হইতেছি—যত বিলাসী হইতেছি—যত অভাবকে প্রসারিত করিতেছি, ততই আমাদের স্বদেশস্থ ও নিকটস্থ (আত্মীয় বর্গ) গণের কথা দূরে থাকুক, দূরস্থ ব্যক্তি বর্গের সহিত সম্বন্ধ দৃঢ়তর হইতেছে, কারণ, বস্ত্র, সাবান, সাবু, চা, কাফি, অডিকলোন, জুতো, আফিং, মদ্য, ঔষধাদি যে কিছু ব্যবহার্য্য জিনিষ আমেরিকা, ইংলণ্ড, জাপান, চীন, ল্যাপলণ্ড প্রভৃতি দেশে উৎপন্ন হয় এবং এক দেশের জিনিষ অন্য দেশে রপ্তানি হয়। এইরূপ হয় বলিয়া আমরা পরস্পরে পরস্পরের ভাল মন্দের ভাগী, যেহেতু ইংলণ্ডোৎপন্ন দ্রব্য যাহা ভারতে ব্যবহৃত হয়, সেই দ্রব্যাদি নির্ম্মাতাদিগের প্রতি যদি অধিক কর ধার্য্য করা হয় কিম্বা তাহাদের মধ্যে অনৈক্য জন্মে অথবা তাহারা অলস, বিলাসী বা রুগ্ন হয়, তাহাহইলে ভারতেরও স্বার্থে আঘাত লাগে, কেন না এরূপ স্থলে ঐ দ্রব্যাদি হয় অগ্নিমূল্য হইয়া উঠে, নয় একেবারে অপ্রাপ্য হয়, সুতরাং ভারত ইংলণ্ডের সুখ দুঃখের অংশী। 'সৎসঙ্গে কাশীবাস, অসৎ সঙ্গে বনবাস,' এই যে প্রবচন আছে ইহার সারতত্ব অনুসারে আমরা যাহাদের সহিত আলাপ কুশল, ব্যবসায় বাণিজ্যাদি করি, স্বার্থের জন্য তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্চরিত্রতা কামনা করি, কেন না তাহারা রুগ্ন, কলহী ও অসচ্চরিত্র হইলে, তাহারা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, আমরাও তেমনি হইব। সুতরা. বিশ্বপিতা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে আমাদের যে বিশ্বপ্রেমের শিক্ষা দিতেছেন, এই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়ও সেই বিশ্বপ্রেমের ছায়া পতিত। (ক্রমশঃ) কু, রা।

সতী ও শান্তি।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

শান্তির সমবয়স্কা একটি মেয়ে বলিলেন, আচ্ছা, দিদি, ভূত কি নাই?

শান্তি। তা কেমন ক'রে ব'লব? আমি ত কখনও ভূত দেখি নাই। ভূত আছেন কিনা ভূত ম'শায় নিজে তা বল্‌তে পারেন। কেন কিরণ, তোমাকে কি কখনও ভূতে পেয়েছিল নাকি?

কিরণ। ভূতের কথা ব'ল্লেই দিদি ঠাট্টা করেন আর ভূতের 'গল্প' শুন্‌লে আমাদের বুক গুর্ গুর্ করে, গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। 'সেই লম্বা লম্বা ঠ্যাং, সেই লম্বা লম্বা হাত, সেই কুলোর মত দাঁত, সেই বিভীষণের মত রক্তমাখান মুখ, সেই কামারের জাঁতার মত চামড়ায় ঢাকা বুক, ধামার মত লাল টক্‌টকে দুটো চোখ্, যেন তাতে কাঠের আঙ্‌রা জ্বলছে,"—এ গল্প যখন মনে হয়, তখন গা কাঁপ্‌য়ে তোলে।

শান্তি। এ গল্পটি কার কাছে শুনেছিলে, কিরণ?

কিরণ। কেন দিদির কাছে।

শান্তি। তুমি এমন ভূত কোথায় দেখ্‌লে হিরণ?

হিরণ। দিদি, আমি কখন দেখিনি। মার মুখে শুনেছি।

হিরণের মা তথায় উপস্থিত ছিলেন, শান্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, 'আমি কখনও দেখিনি, তবে লোকের মুখে কতবার কত গল্প শুনেছি।' তখন শান্তি বলিলেন, ঐরূপ সকলে ব'লে থাকেন, কেহ কখন দেখেন নি, গল্প শুনে রেখেছেন। ভূত যদি থাক্‌ত,তা হ'লে কেহ না কেহ কখনও দেখ্‌ত। কিরণ বলিলেন, আচ্ছা দিদি, ভূত, প্রেত যদি না থাক্‌বে, তবে ওসব কথা কোথা থেকে এল? শান্তি বলিলেন 'খরগোসের শিং' 'সোনার পাথর বাটী' 'কাঁটালের আঁবসত্ব,' 'পাঁটার গোহাড়' 'ঘোড়ার ডিম,' 'গগন ফুল' এ সকল কথা কোথা থেকে এল? তুমি কখন সোণার পাথর বাটীতে ক'রে কাঁটালের আঁব্‌সত্বের চাট্‌নী দিয়ে 'পাঁঠার গোহাড় খেয়েছ কি? কেমন লাগে ভাই? কিরণ বলিলেন, ছিঃ, তা হলে সদ্য 'মহাব্যাধ' হবে। শান্তি বলিলেন, "পাঁটার গোহাড়ে"র কথা হচ্চে, তুমি "ভগবতীর" হাড় আন্‌লে। তা যাক্ বাস্তবিক যেমন কাঁঠাল হইতে আঁব্‌সত্ব হয় না, তথাপি লোকে ব'লে থাকে "কাঁঠালের আব্‌সত্ব," বাস্তবিক "সোনার পাথর বাটী" নাই, তথাপি লোকে বলিয়া থাকে "সোনার পাথর বাটী"। এ সকল যেমন কথা মাত্র; ভূত প্রেত ডাকিনী, শাঁকিনী ও সব তেমনি কথা মাত্র। ভূত প্রেতের যে সকল "আজ্‌গুবী—আষাড়ে" গল্প শোনা

যায়, ওসব প্রায় দুষ্ট লোকের রচনা। কিরণ বলিলেন, কেন দিদি, দুষ্টলোকের ও সব গল্প রচনা ক'রে ফল কি?

শান্তি বলিলেন, যারা ঐ সব গল্প রচনা করেছে, তারা সব চোর। লোককে ঠকিয়ে খাওয়া তাদের ব্যবসা। রাত্রে ভূতের ভয়ে কেহ বেরবে না, চোরেরা সব চুরি করে নিয়ে যাবে। এমন অনেক গল্প শোনা গিয়েছে, যে কোন বাড়ীতে চোর পড়্‌বার আট দশ দিন আগে বাড়ীর মধ্যে রাত্রে খুব ঢিল পড়্‌ছে; কয়লা, হাড়, মড়ার মাথা, এই সব দু এক দিন অন্তর পড়্‌ছে। বাড়ীর লোকেরা একবারে সশঙ্কিত। বাড়ীর মধ্যে একটু টুঁ শব্দ হ'লেই মনে করে ঐ ভূত এসেছে, আর নিস্তার নাই। কিসে ভূতের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়? বাড়ীর বিধবা ঠাকুরমা ব'ল্‌ছেন, "আমি ছেলেদের বার্‌ বার্‌ বলি, তোরা বাপু গয়ায় যা, পিণ্ডি টিণ্ডি দিয়ে আয়্‌। বুড়োটা আর কত দিন ঐ রকম করে বেড়াবে। তা, ওরা বলে, "একবারে বার।" তা, আমি অভাগী ম'র্কো না, আর ওঁর উদ্ধারও হবে না।" বাড়ীর বড়বৌ বলিতেছেন, সেজো বৌর ছোট ছেলেটা ম'ল, "ছপো দোষ" পেলে, তা সে দোষ কাটিয়ে দিলে না। সাধে কি আর এ ভূতের অত্যাচার হয়? কেহ ব'লছেন "শান্তি স্বস্ত্যয়ন" কর, কেহ বলিতেছেন "গ্রহযাগ" কর, এইরূপে নানা জনে নানা কথা বলিতেছেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে অমাবস্যা এসে পড়্‌ল, সারা রাত্‌ অন্ধকার। আর ঐ অমাবস্যা রাত্রিতে ভূত, প্রেত, ডাকিনী, শাঁকিনীর মাহেন্দ্র যোগ। ছানা পোনা কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে সারা রাত্‌ নেচে বেড়ায়। যে বেরয়, তার ঘাড় মুড় ভেঙ্গে রক্ত খায়। কার ঘাড়ে দুটো মাথা, যে আজ্‌ রাত্রে বের'বে। ঐ যে ঘরের দরজা বন্ধ হ'ল, সারা রাতের মত। চোর এদিকে এসে ধানের মরাই কেটে সারারাত্‌ ধান ব'য়ে নিয়ে যাক্‌। ভোর হ'তে না হ'তে দু কাহন ধান পাতার্‌। সকাল হ'ল। কাক কোকিল ডাক্‌ল। বাড়ীর কর্ত্তা গিন্নী "দুর্‌গা" বলে শয্যা ত্যাগ ক'ল্লেন, চোক্‌ মুচ্‌তে মুচ্‌তে বের্‌য়ে এসে দেখেন এই কাণ্ড। সর্ব্বনাশ! দেখেই অমনি মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়্‌লেন। চৌকিদার ডাক্‌, পুলিস ডাক্‌, তদন্ত কর্‌! আর তদন্ত। চোর যখন "থানা পার" হয়েছে, তখন আর তাকে ধরে কে? বাড়ীর ঠাকুর মা ব'ল্‌ছেন, "আমি ঠাওর পেয়েছিলেম গো! যখন শব্দটা হ'ল, আমি মনে কল্লেম, আজ অমাবস্যা রাত্‌, বোধ হয় বাড়ীতে মড়ার মাথা পড়্‌লো, পর পর অনেক বার শব্দ হ'ল। আমি মনে কল্লেম, মড়ার মাথাটা বোধ করি উঠনে গড়িয়ে বেড়াচ্চে, আমি অম্‌নি রাম—রাম—রাম—রাম কত্তে লাগ্‌লেম। আর ঐ রাম নাম কত্তে কত্তে ঘুমিয়ে পড়্‌লেম। হায়, হায়, আমি অভাগী যদি তখন উঠি,

তা হ'লে আর এ সর্ব্বনাশটা হয় না। দেখ দেখি বোন, তুমি ব'লছিলে কি অনিষ্ট হয়? এই দেখ কি হ'ল? যে সব ভূত প্রেতের গল্প শোনা যায়, ওসব চুরী ক'রে লোক ঠকাবার ফন্দি। ঐ গল্প শুনে মূর্খ লোকে বিশ্বাস করে, সত্য সত্য ও সব কিছুই নয়। মানুষের অনেক দুঃখ কষ্ট আছে। তার সঙ্গে আবার ভূত প্রেত ইত্যাদির মিথ্যা ভয় বাড়িয়ে কষ্ট বাড়ান নির্ব্বোধের কাজ।

ত্রিকাল।

অতীত।

যাহার অভাব হয়
ভাল লাগে বুঝি তারে,
সম্মুখে থাকিলে তার
সমাদর জানিনারে!
অতীত চলিয়া গেছে
স্মৃতি হৃদে লেখা আছে,
কেন বা চলিয়া গেল
কেন না রহিল কাছে!
যে দিন চলিয়া গেছে
সেদিনত ছিল ভাল,
অনাদরে অবহেলে
বুঝি বা চলিয়া গেল!
অতীত সেদিন গুলি
আর না আসিবে হায়!
এলে সমুচিতাদরে
প্রাণ ভরে তুষি তায়।
এখনো সে অতীতের
উজল কিরণ রেখা
হৃদয় নিভৃত কক্ষে
রয়েছে সুন্দর লেখা;
এখনো সে অতীতের
ছবিতে আশার আঁকা
চিত্র খানি রহিয়াছে
পরাণে পরাণে মাখা;
এখনো সে অতীতের
সুন্দর মোহন ছবি
হৃদয় আকাশে যেন
উষার লোহিত রবি;
এখনো সে অতীতের
বাজানো বীণার তার,
মরুময় হৃদয়েতে
বরষিছে সুধাধার।

বর্ত্তমান।

চলিয়াছে বর্ত্তমান
ভবিষ্যতে লক্ষ্য করি,
ভাসিতেছে জীবকুল
ঘটনার স্রোতোপরি,
ঘটনার প্রতিকূল
যাইবারে কত জন
যুঝিছে ভাগ্যের সনে
করি যত্ন প্রাণপণ।

কত জন বর্ত্তমান
    ঘটনা স্রোতেতে ভাসি
সুখের স্বপন কত
    হেরিতেছে রাশি রাশি ।
কতজন ক্ষুদ্র বাহু
    করিতেছে সঞ্চালন,
তাড়াইয়া বর্ত্তমানে
    লভিতে অমূল ধন ।
কতজন পোষা আশা
    সফল করিবে ব'লে
ভাবিতেছে বর্ত্তমান
    দিনটা যাউক চ'লে ।
সুখী জন ভাবিতেছে
    'যাক চলি বর্ত্তমান,
আরও অধিক সুখ
    নাচাইবে মনঃ প্রাণ ।'
দুঃখীজন ভাবিতেছে
    যাক এই বর্ত্তমান,
তা হলে হইবে মম
    এ দুঃখের অবসান ।'
কিন্তু থাক থাক থাক
    থাক তুমি বর্ত্তমান,
কি দিন আসিবে বলে'
    ভয়েতে আকুল প্রাণ ।

ভবিষ্যৎ ।

ভাবি ! তুমি মম ঠাঁই
    ভীষণ মূরতি হও,
কাঁপে প্রাণ তব নামে
    রও তুমি দূরে রও ।
কেন যে গভর তব
    পূর্ণ অন্ধকার রাশি,
কেন যে তোমার নামে
    মনে এত ভয় বাসি,
কেন যে তোমার নামে
    দুরু দুরু কাঁপে হিয়া
সাধ হয় তব হাত
    এড়াই পরাণ দিয়া.
অন্যের আরাধ্য হ'য়ে
    কেন যে আমার ঠাঁই
ভবিষ্যৎ ! বিন্দু মাত্র
    তোমার আদর নাই,
তাহা কি বুঝিবে তুমি !
    তুমিত অনন্ত-কণা,
ক্ষুদ্র, ভগ্ন জীবনের
    কি যাতনা তা জাননা,
হতাশ জীবন মাঝে
    কি যে ভয় সদা জাগে,
আমিও তোমার মত
    নাহি জানিতাম আগে ।
প্রতিপদে ভগ্ন আশ
    হয়েছি, এখন তাই
স্মরিলে মূরতি তব
    পরাণে চমক পাই,
তব চিত্র কল্পনাতে
    কাঁপে হিয়া থর থর,
তাইতে চাহেনা প্রাণ
    হতে আর অগ্রসর !

কু, রা ।

৺ মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ঢালি নব ছাঁচে বাঙ্গালা ভাষারে
সাজাইলা নব রঙ্গে,
নর নারী সব নিরখি তাহায়
ভাসিল ভাব তরঙ্গে।
লেখনী প্রসঙ্গ সকলেরি মুখে
ঘরে ঘরে আলোচনা,
দুর্গেশনন্দিনী কপাল কুণ্ডলা
উপন্যাস অতুলনা।
ভাষার মাধুরী রচনা চাতুরী
লিপির নৈপুণ্য কত,
কিবা কাব্যরস বিষবৃক্ষে মধু—
ক্ষরিতেছে অবিরত।
সাহিত্য ভাণ্ডারে রতন মাণিক
মণি মুক্তা থরে থরে,
রাখিলা সেথায় কতই যতনে
সাজাইয়া নিজ করে।
দুষ্ট কাল কীট জীবন প্রসূনে
কাটিয়া করিল ক্ষয়,
বৃন্তচ্যুত আজ বঙ্গের বঙ্কিম
তাই বঙ্গ শোকময়।
প্রতিভায় যেন প্রদীপ্ত তপন
স্নিগ্ধতায়—শশধর,
রবি শশী দুই একাধারে যেন
বিরাজিছে নিরন্তর।
লেখক সমাজে সবার অগ্রণী
শিক্ষিত সমাজে বড়,
কবির সমাজে কবি চূড়ামণি
বিচারে প্রবীণ দড়।

এহেন রতন হারায়ে জননী
শোকেতে পাগল পারা,
বঙ্কিমের স্থান কে পুরিবে আর
নিবিল উজল তারা।
পূর্ণিমার চাঁদ শূন্য করি দিক্
তিরোহিত একবারে,
অকলের নিধি কেড়ে নিছে কাল
ধরা পূর্ণ হাহাকারে।
যাও স্বর পুরে, অনিত্য শরীর
পুড়ে যাক্ চিতানলে,
আত্মা অবিনাশী, নিত্য সুখে ভাসি,
মিশুক অমর দলে।
নন্দন কাননে আনন্দে বিহার
কর সুখে অনুদিন,
মায়ার বন্ধনে বদ্ধ নহে জীব
সেথায় চির স্বাধীন।
জরা মৃত্যু শোক অতীত সেদেশ
অনন্ত সুখের খনি,—
সুধার ভাণ্ডার খুলিয়ে তোমার
দিবেন বিশ্ব-জননী।
বঙ্গের বঙ্কিম হ'লে বরণীয়
চির স্মরণীয় ভবে,
তোমার গৌরব গাইবে ভারত
শত কণ্ঠে উচ্চরবে।
ভাবী বংশধর ভুলিবে না কভু
অক্ষয় বঙ্কিম নাম,
বিস্ময়ে মগন হইবে সকলে
স্মরি তব গুণগ্রাম। চ।

স্বর-সাধন প্রণালী।

(৩৫১ সংখ্যা ৩৭৫ পৃষ্ঠার পর।)

ভূপালী—মধ্যমান।

সংগ্রহ

৵ | ১৵ ৵ । +। |

{ সা | ধ. সা ঋ গ |

মে— রে ঘ—র বা—

৩৵ ৵ । | ০। । | ১৵ ৵

প ধ প | গ ঋ | সা ধ.

জে স- র-

৵ ৵ | +। । |

সা ঋ | সা ঋ গ ঋ |

সা স্থ- ন্ধ- র

৩। ৵ ৵ | ০। ৵

সা ঋ সা সা | সা ধ. }

বী- ণা মৃ- দ ঙ্গ।

৵ | ১৵ ৵ । | +৵ ৵

সা | ধ. সা ঋ | গ গ

মে- রে ঘ- র, ব- হ-

৵ ৵ | ৩৵ ৵ ৵ ৵ |

প সা' | সা' সা' ঋ' সা' |

ত দি- ন- ন প- র

০৵ ৵ × × × × |

সা ঋ' গ' ঋ' সা' ধ প ঋ |

পি- য়া ঘ- র আ- এ

১৵ × × । | +৵ ৵ |

গ প ধ সা' | ঋ' সা' |

স- ব মি- লি গা- ও

৵ × × | ৩। । |

গ' ঋ' সা' | প ধ সা' প ধ প |

র- স কি তা-

০। ৵ ::

গ ঋ :: }

ন।

মিশ্র বিভাস—কাওয়ালী।

আস্থায়ী।

ব্রঃ গীঃ

। । | +। । । |

{ (সা সা ঋ | গ গ গ |

মন্ এক্ বার হ- রি বল্

৩। । । । | ০। । । |

ঋ ঋ ঋ গ ম | গ ঋ সা |)

হ- রি বল। হ- রি বল্

১। । । । | +। । । । |

প প প প | গ প ধ নি |

হ- রি হ- রি হ- রি ব- লে

৩। । । । | ০। । । । ||

প ধ প প গ | গ ম গঋসা ||

ভ- ব সি- ন্ধু পা- রে চল্। }

অন্তরা।

১। । । । | +। । । । |

(গ গ প ধ | সা' সা' সা' সা' |

জ- লে হ- রি স্থ- লে হ- রি,

৩। । । । | ০। । । । |

সা' নি ধ ধ | সা' নি ধ প |

চ- ন্দ্রে হ- রি সূ- র্য্যে হ রি,

১। । । । | +। । । । |
প প প প | গ প ধ নি |

জ- ন- লে অ- নি- লে হ- রি,

৩। । । । | ০। । । । ||
প ধ প পগ | গ ম গঋসা ||

হ- রি ময় এই ভূ- ম- ণ্ডল।"

(গীতটীর নিম্ন লিখিতাংশ অন্তরায় গেয়।)

"ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিহরি,
বলরে মন হরি হরি,
হরি তোর ক্ষুধার অন্ন,
হরি তোর পিপাসার জল।

দুর্ব্বলের বল হরি,
অধমতারণ হরি,
পতিতপাবন হরি,
হরি ভকত-বৎসল॥

ভক্তি রস পান করি,
যে বলে হরি হরি,
বাঞ্ছা কল্পতরু হরি,
দেন তারে মোক্ষ ফল।

হরি বেদ হরি বিধি,
হরি মন্ত্র হরি সিদ্ধি,
হরি বল হরি বুদ্ধি,
হরি ভরসা কেবল।

পাষণ্ড-দলন হরি,
নাস্তিকের দর্পহারী,
যাঁহার পুণ্য প্রতাপে,
কাঁপে পাপাসুর দল।

অন্নে হরি বস্ত্রে হরি,
গৃহ পরিবারে হরি,
দেহ মন প্রাণে হরি,
হরি সঙ্গের সম্বল।

নিশ্বাসে প্রশ্বাসে হরি,
শোণিত প্রবাহে হরি,
নয়ন অঞ্জন হরি,
হরি শক্তি হরি বল।

চিন্ময় অরূপ হরি,
নহেন কভু দেহধারী,
চিদানন্দ রূপ ধরি,
করেন প্রাণ শীতল,

প্রবাসে কাননে হরি,
পর্ব্বত পাথারে হরি,
আকাশে ভূতলে হরি,
হরি ব্যাপ্ত সর্ব্বস্থল।

গৃহে দেবালয়ে হরি,
পথে কর্ম্মক্ষেত্রে হরি,
আহারে বিহারে হরি,
হরি প্রাণের সম্বল।

অখণ্ড অব্যয় হরি,
ভক্তবাঞ্ছা-পূর্ণকারী,
দীন জনে দয়া করি,
দেন চরণ কমল।

সুখে হরি দুঃখে হরি,
বিপদে সম্পদে হরি,
জনমে মরণে হরি,
হরি পরম মঙ্গল।

হরি ভক্তি হরি মুক্তি,
হরি স্বর্গ হরি গতি,
হরি জগতের পতি,
হরি ইহ পরকাল।

হরি পিতা হরি মাতা,
হরি গুরু জ্ঞানদাতা,

হরি সর্ব্বজনত্রাতা,
শুদ্ধসত্ব নিরমল।
নয়নে দেখ হে হরি,

রসনায় বল হরি,
হৃদয় কমলে ভজ,
হরি চরণ কমল।" (ক্রমশঃ)

তপস্বিনী রাবেয়া।

ভারতবর্ষে মৈত্রেয়ী ও গার্গী ব্রহ্মজ্ঞানে, তপস্যায় এবং ধর্ম্মবিজ্ঞানালোচনায় ঋষিদিগের ন্যায় শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন। শত শত ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ সেই স্বর্গীয়া বরবর্ণিনীগণের অসামান্য প্রতিভা ও ধর্ম্মভাব দর্শনে বিমুগ্ধ হইতেন। তাঁহারা অবলা হইয়াও বিপুল আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন ঋষিগণের সহিত সুবৃহৎ রাজসভাতে, নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে ও যজ্ঞস্থলে শাস্ত্রের গভীর তত্ত্বালোচনায় সকলকে বিস্মিত করিতেন। সেই পুণ্যবতী রমণীগণের পবিত্র চরিত পুরাণ ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রেও আমরা ঐরূপ দেবীগণের পবিত্র চরিতকাহিনী পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিয়া থাকি। অদ্য আমরা মুসলমান তপস্বিনী রাবেয়ার অপূর্ব্ব জীবন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিব।

মুসলমান সমাজে চিরাবরোধ প্রথা প্রচলিত। এই অবরোধ শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া রমণীগণ স্বাধীন ভাবে গমনাগমন, নির্জ্জনসাধন এবং পুরুষগণের সহিত ধর্ম্মালোচনা ইত্যাদি করিতে তেমন সুযোগ ও সুবিধা প্রাপ্ত হন না; কিন্তু যেখানেই স্বর্গীয় তেজ বিকীর্ণ হইয়াছে, সেখানেই এই সামাজিক শৃঙ্খল ভগ্ন হইয়াছে। আকাশবাসিনী বিহঙ্গিনীর ন্যায় উন্মুক্ত রমণীগণ পরমেশ্বরের সেবায় স্বাধীনভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। জলস্রোত প্রবল হইলে মৃত্তিকার বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়, তখন অতি প্রবল বেগে জল বহির্গত হইতে থাকে। কারাবরোধবাসিনী রমণীগণের প্রাণ যখন স্বর্গীয় তেজে উদ্দীপ্ত হয়, তখনও তাঁহারা সমাজের গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া নবভাবে, নব বলে ধর্ম্মের বিজয়পতাকা-হস্তে সংসার ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে থাকেন।

তুরুস্কের অন্তর্গত বসোরা নগরে অতি দীন দরিদ্র গৃহস্থের পর্ণকুটিরে রাবেয়ার জন্ম হয়। রাবেয়া অতি শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইলেন। "বিপদ কখনও একাকী উপস্থিত হয় না।" কিছু দিন যাইতে না যাইতে বসোরা নগরে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। অন্নাভাবে সকলে বিষম প্রমাদ গণিল।

রাবেয়া এই সময় তাঁহার ভগ্নীগণের নিকট বাস করিতেছিলেন। এক জন দুষ্ট লোক ছলপূর্ব্বক রাবেয়াকে আত্মীয় গণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কয়েকটী তাম্র মুদ্রার বিনিময়ে এক জঘন্য ক্রূরমতি ধনীর নিকট বিক্রয় করিল। দুঃখিনী রাবেয়া পরিজনের নিকট হইতে বিযুক্ত হইয়া দাসীরূপে অন্য গৃহে গমন করিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে সুসভ্য দেশের লোকে পশু পক্ষীর প্রতিও সকরুণ ব্যবহার করিয়া থাকেন; কিন্তু সে সময় ক্রীত দাস দাসীর প্রতি লোকে তদপেক্ষাও হীন ব্যবহার করিত। যে ব্যক্তি রাবেয়াকে ক্রয় করিল, সে একে ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত, তাতে আবার হিংস্রপ্রকৃতি, সুতরাং রাবেয়া ভয়ঙ্কর কষ্টে পতিত হইলেন। সেই নিষ্ঠুর প্রভু রাবেয়াকে এত কাজ করিতে আদেশ দিত, যে বালিকা তাহা কিছুতেই সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারিত না। সকল কার্য্য সমাপন করিতে না পারিলে তাহাকে ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত।

এসময় হইতেই রাবেয়ার প্রাণের গভীরতম স্থানে ধীরে ধীরে ধর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। তিনি প্রভুর তিরস্কার, অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া নির্জ্জনে গিয়া সেই অন্তর্যামী ভগবানের নিকট ক্রন্দন করিতেন। তাঁহার দুই চক্ষে জলধারা বহিত, প্রাণের সকল কথা দয়াময় পরমেশ্বরের নিকট নিবেদন করিতেন। প্রতিদিন এইরূপে নির্জ্জনে প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন। নির্যাতনপ্রাপ্ত বালিকার কোমল প্রাণ পরমেশ্বরের দয়ার ভিখারিণী হইয়া তাঁহার দিকে ছুটিল। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই নির্যাতন বাড়িতে লাগিল। বালিকার প্রাণ অস্থির হইল। এই দুঃসময়ে পতিত হইয়া এক দিন তিনি পলায়ন করিবার উদ্দেশে গোপনে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। অতি ব্যস্তসমস্ত হইয়া কণ্টক ও জঙ্গলময় পথে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিলেন। হঠাৎ ভূপতিত হওয়ায় তাঁহার এক খানি হাত ভগ্ন হইয়া গেল। তখন তিনি আর গমন না করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টি করিয়া নিম্ন লিখিত মর্ম্মে প্রার্থনা করিলেন,—"দীনবন্ধো পরমেশ্বর! আমার পিতা মাতা নাই, অসহায় অবস্থায় পতিত হইয়া পরগৃহে বন্দিনীভাবে কালযাপন করিতেছি। আমি যে কষ্টে আছি, তুমি দেখিতেছ। কিন্তু ইহাতেও আমি শোক করিব না যদি তুমি প্রসন্ন হও। হে আমার পরমেশ্বর! তুমি কি আমার প্রতি প্রসন্ন"? প্রার্থনার পর তিনি প্রাণে স্বর্গীয় বল লাভ করিলেন। তখন পলায়নে বিরত হইয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

তিনি নিয়তই গভীর রাত্রে জাগ্রত হইয়া প্রার্থনা করিতেন। এক দিন তিনি গভীর রজনীতে তাঁহার শয়নকক্ষে বসিয়া প্রার্থনা করিতেছিলেন, এমন

সময় গৃহস্বামী জাগ্রত হইয়া সেই অস্পষ্ট প্রার্থনাধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তিনি ধীরে ধীরে নিকটবর্ত্তী হইয়া মনোযোগের সহিত শুনিতে লাগিলেন। সেই নির্জ্জন কুটিরে নৈশ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে যে অমৃতনিস্যন্দিনী প্রার্থনার বাক্য উত্থিত হইতেছিল, তাহাতে গৃহস্বামীর কঠোর হৃদয় দ্রবীভূত হইল, পাষাণ গলিল, মরুভূমিতে জলধারা প্রবাহিত হইল। রজনী প্রভাত হইবামাত্র গৃহস্বামী রাবেয়াকে অতি বিনীতভাবে কহিলেন, "আপনার ন্যায় পূজনীয়া মহিলাকে দাসীরূপে গৃহে রাখিয়া আমি অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছি। আমার অপরাধ মাপ করুন, আপনাকে স্বাধীনতা অর্পণ করিলাম। আপনি স্বীয় মনোমত স্থানে বাস করিয়া অভীষ্ট মহৎ ব্রত সাধন করুন।" রাবেয়া ক্রীত দাসীত্ব হইতে প্রমুক্ত হইলেন। তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া সাধন ভজনের অনুকূল স্থানে গমন করিলেন, এবং কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অনেকদিন নির্জ্জন অরণ্যে বাস করিয়া গভীর ধ্যান সমাধিতে মগ্ন ছিলেন। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া পরিশেষে তিনি মক্কানগরে গমন করেন এবং সেখানেই অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

রাবেয়া মক্কানগরে তাঁহার কুটীরের মধ্যে উপবিষ্ট। বাহিরে অনেক লোক জন বসিয়া রহিয়াছেন। রজনী জ্যোৎস্নাময়ী। চন্দ্রালোকে চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত। সুনীল আকাশতল রজতবর্ণে অনুরঞ্জিত। এই মনোহর শোভা দর্শন করিয়া বাহির হইতে একজন লোক বলিয়া উঠিলেন—"আর্য্যে! একবার বাহিরে আগমন করুন, দেখুন সৃষ্টির কি অপরূপ শোভা হইয়াছে!" গৃহের অভ্যন্তর হইতে রাবেয়া উত্তর করিলেন "তুমি একবার ভিতরে আসিয়া স্রষ্টার অপূর্ব্ব শোভা দর্শন কর।" রাবেয়ার ঈশ্বরানুভূতি, ঈশ্বরপ্রেম কি গভীর ও সত্যমূলক ছিল! আর্য্যঋষিগণের ন্যায় তিনি স্বীয় আত্মার ভিতরে সেই চিন্ময় পরমাত্মাকে দর্শন করিতেন। যিনি ভিতরে ডুবিয়াছেন, তিনি কি বাহিরের অসার অকিঞ্চিৎকর সৌন্দর্য্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন?

রাবেয়া লেখাপড়া জানিতেন না; ধর্ম্মবিজ্ঞানের জটিল তত্ত্ব শিক্ষা করেন নাই; কিন্তু তিনি পরমেশ্বরের সহিত যোগলাভ করিয়াছিলেন। তিনি যাহা বলিতেন তাহার সহিত উন্নত ধর্ম্মশাস্ত্রের মিল হইত। যিনি পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তিনি যোগযুক্ত অবস্থায় যাহা বলেন, তাহাই বেদ বেদান্ত, কোরাণ, বাইবেল। এজন্যই রাবেয়ার প্রত্যেক কথা সকলে—এমন কি মক্কার সাধুগণও ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় গ্রহণ করিতেন। রাবেয়াকে দর্শন করিয়া, তাঁহার পবিত্রবাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইতেন। দলে দলে লোক রাবেয়ার উপদেশ গ্রহণের জন্য দূরদেশ হইতে আসিত।

রাবেয়া অনেক সময় সমগ্র নিশা

উপাসনাও ধ্যানে যাপন করিতেন। স্বর্গ নরক, পাপ পুণ্য এবং ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহার অতি পরিষ্কার ধারণা ছিল। তাঁহাকে অনেকে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানাবিধ প্রশ্ন করিত, তিনি অতি সুন্দররূপে তাহার উত্তর প্রদান করিতেন, সে সকল প্রশ্নের উত্তর পাঠ করিলে প্রতীতি হয় যে, তিনি ধর্ম্মের উচ্চ অঙ্গসাধনে ভারতের বৈদিক মহর্ষিদিগের সমশ্রেণী ছিলেন। নিরক্ষর, শাস্ত্রজ্ঞান বিহীনা রমণী যে কেবল ভগবদারাধনার ভিতর দিয়া আধ্যাত্মিক সমুদয় সত্য লাভ করিতে পারেন, রাবেয়া তাঁহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সত্যানুরাগ, ঈশ্বরানুভূতি, ভক্তি এবং ব্রহ্মজ্ঞানে তাঁহার হৃদয় বিভূষিত ছিল। তিনি জীবিতাবস্থায় যেরূপ স্বর্গীয়া দেবীরূপে মুসলমান জগতে সম্পূজিতা হইতেন, চিরকাল নানাদেশীয় সাধুগণের মুখে তাঁহার পবিত্র জীবন-কাহিনী সেইরূপ কীর্ত্তিত হইতে থাকিবে।

আশ্চর্য্য অতিথি সৎকার।

সকল ধর্ম্মে সকল দেশে অতিথি-সৎকার উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু মহম্মদীয় উপদেশাবলীতে ইহার কিছু প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। আরব মহম্মদীয় ধর্ম্ম-প্রধান দেশ; সুতরাং তথায় যে আতিথ্যের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইবে, তাহার বৈচিত্র্য কি? আরবীয়দের আতিথ্য সুপ্রসিদ্ধ, কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে বেদবান নামে এক গৃহশূন্য ভ্রমণকারী জাতি আছে, তাহাদিগের অতিথি-সৎকার্য্য অত্যাশ্চর্য্য, আদর্শস্থল ও অনুকরণীয়। নিম্নে হউরাণের বিদবানদিগের আতিথ্যের বিষয় প্রকটিত হইতেছে। ইরাক্ ও সিরিয়ার প্রান্তদেশে হউরাণ নামে এক প্রদেশ আছে। তথাকার বেদবানদিগের কাহারও বাটীতে (বাটী অর্থে যেখানে যে যখন তাম্বুতে বাস করে) অতিথি আসিলে বা আসিতে দেখিলে গৃহস্বামী তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনেন এবং স্বহস্তে তাহার অশ্বরজ্জু গ্রহণপূর্ব্বক অবতরণে সহায়তা করেন। তদনন্তর অতি তৎপরতার সহিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট গালিচা আনিয়া স্ত্রীলোকদিগের অনধিকৃত তাম্বুর এক অংশে তাহা স্বহস্তে বিছাইয়া দেন। শীঘ্র অগ্নি জ্বালিয়া কাফি প্রস্তুত করিয়া তাহাকে অগ্রে দিয়া, যদি অপর কেহ তথায় উপস্থিত থাকে, তাহাকে দেন, কিছু অবশিষ্ট থাকিলে অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক আপনি গ্রহণ করেন নচেৎ নহে। কিছু খাদ্য দ্রব্য তার পর আনিয়া ঐ রূপে দেন। সর্ব্বশেষে মাংস আনীত হয়। আপনি অতিথির হাত ধোয়াইয়া দিয়া "মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন" এইরূপ সানুনয় বাক্যে তাহাকে ভোজন

করিতে অনুরোধ করেন। অতিথি স্বজন এইরূপ একত্রে ভোজন করিতে বসে। ইহার পর কেহ আসিলে, যতক্ষণ না পূর্ব্বোক্ত জনের আহার শেষ হয়, ততক্ষণ সে অপেক্ষা করে, তৎপরে সে বসে। অতিথি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিলে, আরব তাহাকে পুনর্ব্বার ভোজন করাইয়া তাহার অশ্বের নিমিত্ত তৃণাদি আনিয়া দেয়। অতিথি বাটী পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে যতক্ষণ সে আর এক জনের আতিথ্য স্বীকার না করে, ততক্ষণ তাহার পশ্চাদ্‌গমন করে। ইহার মধ্যে তাহার যদি কোন ও বিপদ ঘটে, তজ্জন্য সে দায়ী ও কোনও ক্ষতি হইলে তাহাকে তাহা পূরণ করিতে হয়। যদি পথিমধ্যে অতিথির দস্যু হস্তে পড়িবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা-হইলে অতিথি-সেবক সশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দলবলে তাহার অনুগমন করে। কোন দ্রব্য অপহৃত হইলে ও না ফিরিয়া পাইলে দস্যু যে দলে ভুক্ত, সেই দল-পতির নিকট গিয়া বলে যে, "মহাশয়! অমুক আপনার দলভুক্ত সে আমার অতি-থির অমুক দ্রব্য অপহরণ করিয়াছে; অতএব প্রতিপ্রেরণ করিতে আদেশ হয়।" ফিরাইয়া পায় ভালই, নচেৎ উভয় দলে বিবাদ আরম্ভ হয়—এমন কি অনেক সময় প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে।

আর একটী কথা। বাটী অবস্থিতি কালে অতিথির অশ্ব মরিয়া গেলে বা চোরে চুরী করিলে, গৃহস্বামীকে তাহার জন্য আর একটী ঘোটক দিতে হয়। আরবীয়দিগের মধ্যে এইরূপ অতিথি-সৎকার প্রথা না থাকিলে যে তৎসমাজে কত অনিষ্ট হইত, তাহা বলা যায় না।

আশ্চর্য্য সতীত্ব রক্ষা।

আমরা পন্নাবতীর বিষয় সকলে অবগত আছি। ইনি স্ব সন্তান করাত দিয়া কাটিয়া অতিথির সেবা করিয়া-ছিলেন। এই প্রবন্ধে যাঁহার বিষয় আলোচিত হইতেছে, তিনি সন্তান বিস-র্জ্জন দিয়া সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন। ইনি একজন মহারাষ্ট্রীয় হিন্দু রমণী—মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কন্যা ও গৃহস্থের ভার্য্যা। কিছুদিন হইল সোলাপুর ও বিজয়পুরের মধ্যবর্ত্তী ভদ্বল নামে ষ্টেশনে রেলগাড়ীতে কোন স্থানে যাইবার জন্য সালঙ্কৃতা সুসজ্জিতা হইয়া ক্রোড়ে একমাত্র একবৎসরের শিশু সন্তান লইয়া উপস্থিত হন। ষ্টেশ-নের কর্ম্মচারিগণ পশুপ্রকৃতির মানব, দুরভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য ইহারা ষড়্‌যন্ত্র করিয়া উঁহাকে উক্ত গাড়ীতে যাইতে দিল না। রমণী নিরুপায় হইয়া অন্য গাড়ীর প্রত্যাশায় তথায় কিছু সময় থাকিতে বাধ্য হইলেন। গাড়ী চলিয়া গেল, ইহারা উঁহাকে সসন্তান একটি ঘরে লইয়া গিয়া উঁহার সতীত্ব নাশের

কথা উত্থাপন ও চেষ্টা করে। সতী গত্যন্তর না দেখিয়া বোধহয় মল মূত্র ত্যাগের ভাণ করিয়া অনেক কষ্টে বাহিরে আসিতে পান। বাহিরে আসিয়াই অমনি ঘরের দরজার শিকল বন্ধ করিয়া দেন। দুরাত্মাগণ নানা প্রকারে অনুনয় করিল ও ভীতি প্রদর্শন করিল; কিন্তু সতী আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় তাহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিল না। ইহার পর উহারা বলিল যে, "তোমার সন্তানের প্রাণ বিনাশ করিব, যদ্যপি তুমি আমাদিগকে দরজা খুলিয়া না দাও।" তিনি কোনও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। দুরাত্মারা কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া গৃহের গবাক্ষ খুলিয়া মাতার সম্মুখে সন্তানের প্রাণহত্যা করিতে উদ্যত হইল। সতীর মন কিছুতেই টলিল না। পাষণ্ডেরা সত্য সত্যই সন্তানকে মারিয়া ফেলিল। মারিয়া মৃত দেহ গবাক্ষ দিয়া মাতার সম্মুখে ফেলিয়া দিল। ইত্যবসরে এক খানি মালগাড়ী ষ্টেশনের নিকটে আসিয়া অগ্রসর হইবার সঙ্কেত না পাওয়াতে থামিল। শকটচালক ও রক্ষক হাটিয়া ষ্টেশনে আসিয়া ঐ দুঃস্থা স্ত্রীলোকটীকে দেখিতে পাইল। রমণী ইহাদিগকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বলিলেন। ইহাদিগের নিকট হইতে সংবাদ পাওয়াতে রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয় ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ ও নগরের বিস্তর লোক সমবেত হয়। দুরাত্মাগণ ধৃত হইয়া বিজয়পুরে আনীত হইয়াছে। আশা করি উপযুক্ত দণ্ড পাইবে। সতীত্ব সংরক্ষার জন্য সন্তান বিনষ্ট হইতে দেখার এই প্রথম দৃষ্টান্ত।

সন্তানের জন্য নারী প্রাণ দিতে পারেন, কিন্তু সতীত্ব প্রাণাপেক্ষাও মূল্যবান্—সন্তান অপেক্ষাও মূল্যবান্, তাহা কিরূপে বিসর্জ্জন দিবেন? সে যাহাহউক, কিন্তু অবলাদিগের প্রতি দুর্বৃত্তদিগের এইরূপ ভয়ঙ্কর অত্যাচারের পথ কি রোধ হইবে না?

সফায়া ডবসন কলেট।

ভারতের পরম হিতৈষিণী কুমারী কলেট গত ২৭এ মার্চ্চ ৭২ বৎসর বয়সে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মাতা ও আর কোন কোন আত্মীয় (Cancer) বক্ষের মধ্যে ক্ষত হইয়া মারা যান, সেই রোগে তাঁহারও মৃত্যু হইয়াছে। ৭।৮ বৎসর হইল, এই রোগের সূত্রপাত হয় এবং ডাক্তারেরা দুরারোগ্য রোগ বলিয়া ইহাতে তাঁহার মৃত্যু হইবে স্থির করেন। ১৮৮৮ সালে আমাদের কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু বিলাতে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান, তাহাতে তিনি প্রসন্নবদনে তাঁহাকে বলেন "অদ্য ২ গিনি (প্রায় ৪০৲ টাকা) দিয়া আমার

'মৃত্যুলিপি' জয় করিয়াছি।" পরে তাঁহার পীড়া সম্বন্ধে ডাক্তারের লিখিত অভিপ্রায় দেখান। কয়েক বৎসর হইল তিনি বর্ষে বর্ষে আমাদিগকে লিখিতেন, "মৃত্যুর আর ৪ বৎসর, ৩ বৎসর, ২ বৎসর বা ১ বৎসর মাত্র বিলম্ব আছে, আমার কার্য্য শীঘ্র শেষ করিতে পারিলে হয়।" বস্তুতঃ সমুদ্রে জাহাজ ডোবার মত তাঁহার জীবন তাঁহার জ্ঞাতসারে ক্রমে ক্রমে ডুবিয়াছে এবং তিনি বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সহিত প্রস্তুত হইয়া ইহলোক হইতে পরলোকে প্রবেশ করিয়াছেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে তিনি অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়েন, নিজে পুস্তক পাঠ করিতে পারিতেন না, অন্যকে ধর্ম্ম পুস্তকাদি পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেন এবং শুনিতেন। শেষাস্তে অধিক মাত্রায় ঘুমাইতেন, যখন জাগিতেন রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত যাহা লিখিতেছিলেন, তাহারই উল্লেখ করিতেন এবং বলিতেন তাঁহার যাহা কিছু বাঁচিবার সাধ, এই পুস্তকখানি সম্পূর্ণ করিবার জন্য। দুর্ভাগ্যক্রমে ইহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। রামমোহন রায়ের মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ হয়, ২৭এ সেপ্টেম্বর, কুমারী কলেটের ২৭এ মার্চ্চ। ৩রা এপ্রেল তাঁহার সমাধিকার্য্য সম্পন্ন হয়। যদিও তিনি ৭২ বৎসর বয়সে পরলোকগত হন, কিন্তু তাঁহার পরিবারস্থ সকল লোকে অতি দীর্ঘজীবী এবং তিনি বলিতেন এ পরিবারের মধ্যে তিনিই অল্পবয়সে মরিলেন।

কুমারী কলেট ৭২ বৎসর বাঁচিয়াও আপনার অল্পায়ুর জন্য দুঃখ করিয়াছেন, কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন তিনি যে এতদিন কিরূপে বাঁচিলেন ইহা ভাবিয়াই তাঁহারা আশ্চর্য্য হন। তিনি বিকলাঙ্গ, কুব্জ ও খঞ্জপ্রায় ছিলেন; অতি কষ্টে চলিতে পারিতেন। শেষ অবস্থায় তাঁহার এক পালিতা কন্যা কোলে করিয়া এক ঘর হইতে তাঁহাকে অন্য ঘরে লইয়া যাইতেন। তাঁহার শরীরের উপযোগী করিয়া একখানি কেদেরা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তিনি তাহাতে বসিয়া লেখাপড়ার কার্য্যাদি করিতেন। গত ৭।৮ বৎসর পীড়ার যাতনা অতি তীব্র ও অসহ্য হইয়াছিল, তথাপি সাধ্যমত কার্য্য করিতে তিনি কখনও ত্রুটি বা শৈথিল্য করেন নাই।

তাঁহার মন চিরপ্রফুল্ল, এই জন্য তাঁহার মুখ সর্ব্বদা সহাস্য ছিল, ঘোর পীড়াযন্ত্রণার মধ্যেও তাঁহার আন্তরিক প্রফুল্লতা ফুটিয়া বাহির হইত। তাঁহাকে কেহ কখনও ম্লান, নিরুৎসাহ বা অবসন্নহৃদয় দেখেন নাই। তিনি এত অসুবিধার মধ্যেও যে ঈশ্বরের কার্য্যে খাটিতে পারিতেন এজন্য তাঁহাকে সর্ব্বদা ধন্যবাদ দিতেন এবং তাঁহার করুণার উপর অটল নির্ভর করিতেন। তাঁহার অন্তরাত্মা ঈশ্বরে সমর্পিত এবং শরীর সেই আত্মার অনুগত ছিল।

ইংরাজী ১৮২২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি কলেটের জন্ম হয়। তৎকালীন অন্যান্য ইংরাজবালিকার ন্যায় তিনি বিদ্যালয়ে সামান্যরূপ লেখাপড়া শেখেন, কিন্তু পরে আপনার যত্ন, চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে বিদ্বৎসমাজে গণনীয় হইয়া উঠেন। তিনি বিলাতের অনেক পত্রিকায় নিয়মিতরূপে লিখিতেন। তাঁহার মতসকল অতি উদার ছিল এবং সাধারণের হিতব্রতে তিনি চিরকাল লেখনী ধারণ করিয়াছেন। ভারতের প্রতি তাঁহার অনুরাগ অতুলনীয়। ভারতবাসীদিগের দুঃখে দুঃখী ও সুখে পরম সুখী হইতেন। ভারতবাসী ইংরাজেরা প্রতি মেইলে স্বদেশের সংবাদের জন্য যেমন একান্ত উৎসুক হইয়া থাকেন, তিনি ভারতের সংবাদ পাইবার জন্য সেইরূপ উৎসুক হইয়া থাকিতেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা এজন্য তাঁহাকে সর্ব্বদা উপহাস করিয়া বলিতেন "তোমার 'home' স্বদেশ অর্থাৎ ভারতের সংবাদ কি?" ব্রাহ্মসমাজ ভারতের ধর্ম্ম, সমাজ, জ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়ের উন্নতির সহায়, এইজন্য তিনি নিজে খৃষ্টান দলভুক্ত হইয়াও ইহাঁদের সহিত একীভূত হন এবং ইহাঁদের কার্য্য আপনার কার্য্য বলিয়া চিরকাল প্রাণপণে তাহার সহায়তা করেন।

ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন নেতা বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে বিলাতে লইয়া যাইবার তিনিই প্রধান উদ্যোগী। তাঁহার বিলাত যাত্রার পূর্ব্বে তিনি প্রসিদ্ধ অনেক পত্রে ব্রাহ্মসমাজের মহৎ উদ্দেশ্য সকল প্রচার করেন এবং তিনি ইংলণ্ডে গমন করিলে তাঁহার সেবাতে কায়মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। বিলাতে কেশব বাবু যে সকল বক্তৃতা করেন, তিনি সে সকল সংগ্রহ করিয়া "Keshub Chandra Sen's English Visit" নামে এক বৃহৎ পুস্তক অতি উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত করিয়া প্রচার করেন। "Keshub Chandra Sen in England" নামে এক পুস্তক এবং "Sketch of the History of the Brahmo Samaj" নামে আর এক পুস্তক লেখেন। কেশব বাবুর পূর্ব্বতন বক্তৃতাগুলি হইতে কতকগুলি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা নির্ব্বাচন করিয়া প্রচার করেন। ভারতের প্রাণ ব্রাহ্মসমাজ এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ কেশব বাবু এই দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া তিনি কয়েকবৎসর কেশব বাবুর জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন।

এই উপলক্ষে বামাবোধিনীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং তদবধি তিনি ইহার নিয়মিত পাঠিকা ও উৎসাহদাত্রী ছিলেন। এদেশের রমণীদিগের সহিত পত্রালাপাদি করিবার জন্য তিনি বাঙ্গালা ভাষা স্বয়ং বহু পরিশ্রম করিয়া শিক্ষা করেন। বামাহিতৈষিণী সভার সম্পাদিকা কুমারী রাধারাণী লাহিড়ীকে তিনি স্বহস্তে বাঙ্গালা ভাষায় যে একখানি পত্র লেখেন, তাহার অক্ষরগুলি ছাপার অক্ষরের ন্যায়

এবং ভাষাও সুন্দর। একজন ইংরাজ রমণী অল্পদিনের শিক্ষায় এরূপ বিশুদ্ধ বাঙ্গলায় রচনা করিতে পারেন, ইহা অতি বিস্ময়কর। ১২৮০ সালের অগ্রহায়ণ মাসের বামাবোধিনীতে এই পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, আমরা তাহা এখানে পুনরুদ্ধৃত করিলাম।

"লণ্ডন ২৯এ সেপ্টেম্বর ১৮৭৩।

শ্রদ্ধেয় ভগিনি!

বিগত জুন মাসের বামাবোধিনীতে আপনার লিখিত বামাহিতৈষিনী সভার বিবরণ আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া আপনার সঙ্গে পরিচয় না থাকিলেও আপনার নিকট এই পত্রখানি লিখিতে সাহসী হইতেছি। এই বিষয়ের সবিশেষ সংবাদ জানিতে আমার এখন ইচ্ছা হইয়াছে এবং তজ্জন্য এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিয়া বিরক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছি।

(১) স্ত্রীলোক ভিন্ন অন্য কেহ এই সভায় পাঠ করিবার জন্য রচনা লিখেন কিনা?

(২) মহিলারা কি নিজেই স্ব-লিখিত রচনা পাঠ করেন? তাহা না হইলে রচনাগুলি কে পাঠ করেন?

(৩) আপনার সভা-বিবরণে যে সকল রচনার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কে কে লিখিয়াছেন?

(৪) এই সমুদায় রচনাগুলি কি প্রকাশিত হইবে? বিগত এপ্রিল মাস হইতে আমি বামাবোধিনী পাইতেছি, সুতরাং ইহাতে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা আমি দেখিতে পাই।

৭র্থ ও ৮ম রচনার শিরোনাম পড়িয়া বোধ হইতেছে যে এই রচনাগুলি অত্যন্ত ভাল হইবে।

(৫) বামারচনাবলীতে উদ্ধৃত রচনার মধ্যে কোন২ রচনা ভারত সংস্কার স্ত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রী কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে।

বাঙ্গালাতে আমার অতি অল্পই অধিকার, কিন্তু আমার ভরসা এই, যে সময় আপনার উত্তর পাইতে আশা করি, তখন বিনা সাহায্যে আপনার পত্র পড়িতে পারিব। আমাদের বামাকুলের উন্নতির জন্য আপনারা যেরূপ চেষ্টা ও যত্ন করিতেছেন, তাহাতে আমার কিরূপ গাঢ় সহানুভূতি তাহা কিরূপে প্রকাশ করিব?

আপনাদের উন্নতি হউক ইহা আমার আন্তরিক বাসনা।

আপনার ইংরাজ ভগিনী

সকায়া ডবসন্ কলেট।"

কুমারী কলেট ১৮৭৩ হইতে ১৮৮২ সাল পর্য্যন্ত ৭ বৎসরকাল "Brahmo year Book" ব্রাহ্মসমাজের বিবরণী পুস্তক প্রচার করেন, ইহাতে তাঁহার গভীর গবেষণা, পাণ্ডিত্য, বিবরণসংগ্রহ ও সুসজ্জীকরণে পটুতা, সমালোচনা এবং ব্রাহ্মসমাজানুরাগ ও ভারতহিতৈষিতার সবিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার শরীর রুগ্ন ও ভগ্ন হওয়ায় এবং রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী প্রকাশের ইচ্ছায় তিনি এ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। দুঃখের বিষয় ব্রাহ্মসমাজের কোনও ব্যক্তি অদ্যাপি তাঁহার এই কার্য্যের ভারগ্রহণ করিয়া আপনাদের সমাজের মহৎ অভাব পূর্ণ করিতে পারেন নাই।

কুচবিহার বিবাহ উপলক্ষে কেশব বাবুর সহিত কুমারী কলেটের সৌহৃদ্য বিচ্ছেদ হয় এবং তদবধি তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষপাতিনী হইয়া সাধ্যমত তাহারই সহায়তা করিয়াছেন। আমরা শুনিলাম এই সমাজকে তাঁহার পুস্তকালয় দান করিয়া গিয়াছেন।

রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি কুমারী কলেটের আজীবন প্রগাঢ় ভক্তি ও অনুরাগ ছিল এবং তাঁহাকে তিনি একজন অসাধারণ মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার মতে ব্রাহ্মসমাজের আর কোনও নেতা অদ্যাপি রামমোহন রায়ের নিকটবর্ত্তীও হইতে পারেন নাই। রামমোহন রায় যখন বিলাতে যান, কুমারী কলেট তখন ১০।১১ বৎসরের বালিকা। তিনি একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টানের ঘরের মেয়ে, রামমোহন রায় এই সম্প্রদায়ের সহিত বিশেষরূপে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। রামমোহন লণ্ডনের লিটল পোর্টল্যেণ্ড ষ্ট্রীটের একেশ্বরবাদীদিগের ধর্ম্মমন্দিরে গিয়া উপাসনা করিতেন, কুমারী কলেট সেখানেও তাঁহাকে অনেকবার দেখিয়াছিলেন। রামমোহন রায় যেমন জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল নরনারীকে এক ঈশ্বরের সন্তান ও নিজ পরিবার বলিয়া উদার-হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন এবং সকলের হিতসাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন, কুমারী কলেটও তাহাই আপনার জীবনের আদর্শ করিয়াছিলেন। Encyclopedia Britannica নামক বিলাতের সর্ব্বপ্রধান বিশ্বকোষ প্রকাশকেরা তাঁহার লিখিত রামমোহন রায়ের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। রামমোহন রায়ের সম্পূর্ণ জীবনবৃত্ত প্রচার করিয়া মনের সাধ পূর্ণ করিবার জন্য কুমারী কলেটের বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের শেষ ১০।১২ বর্ষকাল তিনি রামমোহন রায় সম্বন্ধে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিয়া প্রচুর উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন এবং জীবনীর কতক অংশ লিখিয়া ও কতক অংশ মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন। আমরা আশা করি তাঁহার ন্যায় সহৃদয় ও সুযোগ্য কোনও ব্যক্তি এ কার্য্যে অগ্রসর হইয়া ইহার পরিসমাপ্তি করিবেন।

কুমারী কলেট যে একজন উচ্চদরের মহিলা ছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। রয়টার তাঁহার মৃত্যু সংবাদ তাড়িতযোগে ভারতে প্রেরণ করেন, বিলাতের অনেক প্রসিদ্ধ পত্রে তাঁহার শিক্ষা ও সদ্‌গুণের প্রশংসা বাহির হইয়াছে। আর যাঁহার লেখা "এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার" ন্যায় সুবিখ্যাত পুস্তকে আদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে, তিনি স্বনামপ্রসিদ্ধ, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, ভারতীয় অনেক প্রধান প্রধান পত্রে কুমারী কলেটের মৃত্যুর জন্য শোকপ্রকাশ করা হইয়াছে এবং ব্রাহ্মসমাজসকল কৃতজ্ঞ-

শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার পবিত্রস্মৃতির সম্মাননা করিয়াছেন। এই প্রকৃত ভারত-হিতৈষিণীর নাম ভারত রমণীগণও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করুন্।

মহারাণী বিক্টোরিয়ার জীবনের কয়েকটী কথা।

মহারাণী বিক্টোরিয়া বাল্যাবস্থায় পরমা সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার গুরু-জনেরা তাঁহাকে আদর করিয়া "May Flower" বা "বসন্তের ফুল" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। মহারাণীর মাতা জর্ম্মণির মধ্যে অতি সুন্দরী মহিলা বলিয়া বিখ্যাতা ছিলেন। ইঁহার ন্যায় ধর্ম্ম-ভাবাপন্না রমণীও অতি অল্প দেখা যাইত। ইনি স্বীয় কন্যাকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ তৎপরা ছিলেন, প্রত্যহ বিক্টোরিয়াকে (বাইবেল) ধর্ম্মপুস্তক অধ্যয়ন করাইতেন এবং তাঁহার হৃদয়ে যাহাতে ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ভক্তির উদ্রেক হয় এরূপ উপদেশ দিতেন।

যখন মহারাণীর বয়স দ্বাদশ বৎসর মাত্র, তখন তিনি জানিতে পারেন যে তাঁহাকে শীঘ্র ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিরোহণ করিতে হইবে। তাঁহার শিক্ষয়িত্রী তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম এই সংবাদ দেন। বিক্টোরিয়া ঐ কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, "বড় গুরুতর কাজ। খুব গৌরবের কথা বটে, কিন্তু বড় দুরূহ ব্যাপার, রাজ্যেশ্বরী-পদের গৌরব আছে, কিন্তু তেমনি আবার দায়িত্ব আছে।" তৎপরে কিয়ৎকাল নির্ব্বাক্ থাকিয়া সেই অল্পবয়স্কা বালিকা গম্ভীর স্বরে বলিলেন "রাণী হইয়া আমি নিশ্চয়ই ভাল করিয়া কাজ করিব।" মহারাণী সেই বালিকাবস্থায় যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন, যে সেই প্রতিজ্ঞা তিনি এপর্য্যন্ত সম্পূর্ণ রূপে পালন করিয়াছেন। রাজ্যেশ্বরীরূপে, স্ত্রীরূপে, মাতারূপে তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে সর্ব্বদাই সম্পূর্ণ তৎপরা।

মহারাণী চিরকালই অতি বুদ্ধিমতী। বাল্যাবস্থায় ইনি অতি সহজেই স্বীয় পাঠাভ্যাস করিতে পারিতেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে ফরাসী ও জর্ম্মণ ভাষায় ইনি উত্তমরূপে কথোপকথন করিতে শিখেন এবং লাটিন ভাষায় বর্জ্জিল ও হোরেসের গ্রন্থ পাঠ করিতেন। বিক্টোরিয়া অল্পকাল মধ্যে গ্রীক ভাষা ও অঙ্ক বিদ্যা অতি উত্তমরূপে শিখিয়াছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা অঙ্ক বিদ্যা শিখিতে ইনি অত্যন্ত ভাল বাসিতেন।

মহারাণীর সত্যপ্রিয়তা একটী প্রধান গুণ। তাঁহার বাল্যকালে একদিন তাঁহার মাতা তাঁহার পাঠাগারে গমন করিয়া তাঁহার শিক্ষয়িত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন, বিক্টোরিয়া দুষ্টামি করেন না ত?" শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, "একবার

দুষ্টামি করিয়াছিলেন, তাহার পর খুব ভাল ব্যবহার করিতেছেন।" বিক্টোরিয়া এই কথা শুনিয়া তাঁহার শিক্ষয়িত্রীকে বলিলেন "না, মহাশয়া, একবার নহে—দুইবার। আপনি ভুলিয়া একবার বলিয়াছেন।" বাস্তবিকই তাঁহার শিক্ষয়িত্রীর ভুল হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, বিক্টোরিয়ার এরূপ সত্যপরায়ণতা দেখিয়া তাঁহার মাতা ও শিক্ষয়িত্রী অতীব সন্তুষ্টা হইয়াছিলেন।

যখন চতুর্থ উইলিয়মের মৃত্যু হইল, তখন চিরপ্রচলিত নিয়মানুসারে রাজ্যের প্রধান ধর্ম্মযাজক বিক্টোরিয়াকে সংবাদ দিতে গেলেন যে তিনি যেন রাজ্যভার লইবার জন্য প্রস্তুত হয়েন। বিক্টোরিয়া প্রধান ধর্ম্ম যাজকের মুখে ঐ সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে বলিলেন "আপনি আমার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন।" ধর্ম্মযাজক তাঁহার অনুরোধানুসারে ভক্তি-ভাবে এই প্রার্থনা করিলেন যে বিক্টোরিয়া যে গুরুভার গ্রহণ করিতেছেন তাহা বহন করিতে ঈশ্বর যেন তাঁহাকে বল ও সাহস প্রদান করেন। বিক্টোরিয়াও অবনত-জানু হইয়া ঈশ্বরের নিকট ঐ মর্ম্মে প্রার্থনা করিলেন। মহারাণী চিরকালই ধর্ম্ম-বিশ্বাসিনী ও প্রার্থনা শীলা।

পূর্ব্বে ইংলণ্ডে নিয়ম ছিল যে কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইলে তাহাতে রাজা বা রাণীর সম্মতি আবশ্যক হইত। আমাদের মহারাণী রাজ্যেশ্বরী হইবার কিছুকাল পরেই একজন সৈনিক পুরু-ষের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হয়। ডিউক অব্ ওয়েলিংটন্ মহারাণীর নিকট সম্মতি লইতে তাঁহার নিকট গমন করেন। দণ্ডাজ্ঞা পত্র পাঠ করিয়া সজলনয়নে বিক্টোরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার পক্ষে বলিবার কি কিছুই নাই?" ডিউক উত্তর করিলেন;—"না, এ ব্যক্তি তিন বার সৈন্যদল ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়া-ছিল? তবে কোন কোন সাক্ষী উহার সচ্চরিত্রতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া-ছিল।" এই কথা শুনিয়া মহারাণী বলিলেন, "তবে ইহার দোষ পরিমার্জ্জ-নীয়," এবং দণ্ডাজ্ঞা-পত্রের উপর লিখিয়া দিলেন "ক্ষমা করিলাম।" মহারাণী অতীব দয়ার্দ্র-হৃদয়া, এবং কাহারও প্রাণদণ্ডাজ্ঞায় সম্মতি দেওয়া তাঁহার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব বলিয়া উপ-রোক্ত ঘটনার পর হইতে নিয়ম হইল যে প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা বৈধ করিবার জন্য রাজা বা রাণীর সম্মতি আবশ্যক হইবে না।

মহারাণী তাঁহার দরিদ্র প্রতিবাসী ও প্রতিবাসিনীগণকে বড়ই ভাল বাসেন। "প্রতিবাসীকে ভাল বাস" খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থে এই উপদেশ বারম্বার প্রদত্ত হইয়াছে। মহারাণী সে উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে কুত্রাপি বিস্মৃত হয়েন না। উইণ্ডসর, কেনশিংটন, বেল্‌মোরেল, প্রভৃতি যে যে স্থানে মহারাণীর প্রাসাদ আছে, তাহার নিকটবাসী দুঃখী দরিদ্র পরিবারগণের প্রতি মহারাণীর অকপট স্নেহ মমতার বহুল উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া

যায়। এই সকল পরিবারদিগের সঙ্গে তিনি সময় পাইলেই সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন এবং তাহাদিগের যাহার যে অভাব জানিতে পারেন, তাহা মোচন করিয়া থাকেন। কাহারও গৃহে গিয়া দেখিলেন হয়ত নবজাত শিশুর শীত-নিবারক বস্ত্র নাই। মহারাণী প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিয়া অমনি তাহার উপযোগী বস্ত্রাদি প্রেরণ করিলেন। কাহারও ঘরে দেখিলেন, হয়ত কেহ পীড়িত, অমনি তাহার চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কাহারও গৃহে দেখিলেন পুত্র-বিয়োগ-কাতর হইয়া বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ক্রন্দন করিতেছে, অমনি তাহার শোক দূরী-করণে তৎপরা হইলেন। একবার মহা-রাণীর প্রতিবাসীদিগের মধ্যে কোন শোক-সন্তপ্তা রমণীকে কোন এক ধর্ম্ম-যাজক হঠাৎ এক দিন অতীব প্রফুল্লমনা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি আপনার কন্যাবিয়োগদুঃখ এত শীঘ্র কি করিয়া ভুলিলেন? তিনি উত্তর করি-লেন, "মহারাণী আমাকে একখানি ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমি ঈশ্বরে নির্ভর করিতে শিখিয়াছি এবং অনেকাংশে শোক ভুলিয়াছি।" বেল মোরেল্ প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী দরিদ্র লোকদিগের সহিত তিনি কিরূপে সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন তাহা মহারাণীর ঐ প্রাসাদে অবস্থিতি কালের এক দিনের বিবরণ তাঁহার নিজের লিখিত দৈনন্দিন লিপি হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলে বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে। "আজ প্রাতে প্রথমে কিটি-কিয়ার নাম্নী বৃদ্ধা মহিলার কুটীরে আমরা দুইজনে গেলাম। কিয়ারের বয়ঃক্রম ৮৬ বৎসর। সে আজও বেশ খাড়া আছে। আমরা যাইবামাত্র সে সসম্ভ্রমে আমা-দের অভ্যর্থনা করিল। আমরা আসন-গ্রহণ করিলে কিটি কাপড় সেলাই করিতে করিতে আমাদের সঙ্গে গল্প করিতে লাগিল। আসিবার সময় আমি তাহাকে গরম কাপড়ের একটী জামা দিলাম। সে সকৃতজ্ঞচিত্তে বলিল, 'আমি আশীর্ব্বাদ করি ঈশ্বর আপনাদিগকে বরাবর সুখে রাখুন, সকল অমঙ্গল হ'তে রক্ষা করুন আর স্বয়ং আপনাদের পরি-চালক হউন। আমরা তাহার পর আরও তিনটী কুটীরে গমন করিলাম। বিবি সিমনের পুত্রটীকে পীড়িত দেখি-লাম। তাহার পর আর একটী বৃদ্ধা-মহিলার ঘরে গেলাম। সেখান হইতে ব্রুয়রের (সে কিছুকাল আমাদের বাদ্য-কর ছিল) কুটীরে গেলাম। ফিরিবার সময় বিবি গ্রাণ্টের ঘরে গেলাম এবং তাহাকে একটী পোষাক ও একখানি রুমাল দিলাম। সে তাহা পাইয়া কতই ধন্যবাদ দিতে লাগিল! এই সকল দরিদ্র পরিবারদিগের সহিত সহানুভূতি দেখান অতীব সুখকর।"

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। সিকাগো মহামেলায় ভারতবর্ষ হইতে কচ্ছের রাও সাহেব এবং লিম্বডীর ঠাকুর সাহেব পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২। আমেরিকায় মিশুরী নদীর উপরে সম্প্রতি এক প্রকাণ্ড সেতু নির্ম্মিত হইতেছে। পৃথিবীতে ঝোলান সেতুর মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হইবে।

৩। প্রিন্স বিসমার্ক ৪৮২ প্রকার সম্মান চিহ্ন লাভ করিয়াছেন। চিহ্নগুলি পাশাপাশি রাখিলে ১৪ হাত জায়গা ও কয়েক ইঞ্চি ঢাকিয়া যাইবে।

৪। রাজা রামপাল সিংহের ষ্টেটে হিন্দুমতে একটি বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রী ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব ও তাঁহার বয়স ১১ বৎসর।

৫। গ্রীসদেশে আবার ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। দেশের এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত ৮ দিন অনবরত ভূকম্পন হয়। শতসহস্র লোক সর্ব্বস্বান্ত ও কতশত বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছে।

৬। বঙ্কিমচন্দ্র মেমোরিয়ল ফণ্ডে রাজা সার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১ হাজার টাকা দান করিতে স্বীকার করিয়াছেন—মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ৪ শত এবং কোচবিহারের মহারাজা আড়াই শত টাকা দান করিয়াছেন।

৭। বিলাতের একজন ক্রোরপতি ৬০ জন ক্রোরপতিকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছেন। ৬০ জনকে খাওয়াইতে ২৪ হাজার টাকা খরচ হইয়াছে। প্রত্যেক লোকের আহারের জন্য ৪ শত টাকা করিয়া ব্যয়। লোকগুলি কি রাক্ষস?

৮। ডিট্রয়েটের ষ্ট্রীউকিল মিসেস মার্থা টি কুল্যাণ্ড চিকাগোর মহিলাদিগের নিকট পার্লিয়ামেণ্টের আইন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন।

৯। আমেরিকার এক নিগ্রো মহিলা হেনরী সমারসেট্ নাম্নী একটী মহিলার অধ্যক্ষতায় ইংলণ্ডে মাদক নিবারণ বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিয়াছেন।

১০। নিউজিল্যাণ্ডের অন্তর্গত ওয়ানহঙ্গা বাসিনী মিসেস ইয়েট্‌স্ নামক একজন মহিলা ব্রিটিষ সাম্রাজ্যের সর্ব্ব প্রথম স্ত্রী মেয়র বা ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইয়াছেন।

১১। বিবী গ্ল্যাড্‌ষ্টোন ৮১ বৎসর পূর্ণ করিয়াছেন, বৃদ্ধ স্বামীর ন্যায় তাঁহারও শরীর মন সতেজ আছে।

১২। একজন মহিলা এল্ ফ্যাটাট নামক একখানি পাক্ষিক পত্রিকা মিসরের অন্তর্গত আলেকজন্দ্রিয়া নগরে প্রকাশ করিয়াছেন। সিরিয়াবাসিনী কুমারী হিণ্ড এই পত্রিকার সম্পাদিকা এবং তাঁহার লেখার সাহায্যকারী সকলগুলিই মহিলা।

১৩। কলোরেডের প্রিংস্থ মিসেস্ এল সি ডিউলেন্, কলোরেডোর শাসনকর্ত্তা

দ্বারা তত্রত্য মূক বধির ও অন্ধগণের বিদ্যালয়ের ট্রষ্টি সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৪। চৈতন্য লাইব্রেরী। আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া প্রকাশ করিতেছি এই বৎসর চৈতন্য লাইব্রেরি হইতে নিম্ন লিখিত পদকগুলি প্রদত্ত হইবে:—(১) Blackie প্রণীত "Self-Culture" নামক গ্রন্থের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাঙ্গালা অনুবাদের জন্য একটি স্বর্ণ পদক; (২) "বাঙ্গলা নাটকের ইতিহাস" সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাঙ্গালা প্রবন্ধের জন্য একটি রৌপ্য পদক; এবং (৩) "বিজ্ঞান শিক্ষার নৈতিক ফল" সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইংরাজী প্রবন্ধের জন্য একটি রৌপ্য পদক। অনুবাদ ও প্রবন্ধগুলি আগামী ৩০ শে নবেম্বরের মধ্যে চৈতন্য লাইব্রেরির সম্পাদক, নং ৪।১ বীডনষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। সাধারণের প্রতিযোগিতা প্রার্থনীয়।

বামারচনা।

বঙ্কিম বিয়োগ।

শুয়েছে শ্মশানে নাকি মুদিয়া নয়ন
সুকবি বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের ধন!
কবির লাগিয়া আজি প্রতি ঘরে ঘরে
ভাসে শোকে বঙ্গবাসী নয়নের নীরে॥
অস্তমিত হ'ল হায়! কবির জীবন,
নিবিল সুবর্ণ দীপ জন্মের মতন॥
বাঙ্গালা সাহিত্য আজি হইল রে দীন,
ভারতবাসীর প্রাণ হ'ল অর্দ্ধক্ষীণ॥
বঙ্গমাতা দুঃখে আজি ফেলে অশ্রুধারা,
হারায়ে সে পুত্রবরে পাগলিনী পারা॥
কে আর ছড়াবে মধু মধুর সে বোলে,
বসন্ত রাগিণী রাগ ভাসায়ে দুকুলে॥
সেফালিকা যূঁই যাতি কতই ফুটিত।
মধুর বহিয়া বায়ু মধু ছড়াইত॥
বিরহ মিলন মধু বঁধুর সে প্রাণ,
এক সুরে গেছে গেয়ে কবির সে গান॥
জুড়াত মানব প্রাণ নব কল্পনাতে,
আনি দিত ধরা পরে স্বর্গ হাতে হাতে।
যে মধু ছড়ায়ে কবি গেছে ফুলে ফুলে,
রয়ে যাবে চির দিন অনন্তের কোলে॥
বিষবৃক্ষে ফুটিয়াছে সূর্য্যমুখী ফুল,
ম্লানমুখী কুন্দকলি সৌন্দর্য্যে অতুল॥
করেছিল বনমাঝে কুটীরেতে আলা,
স্নেহের পালিতা কন্যা কপালকুণ্ডলা॥
না ফুটিতে মনোরমা খসিল মুকুল,
তিখারিণী গিরিজায়া হাসিয়া আকুল॥
ভ্রমররূপিণী বালা ভ্রমরার প্রেম।
মণিতে জড়িত যেন সমুজ্জল হেম।
একবৃন্তে দুটী ফুল দেখায়েছে কবি।
প্রতাপের ভালবাসা—শৈবলিনী ছবি॥
কবির কবিত্ব হৃদি বহিছে ধরায়,
প্রেমের সৌন্দর্য্য ছবি মাধুর্য্য ছড়ায়॥
কখন গাম্ভীর্য্যভাব, কখন নবীন।
ধর্ম্মেতে গঠিত হৃদি কখন প্রবীণ॥
লোকেরে হানায়ে গেছে রহস্য কথায়,
এমন রসের কবি দেখিনে কোথায়॥

তেত কটু কদা মিঠা জগতের কাছে।
অমল মধুর রস ছড়ায়ে গিয়াছে॥
কাঁদরে ভারত মাতা কাঁদ অনিবার।
গিয়েছে তোমায় ছেড়ে বঙ্কিম কুমার॥
আর কি পুরাবে এসে কেহ তাঁর স্থান।
বাড়াও তাঁহার খ্যাতি-কবির সম্মান॥
গাওরে ভারত তুমি চিরদিন তরে,
সুকবি বঙ্কিম নাম জগতের 'পরে॥

শ্রীমতী গিরিবালা।

কিছুই লাগেনা ভাল।

প্রভাতের তরুণ তপন
বিহগের মধুর কূজন
বসন্তের সুশীতল বায়
নিশিভরা পূর্ণ জ্যোৎস্নায়
লাগেনা কিছুই ভাল হৃদয়ে আমার।
ফুলে ফুলে ভরা উপবন
লতিকার আনত বদন
নিরমল আকাশের পট
সুবিমল নির্ঝরের তট
লাগেনা কিছুই ভাল নয়নে আমার।
যবে থাকি নিশীথে শয়নে
ডুবে থাকি অলীক স্বপনে
আঁখিজল বহেনা তখন
ঢাকা পড়ে হৃদয় বেদন
তবুও না যায় মোর হৃদয়ের ভার।
আমি শুধু পথ পানে রাখি
চেয়ে আছি অনিমিখ আঁখি
কবে পুন আসিবে হেথায়
আঁখি ভরি হেরিব তোমায়
হইবে শীতল পরাণ আমার।
এ ভবনে পারিজাত প্রায়
ফুটেছ হে নব কলিকায়
সুবাস ঢালি আকুল জীবনে
তুষিতে সবারে নিশি দিনে
ভুলায়ে রাখিয়া মোহন মোহে।
ভেঙ্গনা ভেঙ্গনা সে কুহক
হৃদি মোর ডুবিয়ে থাকুক
সেই ঘুমের ঘোরে রহিব
চির সে সুস্বপন দেখিব
জাগায়ো না আর আমায় কেহ।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী—কাণপুর।

অবসান।

কখন যে এসেছিল,
কখনি বা চলে গেল,
কিছুই না জানি।
কি গান গাহিয়া গেল,
কানে মাত্র প্রবেশিল,
সুধু এর, কটি প্রতিধ্বনি।
যতনে কুসুম গুলি,
আনিয়া ছিলাম তুলি,
সাজি ভ'রে, মালা গাঁথিবারে,
মালা ত হ'ল না গাঁথা,
ফুল গুলি হেথা সেথা,
ছড়ায়ে পড়িল ভূমি পরে।
আধেক না হতে মালা,
ভেঙ্গে গেল স্বপ্ন খেলা,
দেখি সে যে চলিয়ে গিয়েছে।
যা' কিছু সে এনেছিল,
কিছু না রাখিয়া গেল,
স্মৃতি সুধু জাগিয়া রয়েছে।
পাখী গুলি মনে মনে
মধুর ললিত তানে,
আরম্ভ করেছে সবে গান।
সুস্নিগ্ধ মলয় বায়,
সবে ধীরি ধীরি বয়
হেন কালে সব অবসান।
আধফোটা ফুল চয়,
ফুটিতে পেলেনা হায়,
আর—অলির ঝঙ্কার নাহি শুনি;
কখন যে এসেছিল,
কখনি বা চলে গেল,
কিছুই না জানি।

শ্রী নী—

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫৪ সংখ্যা	আষাঢ় ১৩০১—জুলাই ১৮৯৪।	৫ম কল্প। ৩য় ভাগ।

8½/96 · W3: 3632

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মহারাণীর জন্মোৎসব—২৪ এর পরিবর্ত্তে গত ২৬এ মে মহারাণীর জন্মোৎসব হইয়াছে। মহারাণী ৭৬ বর্ষে পদার্পণ করিলেন এবং তাঁহার রাজত্ব ৫৮ বর্ষ হইল। জগদীশ্বর তাঁহাকে আরও দীর্ঘজীবিনী করিয়া প্রজাপালনে নিযুক্ত রাখুন।

কৃত্তিবাসের কীর্ত্তিরক্ষা—প্রসিদ্ধ রামায়ণগায়ক কবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থান শান্তিপুরের নিকট ফুলিয়া গ্রাম। কতকগুলি সহৃদয় ব্যক্তি এইখানে একটী গৃহনির্ম্মাণ করিয়া রামসীতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং বৎসর বৎসর একটী মেলা আহ্বান করিবেন, তাহার আয়োজন করিতেছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই আয়োজনের সফলতা প্রার্থনা করি।

ভূদেবের বদান্যতা—স্বর্গীয় মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় সাধারণের হিতার্থ নগদ দেড়লক্ষ টাকা, তাঁহার বুধোদয় প্রেস এবং এডুকেশন গেজেট পত্রিকা প্রদান করিয়াছেন। দাতব্যগুলি এইঃ—

(১) চুঁচড়ার বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী. বার্ষিক অনূ্যন ৩৯০, টাকা।

(২) ব্রহ্মময়ী ভৈষজ্যালয়, ৪৯২, টাকা।

(৩) সংস্কৃত পুস্তক প্রচার—ছাপাখানা আছে তদ্ভিন্ন আবশ্যক হইলে বার্ষিক ৩০০, টাকা।

(৪) এডুকেশন গেজেট—আবশ্যক হইলে বার্ষিক ৮০০, টাকা।

(৫) একজন সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের বেতন বার্ষিক অনধিক ৬৪, টাকা এবং অন্যান্য ব্যয় ৬৪, টাকা।

এই সকল দাতব্য কার্য্যে বর্ষে বর্ষে ২৬২০ টাকা ব্যয় হইবে, তদ্ব্যতীত ৩৭৮০ টাকা হইতে শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন শাস্ত্রের শিক্ষকদিগকে বর্ষে অনূ্যন ৫০ ও ছাত্রদিগকে অনূ্যন ৩০ টাকা করিয়া দেওয়া হইবে।

বিলাতী দেশালাই আমদানী—৩ বৎসর পূর্ব্বে ৩৩ লক্ষ টাকার দেশালাই আমদানী হয়, তৎপর বৎসর ৩৬ এবং তৎপর বৎসর ৩[illegible] লক্ষ টাকার আমদানী হইয়াছে। সামান্য দেশালাই কাঠী এদেশ হইতে ক্রমে ক্রমে অর্দ্ধকোটী ও কোটী টাকা হরণ করিবে।

বিলাতী ছাতা—গত ৩ বৎসরে যথাক্রমে ৪০, ৪৪ ও ৪৮ লক্ষ টাকার ছাতার আমদানী হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষ—ফরিদপুর অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ না কমিতে কমিতে মধ্য ভারতবর্ষ হইতে ভয়ানক দুর্ভিক্ষের সমাচার পাওয়া যাইতেছে। ইতিমধ্যে সাহায্যভাণ্ডার খোলাতে হাজার হাজার লোক খাটিতে আরম্ভ করিয়াছে।

জাপানে স্ত্রী স্বাধীনতা—জাপানে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষ সংখ্যা ১০ লক্ষ অধিক, এজন্য প্রত্যেক রমণীকে বিবাহিত হইতে বাধ্য হইতে হইত। কোনও স্ত্রীলোক নিজে বর গ্রহণ না করিলে গবর্ণমেণ্ট বর মনোনীত করিয়া দিতেন। এখন এ অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে জাপানী মহিলারা মুক্ত হইয়াছেন।

বরাহনগর বিধবাশ্রম—ইহার প্রতিষ্ঠাতা বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার একটী স্থায়ী ফণ্ডের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, ময়মনসিংহের জমিদার রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী এই ফণ্ডে৫০০৲টাকা এবং কাশ্মীরের মহারাজ ১০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। ঢাকার ৺প্রতাপচন্দ্র দাসও মৃত্যুর পূর্ব্বে ১০০ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য ধনাঢ্যগণ হিন্দু[illegible]বাদিগের কল্যাণার্থে সাহা[illegible] করিয়া অর্থের সার্থকতা করুন্।

মহিলা ডাক্তার—শ্রীমতী হেমবতী সেন এবার কলিকাতা কেম্বেল মেডিকেল স্কুল হইতে বিশেষ পারদর্শিতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অনার পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করায় পাঁচটি রৌপ্য পদক পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। গবর্ণর জেনারেল প্রদত্ত রৌপ্যপদকও তিনিই পাইয়াছেন। লেডি এলগিন এজন্য বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া উক্ত স্কুলের স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে পত্র লিখিয়াছেন। কেম্বেল মেডিকেল স্কুল স্থাপনাবধি এপর্য্যন্ত কোনও মহিলাই এরূপ যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই।

বিবী বেসাণ্টের প্রতিবাদ পত্র—ডাক্তার লুন নামক কোন খৃষ্টভক্ত হিন্দুধর্ম্মের গ্লানি করিয়া মেথডিষ্ট টাইম্‌স পত্রে এক প্রস্তাব লেখেন, বিবী বেসাণ্ট ইহার যে উত্তর দিয়াছেন তাহা যেরূপ যুক্তিগর্ভ, সেইরূপ বিজ্ঞতাপূর্ণ। এই পত্র ৯ই জুনের ইণ্ডিয়ান মিররে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে হিন্দুদ্বেষী খৃষ্টানদিগের ন্যায় প্রাচীন সদাচারত্যাগী নামধারী হিন্দুদিগেরও চক্ষু ফুটিবে ও উপকার দর্শিবে।

রামায়ণ ও তদন্তর্গত নীতি।

"বাল্মীকি গিরিসম্ভূতা রামম্বণো মহানদী।
পুনাতি ভুবনং ধন্যা রামসাগরগামিনী।"

শ্রীরামচন্দ্রের মাধুর্য্য-সম্পন্ন নাম এদেশীয় আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই মনে প্রগাঢ়রূপে মুদ্রিত আছে। ভারতবর্ষের মধ্যে যে যে ব্যক্তির কবিত্ব বিষয়ে অভিমান ছিল, প্রায় সকলেই কোন না কোন প্রকারে তদীয় পবিত্র চরিত্র কীর্ত্তন পূর্ব্বক আপনাদের লেখনীর সার্থকতা সাধন ও অমরকীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। অলৌকিক কার্য্যদ্বারা তিনি জগতের মহোপকার করিয়া গিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহার নাম ও চরিত্রকে ভুলিতে পারা যায় না। স্বর্গীয় ধনপূর্ণ অক্ষয়ভাণ্ডারসহ তাঁহার চরিত্রের তুলনা দেওয়া অত্যুক্তি নহে। ক্রমাগত চারিসহস্র বৎসর লোকে তাঁহারি নামোচ্চারণ করিয়াছে, তথাপি এখনও তাহা আনন্দকর নিত্য নূতন বলিয়া প্রতীত হইতেছে। রামচন্দ্র যথার্থই এক সর্ব্বলোকপ্রিয় রাজশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ ছিলেন। পৃথিবীর সহিত আততায়িরূপে যুদ্ধ করিয়া যবন নৃপতি সিকন্দর যদি একজন মহাজন বলিয়া আখ্যাত হয়েন; নেপোলিয়ন স্বকীয় দিগ্বিজয় দ্বারা যদি "ইউরোপের পরিত্রাতা" উপাধির যোগ্য হয়েন, তবে আমাদের রামচন্দ্র, যিনি স্বদেশে—এই বৃহত্তম ভারতরাজ্যে সুখশান্তি সমানয়ন করেন, যিনি নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের অতুলন আদর্শ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে এতদ্দেশীয় পণ্ডিতেরা যে ঈশ্বর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহা কোন মতেই বিচিত্র নহে। তাঁহার চরিত্রের তুলনাস্থল মিলে না। তিনি গৃহমধ্যে থাকিয়া স্বকীয় অপার ঔদার্য্যগুণ এবং বদান্য স্বভাব বশতঃ যদ্রূপ পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভার্য্যা, সুহৃদ এবং দীন দরিদ্র জনগণের পরম প্রীতির পাত্র হইয়াছিলেন, সিংহাসনস্থ হইয়া অপক্ষপাত সুবিচারদ্বারা প্রজাবর্গ হইতে তদ্রূপ ধন্যবাদ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং অমিত তেজঃপ্রভাবে সংগ্রামস্থলে আততায়ী শত্রুদল নিপাত পূর্ব্বক সেইরূপ যশোভাজন হন। ঈদৃশ মহাত্মার চরিত্র অদ্য আমরা পাঠিকাগণের বিদিতার্থ সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে অগ্রসর হইয়াছি।

প্রথমে দেখা যাউক শ্রীরামের জীবনী সম্বন্ধে কি কি গ্রন্থ প্রচলিত আছে।

বাল্মীকির রামায়ণই সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ও প্রধান। রামের কীর্ত্তি যথার্থতঃ বাল্মীকি হইতে প্রচারিত হইয়াছে। তিনি যদি তাহার জীবনী রচনা না করিতেন, তবে রাম নাম জগতে এত পরিচিত হইত না। রামায়ণ চতুর্ব্বিংশ সহস্র শ্লোকাত্মক ও সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত। ইহা কাব্য গুণাশ্রয় গ্রন্থ, রচনা সর্ব্বত্র সরল ও স্থানে

স্থানে বিলক্ষণ মাধুর্য্যব্যঞ্জক। গ্রন্থকার আত্মসময়ে ভারতবর্ষে কিরূপ লৌকিক ব্যবহারাদি প্রচলিত ছিল, তাহা উত্তমরূপে বিবৃত করিয়াছেন। বাল্মীকি রামের সমকালবর্ত্তী ছিলেন, এবং সর্ব্বপ্রথমে কাব্য রচনা করাতে “আদি কবি” বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

মহাভারতে রামের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ব্যাসদেব ইহাতে তাঁহার রামানুরাগের পরিচয় দিতে ত্রুটী করেন নাই। অধ্যাত্ম রামায়ণ নামক আর এক গ্রন্থ ব্যাসদেব বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহা আধ্যাত্মিক ধর্ম্মভাবে পূর্ণ।

কালিদাস কৃত রঘুবংশ। বাল্মীকি যাহাকে নির্ম্মাণ করিয়া সুচারু পরিচ্ছদ প্রদান করেন, কালিদাস স্বকীয় অলৌকিক হস্ত স্পর্শদ্বারা তাহাকে সজীব করিয়াছেন। রঘুবংশ উনবিংশ সর্গাত্মক মহাকাব্য, তন্মধ্যে নবমাবধি পঞ্চদশ পর্য্যন্ত সপ্তসর্গে দশরথ এবং রামের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। ইদানীন্তন এতদ্দেশীয় কোন সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত কহিয়াছেন “রঘুবংশের আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বাংশই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। যে অংশ পাঠ করা যায়, সেই অংশেই অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়।” কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের মধ্যে একজন ছিলেন, সুতরাং উনবিংশতি শতবর্ষ পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বণ্টলি প্রভৃতি যে কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাকে আধুনিকরূপে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা কৃতকার্য্য হন নাই।

মহানাটক। বিক্রমাদিত্যের প্রাদুর্ভাবকালে হনুমান্ নামক কোন পণ্ডিত তাহা রচনা করেন। মহানাটক নয় অঙ্কে বিভক্ত ও ৬১২ শ্লোকাত্মক। এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট রচনা আছে।

ভট্টিকাব্য। ভট্ট নামক পণ্ডিত রচনা করেন। গ্রন্থখানি ২২ সর্গে বিভক্ত। গ্রন্থকার রামচন্দ্রের চরিত্রের সহিত ব্যাকরণের নানাবিধ উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া আশ্চর্য্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন।

বীরচরিত ও উত্তরচরিত। এই দুই উৎকৃষ্ট নাটক ভবভূতি প্রণীত। ভবভূতি কান্যকুব্জাধিপতি যশোবর্ম্মার সভাসদ ছিলেন, সুতরাং শকাব্দার সপ্তম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হয়েন। পাশ্চাত্য সমালোচকদের মতে তিনি কালিদাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর কবি।

অদ্ভুত রামায়ণ নামে এক গ্রন্থ বাল্মীকির কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, বস্তুতঃ তাহা অতি আধুনিক গ্রন্থ। গ্রন্থকার দশানন রাবণের উপাখ্যান শ্রবণে পরিতৃপ্ত না হইয়া শতানন রাবণের গল্প লিখিয়াছেন।

বশিষ্ঠ রামায়ণ বা যোগবাশিষ্ঠ। এই গ্রন্থে অতীব সংক্ষেপে রামচন্দ্রের এক কল্পিত অবস্থার বিষয় লিখিত হইয়াছে, বেদান্ত দর্শনকে সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য।

রাঘব পাণ্ডবীয় নামক গ্রন্থ কবিরাজ

পণ্ডিত প্রণীত। ইহা এক অদ্ভুত গ্রন্থ। এক ভাবে ইহা শ্রীরামের চরিত্র,ভাবান্তর গ্রহণ করিলে পঞ্চ পাণ্ডবের বৃত্তান্ত হইয়া উঠে।

তুলসীদাস হিন্দীভাষায় এক রামায়ণ রচনা করেন। তিনি চিত্রকূট সমীপস্থ হাজপুর গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। যৌবনাবস্থায় কাশীনগরী-পতির দেওয়ানরূপে নিযুক্ত হয়েন। তিনি ৩১ বর্ষ বয়সে (১৬৩১ সম্বতে) বারাণসীধামে রামায়ণের অনুবাদ আরম্ভ করেন। রামগুণাবলী নামে এক গ্রন্থও তাঁহার দ্বারা রচিত হয়।

বৃহদ্ধর্ম্ম প্রভৃতি কোন কোন পুরাণে শ্রীরামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে।

বঙ্গদেশে কৃত্তিবাস পণ্ডিত প্রায় দুই শত পঁচিশ বর্ষ পূর্ব্বে রামায়ণকে বাঙ্গালা পরিচ্ছদে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তকে স্থানে স্থানে কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার পুস্তক এক্ষণে পুনঃ পুনঃ মুদ্রিত, পরিবর্ত্তিত ও সংস্কৃত হইয়া বিভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে।

শ্রীশ্রীমদ্রামরসায়ন। বর্দ্ধমান নিবাসী শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামী বাঙ্গালা পদ্যে এই গ্রন্থ বিরচন করিয়াছেন। গ্রন্থখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণের ন্যায় সুবৃহৎ ও সুললিত।

প্রায় ষোল বৎসর হইল শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ভঞ্জ মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে পণ্ডিতবর শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়দ্বারা বাঙ্গালা গদ্যে মূল বাল্মীকি রামায়ণ অনুবাদিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল ভক্ত মহাশয় বাঙ্গালা গদ্যে মূল বাল্মীকি রামায়ণ অনুবাদ করিয়াছেন।

কয়েক বৎসর অতীত হইল বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ ৺ মহাতাবচাঁদ বাহাদুর মহোদয়ের ব্যয়ে মূল বাল্মীকি রামায়ণ বাঙ্গালা গদ্যে অনুবাদিত হইয়াছে।

কবিবর ৺ রাজকৃষ্ণ রায়ও বাঙ্গালা পদ্যে মূল রামায়ণ অনুবাদ করিয়াছেন।

রামের চরিত্র ভারতবর্ষ মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না। আরাকান দেশে এক গ্রন্থ আছে, তাহার উপাখ্যান এই, যে তোৎসকল নামক এক ব্যক্তি শ্রীরামের পত্নী নংসীদাকে হরণ করিয়াছিল; শ্রীরাম ও তাহার ভ্রাতা প্রালাক্ তোৎসকলকে বিনাশ পূর্ব্বক নংসীদার উদ্ধার করিয়াছিলেন।

শ্যামদেশে অবিকল এইরূপ এক গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম রামকিউন্।

বলীদ্বীপে কবিভাষায় রামায়ণ গ্রন্থ আছে। বাল্মীকি তাহার রচনাকর্ত্তা বলিয়া উক্ত হন। এখনকার রামায়ণের ন্যায় তাহা সপ্তকাণ্ডাত্মক নহে; কিন্তু উত্তরকাণ্ড ব্যতীত অপর ছয় কাণ্ড একত্রীভূত হইয়া ২৫ সর্গে বিভক্ত হইয়াছে। উত্তরকাণ্ড একখানি পৃথক্ গ্রন্থ তাহাও বাল্মীকিকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

লঙ্কাদ্বীপের ইতিহাসে রাম ও রাবণের প্রসঙ্গ আছে।

কয়েক বৎসর অতীত হইল বারাণসী

কলেজের অধ্যাপক গ্রীফিথ সাহেব ইংরাজী পদ্যে বাল্মীকি রামায়ণ অনুবাদ করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণদ্বারা প্রতীত হইতেছে, যে শ্রীরামচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত বহু দূরদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

রমণী পরিত্রাণের সহায়।

রমণি! তোমরা স্বর্গের দেবী, আমরা তোমাদিগকে পূজা করিয়া থাকি। কেন পূজা করি, সে কথা আজ লিখিতেছি। রমণী-হৃদয়ে পবিত্র পরমেশ্বরের বাস, সেইজন্য এযুগে তোমরা আমাদিগের পূজ্য। অতি প্রাচীনকাল হইতে এপর্য্যন্ত রমণী-জাতিকে পুরুষগণ চিনিতে পারে নাই, তাই এত দিন গৃহের দেবী-প্রতিমা অনাদরে হতাদরে মলিন হইয়া গিয়াছে—পুরুষের খেলার সামগ্রী হইয়া রহিয়াছে, দশটা উপভোগ্য জিনিসের মধ্যে একটা উপভোগের পদার্থ হইয়া আছে। আজ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পবিত্র স্বর্গের আলোকে চরাচর ব্রহ্মাণ্ড জ্যোতিষ্মান্ হইয়াছে—জগতের কোথায় কি আঁধারে ঢাকিয়া ছিল, সমস্ত প্রকাশিত হইয়াছে, আজ রমণী-হৃদয়ের অন্তর্দেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে দেখা গেল, স্বয়ং পরমেশ্বরের জীবন্ত সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত।

রমণী আজ জড় নহে—ঘটি বাটী বা অন্য গৃহ সামগ্রীর একটা নহে—রমণী পুরুষের ইন্দ্রিয়সেবার বিষয় নহে। রমণী এতদিন পুরুষের দাসী ছিল, আজ আর দাসী নহে, দাসী দেবী হইয়াছে, পুরুষের হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ স্থানে এখন রমণীর আসন প্রতিষ্ঠিত। রমণী এতদিন পুরুষের শরীরের সেবা করিয়াছে, এখন হৃদয়ের সেবা করিতেছে—পুরুষের জীবনটাকে ধরিয়া বিশ্বাধিপের চরণতলে লইয়া যাইতেছে, সে চরণস্পর্শে পুরুষ মুক্তিলাভ করিতেছে—রমণী এযুগে পুরুষের পরিত্রাতা।

পরিত্রাণের প্রধান উপাদান প্রেম। প্রেমের স্পর্শে প্রেম বিকশিত হয়। রমণী-হৃদয় এই প্রেমে বিগঠিত, নারী-প্রেমের স্পর্শে পুরুষ কেন না পরিত্রাণ পাইবে? কেবল পুরুষের কথা বলিতেছি না, জন-সমাজের কল্যাণের জন্য—জন-সমাজকে মুক্তিধামের পথে লইয়া যাইবার জন্য সমাজ মধ্যে এই দেবী-প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিশ্ব-জননী আপনার হৃদয় হইতে তিল তিল করিয়া প্রেম, পবিত্রতা ও পুণ্য আহরণ পূর্ব্বক এই তিলোত্তমা প্রেম-প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছেন ও বিশ্বের পরিত্রাণহেতু বিশ্বমধ্যে স্থাপন করিয়াছেন। এ প্রতিমার হৃদয়ে প্রেম, হস্তে সেবা, মুখমণ্ডলে পবিত্রতা। জগৎ!

আজ হাসিয়া উঠ, তোমার পরিত্রাণের দিন সমাগত।

রমণি! তবে আজ এস, হৃদয়ের সিংহাসনে ব'স, আমরা তোমার পূজা করি, নারী-পূজা ভিন্ন এযুগে মুক্তি নাই, এ সমাচার জগতের দ্বারে দ্বারে ঘোষিত হইতেছে। ভারত আর ঘুমাইবে না, ভারতও জাগিয়া উঠিবে, এই বিশ্বব্যাপী মহাপূজায় যোগ দিবে।

জগতের চক্ষু আজ পবিত্র হউক, জগৎবাসী আজ পবিত্র চোখে রমণীর মুখপানে দৃষ্টি করুক। ঐ বিমল, সুন্দর, শোভন মুখের অন্তরালে যে সৌন্দর্য্যভাতি ফুটিয়া উঠিতেছে, উহার উৎস কোথায়? দেবী-মুখের অন্তরালে বিশ্ব-দেব আজ সৌন্দর্য্যের ফোয়ারা খুলিয়া দিয়া আপনি সেই সৌন্দর্য্যে মগ্ন রহিয়াছেন, বিশ্বাসী প্রেমিক! দেখিয়া মোহিত হও, ও সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া যাও, তলাইয়া যাও, আত্মহারা হইয়া যাও, ক্ষুদ্রের মধ্য দিয়া অনন্তে মিশিয়া যাও! কে বলিল "কা তব কান্তা?" কে বলিল এ সৌন্দর্য্য অসার?—কে বলিল রমণীর মুখমণ্ডল পতনের সেতু? ভ্রান্ত মানব! চক্ষু মেলিয়া চাহিতে জান না, তাই সুধার ভাণ্ডার হইতে গরল আহরণ কর, সে গরল পান করিয়া মরণের কোলে শুইয়া পড়। পবিত্র চোখে চাও, দেবীর মুখের পানে যেমন করিয়া চাহিতে হয়, তেমনি করিয়া চাও, দেখ তোমার ইন্দ্রিয় নিভে কি না, প্রাণ জাগে কি না, হৃদয়ের শিরায় শিরায় জীবনের স্রোত বহে কি না, মুক্তিধামের পথ খুলিয়া যায় কি না?

প্রাচীনকালের শাস্ত্রে আছে পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ দেখিবে, আধুনিক কালের শাস্ত্র বলিতেছে, বিশ্বজননীর মাতৃভাব স্ত্রীলোক মাত্রেই দর্শন করিয়া তাহার পূজা করিবে। যে নিজের স্ত্রীকে দেবীবৎ দেখিতে জানে না, সে যে পরস্ত্রীকে দেবীবৎ দেখিবে, তাহার কি কোন প্রমাণ আছে? যে নিজের স্ত্রীকে দেবীর আসনে বসাইয়া পূজা করিতে পারে না, সে কি পরস্ত্রীকে দেবীর সম্মান দিতে পারিবে? যে নিজের ঘরে দেবী প্রতিমায় অসম্মান করে, সে কি পরগৃহে দেবী-প্রতিমার আদর করিতে শিখিবে? সমাজের শাসন উঠিয়া যাক্—রাজনীতির বাঁধন শিথিল হউক, দেখ দেখি এই অধঃপতিত দেশে শাস্ত্রের শাসন কিরূপে রক্ষা পায়।

কি বলিতেছিলাম, কোথায় আসিয়া পড়িলাম? দেবি! তোমার মুখখানি স্বর্গের ছবি। নয়নযুগলে কি আছে, জানি না, যখন ঐ মুখপানে প্রাণ ভরিয়া চাহি, তখনি ঐ নয়নযুগল হইতে এক স্বর্গীয় বৈদ্যুতিক শক্তি আসিয়া প্রাণের মাঝে প্রবেশ করে, প্রাণের কোন এক গুপ্তস্থানে গিয়া কি সে যেন আঘাত করে। প্রাণের সেই স্থানটা থেকে কি যেন খুলিয়া যায়, আমাকে কোন্ এক অজ্ঞাত স্থানে লইয়া যায়! সেখানে প্রেম ফুটিতেছে, পবিত্রতা উথলিতেছে, সবারি

মুখে হাসি রাশি, সবারি মুখে শুভ্র জ্যোতি, সকলে যেন পবিত্রতায় স্নান করিয়া উঠিয়াছে, প্রাচীন কালের ময়লা পোষাক ছাড়িয়া কি যেন এক স্বর্গের পোষাক—পুণ্যের পোষাক পরিয়াছে। এরা বুঝি দেবতা, আমি ইহাদের কাছে থাকিতে চাই। রমণি! তবে এস, আমি তোমার ঐ মুখের চল চল লাবণ্যের মধ্য দিয়া ঐ হৃদয়ের মাঝে ডুবিয়া যাই, দেবীহৃদয়ে এ হৃদয় ঢালিয়া দিয়া সেখানে প্রেম ও পবিত্রতায় স্নাত হইয়া আমিও ইঁহাদের মত পবিত্র হইয়া যাই, ও প্রেমের উৎসরূপী অনন্তের প্রেমে গা ভাসাইয়া দিয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলি।

রমণি! তোমার হৃদয়ের অন্তরালে ঐ কাহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছ? প্রাণের ঈশ্বর? পাহাড়, পর্ব্বত, নদ নদী, বন জঙ্গল কত কি খুঁজিয়া আসিলাম, যাঁহাকে পাইলাম না, আজ তোমার হৃদয়ের মূলে তিনি? এ কথা এতদিন বল নাই কেন? অথবা তুমি বলিয়াছিলে, আমি শুনি নাই। আমার চোক এত দিন পরিষ্কার হয় নাই, তাই ও হৃদয়ের মূলে নরক দেখিয়াছি—স্বর্গের ঈশ্বর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিকে দেখি নাই। তোমার হৃদয়ে প্রাণরূপী ভগবান্ বিরাজমান, তাই মহাযোগী, কঠোর সংযমী শাক্যদেব এত কঠোর সাধনার পরও তাঁহাকে পান নাই; যখন তোমার পানে দৃষ্টি পড়িল—যখন তোমার ঐ হৃদয় নিহিত প্রেমরূপী ভগবান্ সেবারূপে তোমারই হাত দিয়া এই সংসারহীন, পরিবারহীন, প্রেমহীন ক্লিষ্ট সাধকের মুখে ক্ষুধার সময় একটু পরমান্ন তুলিয়া দিলেন, তখনই তাঁহার মুক্তি ঘটিল। তুমি যে ঐ সেবার ব্যজনিকা হস্তে লইয়া পরিশ্রান্ত মানবের ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বাতাস করিতেছ, উহা ভগবানের করুণার মলয় হিল্লোল। ও হিল্লোলে প্রাণ ঢালিয়া দিলে পরিত্রাণ পাইব না কেন? রমণি! তুমি ভগবানের প্রতিনিধি হইয়া আমার মুক্তির জন্য প্রেম, পবিত্রতা ও সেবার ভার লইয়া আসিয়াছ। তবে এস দেবি! এ হৃদয়কে স্পর্শ কর, আমি উদ্ধার হইয়া যাই।

পুরাণ কথা।

বৃত্রাসুর বধ।

ব্রহ্মার পুত্র ত্বষ্টা এক অসুর-কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। অসুর-কন্যার গর্ভে ত্রিশিরা নামে একটী পুত্রের জন্ম হয়। তিনি এক সময়ে একটী মহা যজ্ঞ করিয়া আপনার মাতামহকুল অসুরদিগকে তাহার অংশ প্রদান করেন, ইহাতে দেবরাজ ইন্দ্র কুপিত হইয়া তাঁহার শিরশ্ছেদন করেন। ত্বষ্টা ঋষির তপোবলে

আর এক পুত্র হয়,তাহারই নাম বৃত্রাসুর। সে বিষ্ণুভক্ত ও মহাবলপরাক্রান্ত হইয়া ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব কাড়িয়া লয় এবং সকল দেবতাকে পদচ্যুত করিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিভুবন অধিকার করিয়া বসে। দেবগণ তাহার ভয়ে ছদ্মবেশ ধারন করিয়া মানবগণের সহিত পৃথিবীতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এরূপ কষ্টকর জীবন অধিক দিন ধারণ করিতে না পারিয়া তাঁহারা ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন এবং দুর্গতি মোচনের জন্য তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া বিষ্ণুর সমীপবর্ত্তী হইলেন এবং অনেক স্তব স্তুতি করিয়া তাঁহাকে বৃত্রাসুর বধের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে বলিলেন। বিষ্ণু বলিলেন বৃত্রাসুর বধের আর অন্য উপায় নাই, কেবল একমাত্র উপায় আছে—দধীচি নামে এক মুনি আছেন, যদি তাঁহার অস্থিতে বজ্র নির্ম্মাণ করিতে পার, তদ্দ্বারা অসুরের প্রাণনাশ হইবে। বিষ্ণুর উপদেশে দেবগণ দধীচি মুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং তাঁহার নিকট সবিশেষ সকল বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। পরম দয়ালু ঋষি দেবকার্য্যে দেহপাত হইবে ভাবিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন এবং পরমানন্দে দেবগণের নিকট প্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। পরে তিনি যোগাসনে ধ্যানমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ইন্দ্রের আদেশে বিশ্বকর্ম্মা বজ্র নির্ম্মাণ করিলেন, দেবগণের মহা আনন্দ! তাঁহারা অবিলম্বে রণসজ্জা করিয়া বৃত্রের ভবনাভিমুখে গমন করিলেন এবং "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। বৃত্র দলবল লইয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, অনেকক্ষণ যুদ্ধ হইল, কোনও পক্ষ জিত বা পরাজিত হইল না। অবশেষে দৈত্যবর মুখব্যাদান করিয়া ইন্দ্রকে গিলিতে ধাবমান হইল। সুরপতি অসুর-ভয়ে ভীত হইয়া, দ্রুতবেগে পলায়ন করিলেন দেবগণও যুদ্ধ ভঙ্গ দিয়া যিনি যেখানে পারিলেন গিয়া লুক্কায়িত হইলেন। কিছু দিন পরে ইন্দ্রসহ দেবগণ পুনরায় বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু বলিলেন তোমাদিগের একটী অভাব আছে তোমরা আপনার তেজে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলে, তাহাতে কিরূপে জয়ী হইবে তোমাদের মধ্যে বিষ্ণুতেজ চাই, এই ল আমি তাহা দিতেছি। বিষ্ণুতেজে প্রদীপ্ত হইয়া দেবগণ নির্ভয় ও মহোৎসাহপূর্ণ হইলেন। তৎপরে তাঁহারা অতুল সাহসে অসুরদিগের সহিত যুদ্ধ করিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র দধীচি মুনির অস্থিনির্ম্মিত বজ্র দ্বারা বৃত্রাসুরকে নিহত করিতে সমর্থ হইলেন।

এই উপাখ্যান হইতে অনেক গুলি সার উপদেশ লাভ করা যায়। (১) অন্যের অনিষ্ট করিলে নিজের অনিষ্ট হয় দেবরাজ ত্রিশিরাকে বধ করিয়া বৃত্রাসুরদ্বারা যারপরনাই লাঞ্ছিত ও দণ্ডিত হন। (২) বিপদ্ কালে ভগবানে

শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন বিপদুদ্ধারের উপায় নাই। দেবতাগণকেও বিষ্ণুর আশ্রয় লইতে হইল। (৩) দধীচি মুনির অস্থি অংশে শিক্ষাপ্রদ। দেবকার্য্য সাধনের জন্যই সাধুর জীবন এবং সাধু তাহাতেই জীবন উৎসর্গ করিয়া আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করেন। (৪) প্রাণদান বিনা কোনও দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন হয় না। একজন হৃদয়ের অস্থি দিউক, ত্রিভুবন তাহাতে নির্ভয় ও নিরাপদ হইবে। (৫) অব্যর্থ উপায় হস্তে পাইলেও নিজের তেজে জয়লাভ করিবার আশা করিলে তাহা বিফল হয়। (৬) বিষ্ণুতেজে অর্থাৎ স্বয়ং ভগবানের শক্তিতে পূর্ণ হইয়া অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে পারিলে তবে মহাসুর নিপাত হয় এবং সংগ্রামে জয়লাভ হয়।

ধ্বনি বা শব্দ বিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে কর্ণপটহে বায়ুতরঙ্গের সংস্পর্শ হইলে তৎসংলগ্ন স্নায়ুতে এক প্রকার বেগের উৎপত্তি হয়, এবং ঐ বেগ মস্তিষ্কে নীত হইলে শব্দজ্ঞান নিষ্পন্ন হয়। এই বায়ুতে তরঙ্গ কিরূপে উত্থিত হয়, তাহাও আমরা পাঠিকাগণের হৃদ্গত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। নিম্নলিখিত উদাহরণ দ্বারা ঐ বায়ুতরঙ্গের প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট হইবে। যদি ৫টী বা ৬টী বা তদধিক সংখ্যক হস্তিদন্তনির্ম্মিত গোলা কোনও এক মসৃণ স্থানে এক সরল রেখায় পরস্পর সংলগ্ন করিয়া শ্রেণীবদ্ধ রাখা যায়, এবং উহার এক প্রান্তের গোলাতে ঐ শ্রেণীর সমসূত্রে আর একটী গোলা গড়াইয়া আঘাত করা যায়, তাহা হইলে উহার অপর প্রান্তের গোলাটী মাত্র স্বস্থানচ্যুত হইয়া সরিয়া যাইবে, অন্যান্য গোলাগুলি যথাস্থানেই অবস্থান করিবে, স্থানভ্রষ্ট হইবে না। এই ব্যাপারে কি কি কাণ্ড ঘটিতেছে, অনুধাবন করা যাউক। প্রান্তস্থিত যে গোলাটীতে প্রথম আঘাত করা হইল, যদি সেই গোলাটী মাত্র সেই স্থানে থাকিত, তাহাহইলে নিঃসন্দেহই উহা আঘাত বলাভিমুখে ধাবিত হইত। কিন্তু উহার পরে আর একটী গোলা থাকাতে, উহা ঐ দ্বিতীয় গোলাতে চাপিয়া পড়িয়াই প্রতিঘাত পাইতেছে এবং ঐ দ্বিতীয় গোলাতে নিজ বেগ সংক্রামিত করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতেছে। আবার দ্বিতীয় গোলাটীও তৃতীয় গোলার উপর চাপিয়া পড়িয়া উহাহইতে প্রতিঘাত পাইতেছে, এবং নিজের বেগ উহাতে সংক্রামিত করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতেছে। তৃতীয়, চতুর্থ এবং মধ্যবর্ত্তী

আর যতগুলি গোলা আছে, তন্মধ্যবর্ত্তের ক্রিয়াই ঐ একরূপ হইতেছে। সকলের প্রান্তের গোলাটী প্রতিঘাত পাইবার কোন বস্তু না থাকাতে স্বস্থান হইতে ধাবিত হইতেছে। এই শেষোক্ত গোলাটীর সম্মুখে যদি একখানি পাতলা চর্ম্ম লম্বভাবে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে গোলা সহজেই স্বীয় বেগ ঐ চর্ম্মে সংক্রামিত করিয়া ফিরিয়া আসিবে এবং চর্ম্মখানি আবদ্ধ থাকাতে কম্পিত হইতে থাকিবে। আমাদিগের যখন শব্দ জ্ঞান হয়, তখন কর্ণপটহে বায়বীয় পরমাণুর ক্রিয়াও অবিকল এইরূপ হইয়া থাকে। যখন কোন বস্তুতে আঘাতদ্বারা শব্দ উৎপন্ন হয়, তখন ঐ আঘাত-বল পূর্ব্বোক্ত গোলার শ্রেণীর ন্যায় বায়বীয় পরমাণু শ্রেণীর পূর্ব্ব পূর্ব্বটী হইতে পর পরটীতে ক্রমে সংক্রামিত ও কর্ণপটহে উপস্থিত হইয়া উহাকে কম্পিত করে। ঐ কম্পনে তৎসংলগ্ন স্নায়ুজালে বেগ বিশেষের উৎপত্তি হয়, এবং ঐ বেগ মস্তিষ্কে গিয়া শব্দে পরিণত হয়। এই ক্রিয়াগুলি এত শীঘ্র নিষ্পন্ন হয় যে যুগপৎ উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া প্রতীত হয়। (ক্রমশঃ)

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

যে দেশে যত প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়, সেই দেশেই সেই সকল রোগের ঔষধ স্বরূপ উদ্ভিদ্, খনিজ বা অপর প্রকার দ্রব্য অবশ্যই আছে। যিনি আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন, যাঁহার কৃপায় আমরা সর্ব্বপ্রকার সুখভোগে সমর্থ হই, তিনি যে রোগরূপ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার উপায় করিয়া দেন নাই, অথবা স্বাস্থ্যসুখ সম্ভোগের উপায় বিধান করেন নাই, এমন কখনই হইতে পারে না। আমাদের দেশে যে সকল উৎকট রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, অনুসন্ধান করিলে ঐ সকল রোগের প্রকৃত ঔষধও আমাদের দেশে পাওয়া যায়। আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে এ দেশীয় অতি সামান্য ও অনায়াস-লভ্য পদার্থের মধ্যেই আমাদের রোগশান্তির উপায় আছে। বিচক্ষণ এবং সুপণ্ডিত ব্যক্তিরা যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিলে, অবশ্যই দেশীয় অতি সামান্য বস্তুর মধ্যেই কোনটী ওলাউঠার, কোনটী জ্বরের, কোনটী কাশের প্রকৃত ঔষধ বলিয়া স্থির করিতে পারেন, এবং সেই সকল ঔষধের দুই এক পান অথবা তাহার পাঁচনের দুই এক কাঁচ্চা সেবন করিলেই রোগের সম্পূর্ণ শান্তি হইবে।

বহুকাল হইতে অস্মদ্দেশে "ঠাকুরুণ দিদির টোটকা" বা মুষ্টিযোগ প্রণালী প্রচলিত আছে। বঙ্গদেশে এমন বাড়ী নাই যে বাড়ীর প্রাচীনারা সামান্য

রামাম্ভ রোগ সকলের চিকিৎসা জানেন না। তাঁহাদের ভূয়োদর্শনের ফল নিশ্চ-ই উপকারক। আজ কাল পাশ্চাত্য চিকিৎসাপ্রণালী অস্মদ্দেশে প্রবেশাধিকার ও আধিপত্য লাভ করিয়াছে। এখন ক্রোড়স্থ শিশুর সর্দ্দি, উদরাময়, জ্বর (বালসা), হাম—এমন কি চুলকণা প্রভৃতি রোগের প্রতীকারার্থ আমরা ইংরাজী চিকিৎসক অর্থাৎ ডাক্তার না ডাকিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। ডাক্তারের হাতে প্রাণের পুত্তলিকাকে অর্পণ করিতে পারিলে সকল চিন্তা দূর হয়, কিন্তু এখনও এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে আদৌ ডাক্তার মিলে না। ঐ সকল স্থানে পিতামহী ও তাঁহার অবর্ত্তমানে মাতাঠাকুরাণীর দত্ত ঔষধ দ্বারাই রোগ মুক্ত হয়। আহা! সে সকল কথা মনে হইলে বাস্তবিকই বড় কষ্ট হয়। এখন মাথা ধরিলেই, তাড়াতাড়ি ডাক্তারের নিকট যাই, অজীর্ণ হইলেই আহার বন্ধ করিয়া ডাক্তারের দত্ত পকাস্বাদ বিশিষ্ট ঔষধ সেবন করিতে থাকি। ফল এই হয়, না খেয়ে শুকিয়ে মরি, ঔষধের আস্বাদনে প্রাণান্ত হয়, অথবা কাষ্টকি, লিনিমেন্ট ও বেলেস্তারার জ্বালায় কিছুকাল ছট্‌ফট্‌ করিতে হয়। ব্যয়ের কথা আর বলিব কি, শেষে ভিটে নিয়ে টান পড়ে। পেটের অসুখ, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, ইত্যাদি রোগে ঠাকুরুণদিদি কেমন সকল পাচক ঔষধ দিতেন, দুই এক দিন সেবনেই রোগত সারিতই, আহারও এক দিনের তরে বন্ধ থাকিত না। পাঠিকাদিগের বিদিতার্থ এই পত্রিকায় কতিপয় সারগর্ভ উপদেশ ও ব্যবস্থা এবং মুষ্টিযোগ সংগ্রহ পূর্ব্বক ক্রমশঃ প্রকাশ করা যাইবে।

ছেলেদের সর্দ্দি।

দুই এক দিবসের সর্দ্দিতে ছেলেদের দুধের পরিমাণ কমাইয়া দিতে হইবে। যে সকল শিশু কেবল স্তন্য দুগ্ধের উপর নির্ভর করে, তাহাদের প্রসূতিদিগকে একবেলা অন্নাহার দিবে, মৎস্যাদি খাইতে নিষেধ, স্নান বন্ধ। রাত্রে প্রায় উপবাস, অথবা দুই একখানি রুটি খাইতে দিবে, বৈকালে গা ধোয়া নিষেধ। ছেলেটীকে ভাল মধু ২০।৩০ ফোটা ঈষৎ উষ্ণ করিয়া ৩।৪ বার সেবন করিতে দিবে, তাহাতে ২।১ বার পরিষ্কার দাস্ত হইবে। সর্দ্দি একটু বেশী হইলে বা তরল জলবৎ পদার্থ নাক দিয়া পড়িতে থাকিলে, ঐ মধুর সহিত প্রতিবারে ২।১ ফোঁটা আদার রস মিশাইয়া দিবে। সর্দ্দি বুকে বসিলে মধুর সঙ্গে কালা কর্পূরের রস প্রতিবারে ৩০।৪০ ফোঁটা মিশাইয়া দিবে ও প্রত্যহ ঐ নিয়মে ৩।৪ বার সেবন করিতে দিবে। গলা ডাকিতে থাকিলে সর্ষপ তৈল উষ্ণ করিয়া গলায় দিবে। সর্দ্দি বসিয়া গলা ডাকিতে থাকিলেও সেই সঙ্গে বৈকালে অল্প অল্প জ্বর হইলে মধু ও কালাকর্পূরের রসতো দিতেই হইবে, তা ছাড়া কাল তুলসীপাতার রস প্রতিবারে ৪০।৫০

ফোঁটা একটু মধুর সঙ্গে ঈষৎ উষ্ণ করিয়া ২।৩বার সেবন করাইবে। এই উপায়ে ৩।৪ দিনের মধ্যে সর্দ্দি ও জ্বর প্রায় আরোগ্য হয়। সর্দ্দিতো সারিবেই, সর্দ্দি সারার পরেও যদি জ্বর থাকে, তবে ৩।৪ দিন শেফালিকার পাতা ও কালমেঘের পাতার রস সেবন করাইলে, জ্বর আরোগ্য ক্ষুধা বৃদ্ধি ও শরীর সুস্থ হইবে।

পানে তৈল মাখাইয়া, উহা অগ্নিতে গরম করিয়া, শিশুদের বক্ষে লাগাইয়া রাখিলে সর্দ্দি ও কাশি সারে।

ময়ূরপুচ্ছ অন্তর্ধূমে, অর্থাৎ আবদ্ধ মৃন্ময় পাত্রে রাখিয়া ভস্ম করিবে। পরে কিঞ্চিৎ পিপ্পলীচূর্ণ ও মধুসহ সেই ভস্ম বালকদিগকে সেবন করাইলে সর্দ্দি, ঘুঙরি, হিক্কা ও প্রবল শ্বাস নিবৃত্তি হয়, ও সর্দ্দি তরল হইয়া মলসহ নির্গত হইয়া যায়, কতক বা বমি হইয়া উঠিয়া যায়।

বালকের বালসা প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা।

কেশুরতে গাছের শিকড় অল্প পরিমাণে তিনটী গোলমরিচ দিয়া বাটিয়া তিন দিবস ভক্ষণ করাইলে বালসার জ্বর আরাম হয়।

বনপুঁয়ের শিকড় ২॥টী গোলমরিচ দিয়া বাটিয়া ভক্ষণ করাইলে, অথবা কৌকসিমের মূল ২॥টী মরিচ দিয়া বাটিয়া ভক্ষণ করাইলে বালকদিগের বালসা ভাল হয়।

পানের বোঁটায় ঘৃত বা তৈল মাখাইয়া, অথবা মুক্তবর্ষীর পাতা বাটিয়া, বা বকুল বিচি ঘষিয়া মল দ্বারে দিলে, শিশুদের সঞ্চিত বদ্ধ মল নির্গত হইয়া কোষ্ঠ বিশুদ্ধ হয়।

অচিরজাত শিশু স্তন্য পান না করিলে হরীতকী চূর্ণ অত্যল্প পরিমাণে, ঘৃত ও মধু সহ মিশাইয়া, তদ্দ্বারা তাহার জিহ্বা ঘর্ষণ করিলে উপকার হয়।

চোয়াল ধরিয়া বিবর্ণ হইলে কাল তুলসী পাতার রস ও নাকদানা পাতার রস একত্র করত ঈষৎ উষ্ণ করিয়া গাত্রে মালিস করিলে উপকার দর্শে।

ধাইফুল ও পিপুল চূর্ণ আমলকীর ক্বাথ বা রসসহ সেবন করাইলে দন্তোদ্ভেদ-জনিত শিশুর জ্বর, উদরাময়, বমি প্রভৃতি সমস্ত পীড়া নষ্ট হয়।

শিশুদিগের পীড়ায় স্তন্যদায়িনীকে সেই রোগোক্ত পথ্যাপথ্য পালন করিতে হইবে। পীড়াদি কোন কারণে তাঁহার স্তনের দুগ্ধ দূষিত হইলে অন্য ধাত্রীর দুগ্ধ পান করান কর্ত্তব্য।

কাশী ও গলা ঘড়ঘড়ানী ও বালসার ঔষধ।

আখওপান—১টী, লবঙ্গ ১টা, জায়ফল ১আনা, জবানী ১আনা, জল একতোলা; এই কয়েকটী দ্রব্য পেষণ করিয়া প্রদীপের উত্তাপে উষ্ণ করিয়া সেবন করাইলে দুই তিন দিবসের মধ্যে ভাল হয়।